কিশোর থ্রিলার

থিম পার্কে মহাবিপদ

রকিব হাসান

মোঃ শাওন হোসেন রাজু ' স স্ক্যান

কিশোর থ্রিলার

কিশোর গোয়েন্দা

থিম পার্কে মহাবিপদ

রকিব হাসান

মোঃ শাওন হোসেন রাজু । স স্ক্যান

কথামেলা

কথামেলা প্রকাশন

কথামেলা

প্রকাশক:
মো: আবদুর রউফ বকুল
কথামেলা প্রকাশন
৩৮/৪ (৩য় তলা), বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭২-৪৭৪৩০৭

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ হান্নান খান মুকুল
মোবাইল:
০১৭১-২৪৯৫০২

পরিবেশক:
ক্যামলট বুক স্টল
কমলাপুর রেলস্টেশন, ঢাকা

গ্রন্থস্বত্ব:
লেখক

প্রথম প্রকাশ:
আগস্ট, ২০০৫।

প্রচ্ছদ:
বেলাল হোসেন

মুদ্রণ:
স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স
৬ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০
মূল্য: ত্রিশ টাকা

ISBN 984 8321 57-5

মোঃ শাওন হোসেন রাজু ' স স্ক্যান

'কিশোর মুসা রবিন'কে নিয়ে
'তিন গোয়েন্দার অ্যাডভেঞ্চার' নামে লেখা
ও দৈনিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে
প্রকাশিত উপন্যাসটির রূপান্তর এই
'থিম পার্কে মহাবিপদ'।

–রকিব হাসান
৯ আগস্ট, ২০০৫।

মোঃ শাওন হোসেন (রাজু)
বই নং ৮৫
তারিখ ২৯-০২-২০০৮
ব্যাক্তিগত লাইব্রেরী
২৯ শে বইমেলা-০৮ এর
স্মরনে।

'কথামেলা' থেকে প্রকাশিত

এই লেখকের আরও কিছু বই:

নতুন গোয়েন্দা সিরিজ:

বনবিড়ালের গোরস্থান

গোয়েন্দা কাহিনী

খেপা দৈত্য

কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ:

কাটামুণ্ডুর দেশে

হিমছড়ির দানব

ড্রাগনের নিঃশ্বাস

হাঙ্গরের গর্জন

মৃত্যুমুখোশ

হাঙ্গরের চোখ

ক্যারিবিয়ানের জলদস্যু

শিকারী বাজ

কানা কুমিরের গুপ্তধন

কিশোর সাইন্স ফিকশন সিরিজ:

ভিনগ্রহের পিশাচ

নীল যোদ্ধা

ভায়েরের খাবা

রোমান্টিক থ্রিলার

পাপের হাসি

আসছে:

কিশোর গোয়েন্দা

বিমান উধাও

বাংলাদেশী তিন বিজ্ঞানীর গোয়েন্দা

অনিক ◆ অমির ◆ টিপো।

[illegible]।

[illegible]।

রহস্যভেদের বিপজ্জনক নেশায়

ঘুরে বেড়ায় দেশে দেশে।

ওদের সঙ্গে দেখা দিতে চাইছে

একটি উপন্যাস নামের।

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য বই

কিশোর থ্রিলার
রকিব হাসান
বনবিড়ালের গোরস্থান *খেপা দৈত্য
কিশোর গোয়েন্দা:
রকিব হাসান
কাটামুণ্ডুর দেশে *হিমছড়ির দানব *হাসকির গর্জন *ড্রাগনের নিঃশ্বাস *মৃত্যুমুখোশ *হীরার চোখ *শিকারী বাজ *ক্যারিবিয়ানের জলদস্যু *কানা কুমিরের গুপ্তধন
কিশোর সাইন্স ফিকশন:
রকিব হাসান
ভিনগ্রহের পিশাচ *নীল যোদ্ধা *ভারেকের থাবা
রোমান্টিক থ্রিলার:
রকিব হাসান
পাপের হাসি
ওয়েস্টার্ন :
শওকত হোসেন
সীমান্তভূমি *আক্রান্ত খামার *অবরুদ্ধ পথ ১,২ *উপদ্রুত এলাকা *ভূমিগ্রাস *শত্রুরা আসছে! *মৃত্যুগিরি *ঘাতকের পদচিহ্ন *বিস্মৃত শত্রু *ঝরা *ঘৃণা *খোঁজ *ধূর্ত ঘাতক
মাসুদ আনোয়ার
আধিপত্য
তানভীর হাসান
টেন ওয়াগনস
কিশোর থ্রিলার *দুই বন্ধু :
শামীম হোসেন
গোপন সঙ্কেত *ওখানে যেয়ো না
অর্থনীতি : নূরুল হাসান খান
রিপোর্টারের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অর্থনীতির এক যুগ- ১৯৯১ থেকে ২০০৩
গল্প' :ফারুক আহমেদ
তিন তরুণের গল্প
রোমাঞ্চোপন্যাস :
শওকত হোসেন
তিক্ত বড় দিন

অনুবাদ :
গন্ উইদ দ্যা উইন্ড
মূল : মার্গারেট মিচেল,
অনুবাদ : শওকত হোসেন
ক্যাপ্টেন গ্র্যান্টস চিলড্রেন
মূল : জুলভার্ন,
অনুবাদ : শামীম হোসেন
এমা
মূল : জেন অস্টেন,
অনুবাদ : শামীম হোসেন
আলী ও নিনো
মূল : কুরবান সাঈদ,
অনুবাদ : বুলবুল সরওয়ার
রোমান্টিক :
সন্ধ্যাতারার পারে *ময়ূরী মন *নূপুর *তুমি যেয়ো না *চলোনা ঘুরে আসি *ভালোবাসা ভালো নয় *কি করে তোমায় ভুলি! *শত্রু তুমি বন্ধু তুমি *স্বপ্নচারিণী *মেঘের আড়ালে চাঁদ হাসে *আমার কষ্টের ভালোবাসা *ভ্রমরের ফুল *দেবী ও পাপী *একমুঠো ভালোবাসা *শহরে এই বৃষ্টিতে *পূর্ণিমার আঁধারে *মানব প্যারাসাইট *আমি চরিত্রহীন হতে চাই
কিশোর গল্প কথা
মেছো ভূত *সাপের মণি *নেংটি ইঁদুরের দুঃখ *বাটালী হিলের গিরগিটি *দুষ্ট জ্বীনের গল্প *সিংহ কন্যার বিয়ে *গেদু চাচা *ইরিয়ান জায়ার জঙ্গলে *কাঠুরিয়ার বুদ্ধি *ভূতের রাজ্যে বসবাস *ছদ্মবেশী সাপুড়ে *ভয়ঙ্কর এক মানুষখেকো
ছড়া : ছন্দ প্রলাপ *চাঁদের সোনা জাদুর কাঠি
কবিতা : পোহালো রজনী *আসবে তুমি *Soft Touch of Salinity
ঐতিহাসিক : একাত্তরের বীর বাঙালি *নারীমুক্তি আন্দোলনের খণ্ডচিত্র
বিজ্ঞান বিষয়ক : মোস্তাক আহমদ
বিচিত্র বিজ্ঞান
আত্মোন্নয়নমূলক : মোস্তাক আহমাদ
সাফল্য সবার জন্য

মোঃ শাওন হোসেন রাজু 'স স্ক্যান

মোঃ শাওন হোসেন রাজু · স স্ক্যান

এক

হাতে একটা বাস্কেটবল নিয়ে ঘরে ঢুকল আবীর ইউসুফ। খেলার মাঠ থেকে ফিরেছে।

দেখেই জিজ্ঞেস করল তার খালাত ভাই অনিক রায়হান, 'আবীর, তারার দেশে যাবি?'

অনিকের বয়েস আঠারো, আবীরের সতেরো। অনিক পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি লম্বা, আবীর তারচেয়ে এক ইঞ্চি কম, তবে ওজন কয়েক কেজি বেশি। অনিকের ঠাণ্ডা মেজাজ, কালো চুল। আবীরের চঞ্চল স্বভাব, আবেগপ্রবণ, গরম মেজাজ, লালচে চুল। ব্যায়ামপুষ্ঠ পেশিবহুল শরীর দুজনেরই। বুদ্ধিমান। স্মার্ট। সুদর্শন।

আমেরিকার লং আইল্যান্ডে নিউ ইয়র্ক শহর থেকে দূরে আটলান্টিকের তীরে একটা ছোট্ট সুন্দর শহর আছে, নাম ইয়েলো বিচ। সেই বন্দর-শহরে থাকে ওরা। মামার বাসায়। মামার নাম নাসের পাশা। শখের গোয়েন্দা। বাবা প্রচুর টাকা রেখে গেছেন। সুতরাং খেয়াল-খুশিমত কাজ করে বেড়ানোয় কোনো বাধা নেই নাসেরের।

ওবাড়ির চতুর্থ সদস্যটি নাসেরের সেজো বোন লিলি।

অনিক-আবীরের সেজো খালা। বিয়ে করেননি। কোন কারণে একবার বিয়ে ভেঙে যাবার পর জেদ ধরেছেন, আর বিয়ে করবেন না। বোনকে বাংলাদেশ থেকে বলতে গেলে প্রায় জোর করেই ধরে নিয়ে এসেছে নাসের। ছোট ভাই আর দুই বোনপোর ওপর খবরদারি ও তাদের যত্নআত্মি করে ভালই সময় কাটে মিস লিলির। বাকি সময় কাটান স্থানীয় একটা স্কুলে টিচারের চাকরি করে।

লিলিখালার সার্বক্ষণিক সঙ্গী আরও একজন আছে ও বাড়িতে। হাউস মেড মিসেস কেরি জনসন। ছোটখাট মহিলা। সোনালি চুল। নীল চোখ। সবাই তাকে পছন্দ করে। ওদের পারিবারিক সদস্যই হয়ে গেছে এখন এই আমেরিকান মহিলাটি।

ইয়েলো বিচ হাই স্কুলের ছাত্র অনিক-আবীর। গোয়েন্দাগিরি ওদেরও ভীষণ পছন্দ। ছুটি আর অবসর পেলে ওরাও রহস্য সমাধানে ঝাঁপিয়ে পড়ে, মামার সহকারীও হয়। যাই হোক, আসল কথায় আসা যাক।

'তারার দেশ মানে? সাইন্স ফিকশন সিনেমা দেখার কথা বলছিস নাকি?'

হাসল অনিক। 'না, গ্যালাক্সি পার্কের কথা বলছি। সাউথ ক্যারোলিনায় যে অত্যাধুনিক থিম পার্কটা বানানো হয়েছে, ওটার কথা। নানারকম মজার মজার রাইড তো আছেই, ভবিষ্যৎ পৃথিবীটা কেমন হবে তারও নাকি একটা ধারণা দেয়া হয়েছে ওখানে।'

চাঁদি চুলকাল আবীর। 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। ওখানকার স্টাফরাও নাকি ভিনগ্রহবাসীদের মত পোশাক পরে থাকে। ঢুকলে দর্শনার্থীরা ভাবে অন্য কোন গ্রহে ঢুকে পড়েছে।'

'তুই জানলি কী করে?'

'তুই আসার একটু আগে হিপো ফোন করেছিল,' অনিক বলল। 'গ্যালাক্সিতে গিয়েছিল বেড়াতে। নিশ্চয় বলে ফেলেছিল সে শখের গোয়েন্দা। একথা জেনে একটা কেসের তদন্ত করতে অনুরোধ করা হয়েছে তাকে। তদন্ত করতে গিয়ে ফেঁসে গেছে। আমাদের সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েছে। ভাবছি, দেরি না করে এখনই রওনা হয়ে গেলে কেমন হয়? রাতের মধ্যেই পৌঁছে যেতে পারব। গ্যালাক্সি হোটেলে আমাদের জন্য রুম বুক করে রাখবে হিপো।'

'কেসটা কী?' জানতে চাইল আবীর।

'বলেনি। সামনাসামনি বলবে। ফোনে আড়ি পেতে কেউ শুনে ফেলার ভয় করছিল বোধহয়। কাল সকাল আটটার মধ্যে হোটেলে তার রুমে আমাদের দেখা করতে বলেছে।'

ঘড়ি দেখল অনিক। 'দুটো প্রায় বাজে। দশ ঘণ্টা লাগবে যেতে।'

মাথা ঝাঁকাল আবীর। 'জাস্ট পনেরো মিনিট সময় দে আমাকে। এর মধ্যেই গোসল করা, কাপড় পরা, ব্যাগ গোছানো সব সেরে ফেলব।' বারান্দার একটা আলমারির তাকে বাস্কেটবলটা রেখে দিল সে।

'ভালই হলো,' দোতলায় উঠতে উঠতে অনিককে বলল আবীর, 'ছুটি কাটাতে পারব। রহস্যের সমাধান করতে পারব। সেইসাথে গ্যালাক্সি থিম পার্কের মত চমৎকার একটা বিনোদন-পার্কও দেখা হবে। শুনেছি সবচেয়ে উঁচু, খাড়া আর দ্রুতগামী রোলার কোস্টার আছে ওখানে। দেখার জন্য তর সইছে না আমার।'

*

মাঝরাতে একটা দোরাস্তার মোড়ে পৌঁছল ওদের গাড়ি। গ্যালাক্সি থিম পার্কের দিকে মোড় নিল অনিক। টু-লেন রোডটায় আর কোনও গাড়ি চোখে পড়ল না। রাস্তায় শুধু ওদের গাড়ির হেডলাইটের আলো।

নিজের পাশের জানালাটা খুলে দিল অনিক। ঠাণ্ডা, তাজা বাতাসে পাইনের সুবাস। বসন্তের আমেজ। মনে হচ্ছে ভালই কাটবে বসন্তের ছুটিটা।

সামনে মাইল তিনেক দূরে হঠাৎ লাফ দিয়ে যেন উঠে দাঁড়াল লম্বা একটা বিল্ডিং। কাছে এগোতে বোঝা গেল থিম পার্কের ক্লক টাওয়ার, ঘড়ির ডায়ালটা উজ্জ্বল লাল। ঘড়ির কাঁটা বসানো খুঁটিটা দেখতে রকেটের মত, নম্বরগুলোর জায়গায় তারকা বসানো, মিটমিট করে জ্বলছে। ওই ঘড়িতে রাত বারোটা বিশ বেজেছে। ঘড়ির নিচে সাদা নিওন সাইনে লেখা রয়েছে: গ্যালাক্সি থিম পার্ক।

আবীর ঘুমাচ্ছে। কনুই দিয়ে তার গায়ে গুঁতো দিল অনিক। 'আবীর, ওঠ।'

চোখ মেলল আবীর। সোজা হয়ে বসে আড়ামোড়া ভাঙল। ঘুমজড়িত স্বরে জিজ্ঞেস করল; 'আমার চালানোর পালা?'

'নাহ্, আর চালানো লাগবে না,' ইশারায় সামনের ক্লক টাওয়ারটা দেখাল অনিক। 'এসে গেছি।'

ঢাল বেয়ে পাহাড়ে উঠে গেছে রাস্তা। চূড়ায় উঠে গাড়ি থামাল অনিক। সামনে ছড়িয়ে থাকা মস্ত থিম পার্ক কমপ্লেক্সে চোখ বোলাল। পার্কে ঢোকার রাস্তায় স্ট্রীট ল্যাম্পের আলো পড়েছে। বিশাল রোলার কোস্টারটা দেখা যাচ্ছে। ইস্পাতে তৈরি আঁকাবাঁকা লাইনটা খাড়া উঠে গিয়ে আধপ্যাঁচ ঘুরে নীচে নেমে এসে একটা সুড়ঙ্গে ঢুকেছে। এলাহি কাণ্ড। রোলার কোস্টারের সেই আধপ্যাঁচের ভিতরে রয়েছে বিচিত্র চেহারার কতগুলো বিল্ডিং। পিরামিড আর ফ্লাইং সসারের মত দেখতে বিল্ডিংও আছে। প্রতিটি বিল্ডিঙের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেছে একটা মনোরেল।

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল অনিক। 'পৃথিবীর ভবিষ্যৎ শহরগুলোর চেহারা অমন হবে কল্পনা করতে কেমন লাগে না!'

'মরুকগে ভবিষ্যতের শহর। ভবিষ্যতের হোটেলটা খুঁজে বের করা দরকার,' হাই তুলল আবীর। 'এখন এসব দেখার সময় নেই। টানা ঘুম দিয়ে উঠে কাল সকালে দেখব।'

পার্কের প্রবেশপথের বাঁ পাশে একটা পার্কিং লট, দর্শকদের গাড়ি রাখার জায়গা। ডানে তীরচিহ্ন দিয়ে দেখানো রয়েছে: গ্যালাক্সি হোটেল।

ছয়কোণা একটা পনেরোতলা বাড়ি। এটাই গ্যালাক্সি

হোটেল। সামনের পার্কিং লটে এনে গাড়ি রাখল আবীর।

ভিতরে ঢুকল দুজনে। মৃদু আলোয় আলোকিত শান্ত লবিতে রিসিপশন ডেস্ক। গম্বুজাকৃতির ছাত। পুরো ছাত জুড়ে আঁকা ছায়াপথের ছবি। আলোর কারসাজিতে সত্যিকারের ছোটখাট একটা ছায়াপথের মতই লাগে।

সাড়া পেয়ে ডেস্কের ওপাশে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল একটা লম্বা মূর্তি। ভয়ঙ্কর চেহারা। কপালের ঠিক মাঝখানে একটামাত্র চোখ। মুখের ভিতর অসংখ্য লম্বা লম্বা চোখা দাঁত। গায়ের চামড়া খসখসে, আঁশ বসানো। হাত বাড়িয়ে দিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে মানুষের কণ্ঠে বলল দানবীয় চেহারার মূর্তিটা, 'গ্যালাক্সিতে স্বাগতম!'

মূর্তির হাতের আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে আবীর। চিতাবাঘের নখের মত বাঁকানো, চোখা আঙুল। অনিকের দিকে তাকাল, 'অনিক, আমরা কি পৃথিবীতে, না ভিনগ্রহে?'

হেসে উঠল ডেস্কের ওপাশের মূর্তিটা। গলার কাছে নখওয়ালা আঙুল ঢুকিয়ে ওপর দিকে টান দিল। রবারের মুখোশ সরাতেই বেরিয়ে পড়ল হাসিখুশি একজন স্বাভাবিক মানুষের চেহারা। ফ্যাকাশে সোনালি চুল, বাদামী চোখ। হাতের কালো ডিজিটাল ঘড়িটার দিকে তাকাল। অনিক লক্ষ করল, ঘড়িটা অনেকটা তার ঘড়িটার মতই। ভিনগ্রহবাসী সেজে থাকা প্রাণীর হাতে বেমানান।

'কিন্তু ভায়া, গ্যালাক্সিতে আসার জন্য রাতটা বেশি হয়ে গেল না?' হাসিমুখে বলল লোকটা। ডান হাতের নখওয়ালা

দস্তানা টেনে খুলে হাতটা বাড়িয়ে দিল। 'আমি বেন ব্রোগান। গ্যালাক্সি হোটেলের ম্যানেজার।'

'আমি অনিক রায়হান,' ম্যানেজারের হাতটা ধরে ঝাঁকি দিল অনিক। 'ও আমার বন্ধু, আবীর ইউসুফ। রুম বুক করা আছে আমাদের। আমাদের এক বন্ধু রফিকুল ইসলাম তার পাশের ঘরটা আমাদের জন্য বুক করে রাখবে বলেছে। একটু দেখবেন?'

কম্পিউটারের দিকে ঘুরল ম্যানেজার। দ্রুত কীবোর্ডের বোতাম টিপল। 'হ্যাঁ, বুক করা আছে। নয়শো চার।'

কম্পিউটারের ওপরে রাখা তাক থেকে একটা বড় সাদা খাম তুলে আনল ম্যানেজার। 'এতে তোমাদের ঘরের চাবি, গ্যালাক্সি পার্কের বিভিন্ন ছবি, আর গ্যালাক্সির কর্মসূচীর বিস্তারিত বিবরণ লেখা পুস্তিকা আছে।' খামটা বাড়িয়ে দিল সে। 'একটা ভিডিও ক্যাসেটও আছে, গ্যালাক্সির আকর্ষণীয় সব রাইড আর জায়গাগুলোর ভিডিও চিত্র দেখতে পারবে। কোন কিছুর প্রয়োজন পড়লে আমাকে জানিয়ো। প্রায় সারাক্ষণই এখানে পাবে আমাকে।'

ম্যানেজারকে ধন্যবাদ দিয়ে এলিভেটরের দিকে রওনা হলো দুই গোয়েন্দা। এলিভেটর আসার অপেক্ষা করতে করতে ফিরে তাকাল অনিক। অস্থির ভঙ্গিতে ঘড়ি দেখল ব্রোগান। তারপর ডেস্কের পিছনের একটা ছোট ঘরে ঢুকে গেল।

ঘুমাতে গেছে নিশ্চয়। অনিকের নিজেরও ঘুম পাচ্ছে। ঘন ঘন হাই উঠছে। রাত অনেক। হিপো নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

এত রাতে আর তার ঘুম ভাঙাল না।

নয়তলায় নিজেদের ঘরে ঢুকল অনিক ও আবীর। ব্যাগ খুলে জিনিসপত্র বের করল আবীর। কাপড় বদলাল। খাম থেকে ভিডিও ক্যাসেটটা বের করে টেলিভিশনের নীচে রাখা ভিসিআরে ঢুকিয়ে দিল।

'কী হলো?' নিজের বিছানা থেকে জিজ্ঞেস করল অনিক। 'ঘুমাবি না?'

'ঘুমাব,' জবাব দিল আবীর। 'আগে ভিডিওটা দেখে নিই। শব্দ কমিয়ে রাখব, তোর ঘুমের অসুবিধে হবে না।' দুটো বিছানার মাঝে রাখা ছোট টেবিল থেকে রিমোট কন্ট্রোলটা তুলে নিয়ে বোতাম টিপে দিল।

শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল অনিক। বালিশে আধশোয়া হয়ে টেলিভিশনের পর্দায় থিম পার্কের দৃশ্যগুলো দেখতে লাগল আবীর।

তার চোখও জড়িয়ে আসছে। বেশিক্ষণ দেখতে পারল না। ভিসিআরের 'স্টপ' বোতামটা টিপে দিয়ে সে-ও ঘুমিয়ে পড়ল।

চাপা একটা চিৎকারের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। ধুপ করে শব্দ, যেন মেঝেতে পড়ে গেছে কেউ। তারপর নীরবতা। টেলিভিশনের দিকে চোখ পড়তে দেখল, সিনেমা চলছে। মনে পড়ল, ভিসিআরের 'স্টপ' বোতামটা টিপেছিল শুধু সে, পাওয়ার অফ করেনি। টেলিভিশনটাও অন করা। ক্যাসেট বন্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু টিভি চ্যানেল চলছে।

সিনেমার শব্দে ঘুম ভেঙেছে মনে করে ব্যাপারটাকে গুরুত্ব

দিল না আবীর। ভিসিআর ও টেলিভিশন দুটোরই পাওয়ার অফ করল। রিমোটের পাশে রাখা ঘড়ির দিকে তাকাল। দুটো বেজে পনেরো। আবার ঘুমিয়ে পড়ল সে।

*

পরদিন যখন ঘুম ভাঙল তার, সকাল সাড়ে সাতটা বাজে। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল অনিককে। কাপড় পরে রেডি।

'কী দেখছিস?' বিছানা থেকে জিজ্ঞেস করল আবীর। 'সুন্দর কিছু?'

মাথা নাড়ল অনিক। 'না। রোলার কোস্টারের খানিকটা আর কনস্ট্রাকশন সাইট দেখা যাচ্ছে সিকি মাইল দূরে।'

বিছানা থেকে উঠে এগিয়ে এল আবীর। 'সাড়ে সাতটা বাজে। তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। আটটা সময় হিপোর সঙ্গে দেখা করার কথা।'

বাথরুম সেরে এসে হাতমুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি কাপড় বদলে নিল আবীর। ঘর থেকে বেরোল দুজনে। হিপোর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। দরজায় টোকা দিল অনিক। জবাব নেই। আবার টোকা দিল সে। সাড়া না পেয়ে ডাকল, 'হিপো?'

জবাব এল না।

নব ঘুরিয়ে দরজা খোলার চেষ্টা করল আবীর। তালা দেয়া। 'নিশ্চয় রেস্টুরেন্টে চলে গেছে। চল, আমরাও যাই। পেটের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে।'

মাথা কাত করল অনিক। 'চল।'

চারতলায় রেস্টুরেন্ট। পার্কের দিকে মুখ করা। এখানেও হিপোকে দেখল না ওরা।

একটা টেবিলে বসল দুজনে। তারকা আঁকা, রূপালী রঙের পোশাক পরা একজন ওয়েইট্রেস এগিয়ে এল।

'হঠাৎ করে নিশ্চয় কোন জরুরী সূত্র পেয়ে গেছে হিপো,' আবীর বলল। 'খাওয়া বাদ দিয়ে তার পিছনে লেগেছে।'

'হুঁ!' চিন্তিত ভঙ্গিতে নীচের ঠোঁট কামড়াল অনিক। খাবারের মেনুতে চোখ বোলাল।

খাবারের অর্ডার দিয়ে ঘরে আর যারা আছে তাদের ওপর চোখ বোলাল সে। বেশির ভাগই বুড়ো-বুড়ি।

খাওয়া সেরে অনিকদের পিছনের টেবিল থেকে উঠে দাঁড়াল দুজন বুড়োবুড়ি। দরজার দিকে এগোল। আবীরের চোখে পড়ল, টেবিলে একটা বই ফেলে গেছে ওরা। উঠে গিয়ে বইটা তুলে নিল সে। একটা ব্রোশার। তাতে একটা বিজ্ঞাপন। ইংরেজি কথাগুলোর মানে করলে দাঁড়ায়: অবসরযাপন কেন্দ্র। বৃদ্ধকালে অবসর জীবন কাটানোর এক নতুন ধারণা।

বুড়োকে ডেকে তার হাতে ব্রোশারটা দিল আবীর। ধন্যবাদ দিল বুড়ো। টেবিলে ফিরে দেখে নাস্তা এসে গেছে। খাওয়া শুরু করেছে অনিক।

একটুকরো ফ্রেঞ্চ টোস্ট তুলে নিল আবীর।

'সাড়ে আটটা বাজে,' অনিক বলল। 'হিপো নিশ্চয় রুমে গিয়ে আমাদের অপেক্ষা করছে। আমি গিয়ে দেখে আসি।'

মাথা ঝাঁকাল আবীর। 'ঠিক আছে। আমি এখানেই থাকি,

যদি আবার এখানে এসে হাজির হয়।'

টোস্টের শেষ টুকরোটা চিবিয়ে গিলে ফেলল অনিক। তিন ঢোকে শেষ করল গ্লাসের অবশিষ্ট কমলার রস। বেরিয়ে গেল রেস্টুরেন্ট থেকে।

কয়েক মিনিট পর হিপোর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আবার টোকা দিল অনিক। এবার খুলে গেল দরজা। একজন হোটেল পরিচারিকার মুখোমুখি হলো সে।

তরুণীর মাথায় লাল চুল। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। পরনে ঝলমলে উজ্জ্বল সবুজ ওভারঅল আর হলুদ টার্টলনেক শার্ট। বুকের কাছে নাম-ফলক লাগানো, তাতে লেখা: জেনি।

পরিচারিকাকে দেখেই বুঝে গেল অনিক, হিপো ঘরে নেই। জিজ্ঞেস করল, 'এখানে যে গেস্ট ছিল সে কোথায়?'

দুই

ভ্রূকুটি করল তরুণী। 'রফিকুল ইসলাম? ও তো রুম ছেড়ে দিয়েছে।'

পরিচারিকার দিকে তাকিয়ে রইল হিপো। 'অসম্ভব। ওর তো চলে যাওয়ার কথা নয়।'

কাঁধ ঝাঁকাল তরুণী পরিচারিকা। 'তা জানি না। নতুন গেস্টের জন্য রুম গোছাতে বলে দেয়া হয়েছে আমাকে।' ঘরের দরজা আরেকটু ফাঁক করল সে। বিছানার চাদর তোলা। ময়লা চাদর আর বালিশের ওয়ার মেঝেতে স্তূপ করে রাখা হয়েছে। 'এই যে দেখো, ঘর পরিষ্কার করছি।'

উঁকি দিয়ে দেখল অনিক।

'তোমার কথা শেষ হয়েছে?' পরিচারিকা বলল। 'আমার অনেক কাজ। আরও কয়েকটা ঘর পরিষ্কার করতে হবে।' অনিকের মুখের ওপর দরজাটা লাগিয়ে দিল সে।

হতবুদ্ধি হয়ে একটা মুহূর্ত হলওয়েতে দাঁড়িয়ে রইল অনিক। তারপর ফিরে চলল রেস্টুরেন্টে।

*

'রুম ছেড়ে দিয়েছে?' অনিকের মুখে শুনে আবীর অবাক। 'আমার তো মাথায় কিছু ঢুকছে না। আমাদের আসতে বলে হঠাৎ করে কেন ঘর ছেড়ে দেবে সে?'

'আমিও তাই ভাবছি। আর ছেড়েই যদি দেবে আমাদের জানাল না কেন?'

'হয়তো ইনফরমেশন ডেস্কে আমাদের জন্য মেসেজ রেখে গেছে,' আবীর বলল। 'ব্রোগানকে জিজ্ঞেস করা দরকার। চল।'

লবিতে ঢুকল দুজনে। ডেস্কের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে ম্যানেজার। টাকমাথা, খাটো একজন লোকের সঙ্গে কথা বলছে। লোকটার পরনে টুইডের জ্যাকেট। গলায় নেক-টাই। বয়েস পঞ্চাশের কোঠায়। ম্যানেজারের পরনে এখনও ভিনগ্রহবাসীর পোশাক, আগের রাতে যেটা পরা ছিল। শুধু মুখোশটা নেই।

কাছে গিয়ে অনিক বলল, 'মিস্টার ব্রোগান, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।'

ঘুরে তাকাল ম্যানেজার। ফ্যাকাশে মুখ। চোখের কোণে কালি পড়েছে। ক্লান্ত হাসি হেসে বলল, 'বলো?'

'শুনলাম, কাল রাতে আমাদের বন্ধু রফিক রুম ছেড়ে চলে গেছে?' অনিক জিজ্ঞেস করল। 'কথাটা সত্যি নাকি?'

কপালে হাত চেপে ধরে গুঙিয়ে উঠল ব্রোগান।

'কী হলো?' আবীর জিজ্ঞেস করল, 'শরীর খারাপ?'

'না, তেমন কিছু না,' ব্রোগান জবাব দিল। 'মাথা ধরেছে।'

খাটো, টাকমাথা লোকটা ব্রোগানের হাত ধরে একটা আর্মচেয়ারের দিকে টেনে নিয়ে চলল। জোর করে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'বোসো তো এখানে। বিশ্রাম নাও।'

অনিকের দিকে তাকাল আবীর। কাঁধ ঝাঁকাল শুধু অনিক। আর্মচেয়ারের উল্টোদিকের একটা সোফায় গিয়ে বসল দুজনে।

চোখ বুজে ভারি শ্বাস নিল ব্রোগান। খাটো লোকটাকে বলল, 'থ্যাংক ইউ, মরিস। এখন একটু ভাল লাগছে।' দুই গোয়েন্দার দিকে তাকাল সে। 'সরি। কী যেন বলছিলে তোমরা? ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, রফিকের কথা জিজ্ঞেস করছিলে। ও তো রুম ছেড়ে দিয়েছে।'

'কোনও নোটটোট রেখে গেছে?' আবীর জানতে চাইল।

জবাব দিতে দ্বিধা করল ব্রোগান। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'না, কোন নোট রেখে যায়নি। আসলে, তাকে হোটেল থেকেই বেরোতে দেখিনি আমি। আজকে ঘর ছেড়ে দিচ্ছে, টিভিতে নিশ্চয় ইলেকট্রনিক চেকআউট ব্যবহার করে সেটা জানিয়েছে। গেস্টদের সুবিধার জন্য টিভি চেকআউটেরও ব্যবস্থা রেখেছি আমরা।'

'কিন্তু বিল পরিশোধ করার জন্য তো আপনার ডেস্কে

আসতেই হবে. তাই না?' অনিক বলল। 'আপনার সামনে দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে। তখন দেখেননি?'

মাথা নাড়ল ব্রোগান। 'না। রাত দুটো বাজার একটু আগে অফিসে ছিলাম। তন্দ্রামত এসে গিয়েছিল। ঢুলছিলাম। হঠাৎ পিছন থেকে এসে কে যেন আমার নাকে ক্লোরোফর্ম ভিজানো রুমাল চেপে ধরল। অনেক ক্লোরোফর্ম দিয়েছিল। এখনও ঘোর কাটছে না।'

পরস্পরের দিকে তাকাল আবীর ও অনিক। দুজনেই বিভ্রান্ত।

'সকাল সাতটায় যখন হুঁশ ফিরল,' ব্রোগান বলল, 'দেখি আমার অফিসের আলমারিটা খোলা। কিছু টাকা চুরি গেছে। আলমারির চাবিটা তালার মধ্যে ঢোকানো পেয়েছি।'

'পুলিশকে জানিয়েছেন?' আবীর জিজ্ঞেস করল।

'এখনও জানাইনি।'

'পুলিশকে জানানোর আগে গ্যালাক্সির মালিক মিস্টার হ্যারিস কনারিকে জানাতে হবে,' টাকমাথা লোকটা জবাব দিল। 'কী করতে হবে সেটা তিনিই ভাল বুঝবেন। এসব কথা প্রকাশ হয়ে গেলে পার্কের বদনাম হয়ে যাবে, দর্শক আসতে ভয় পাবে।'

'আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন,' তাড়াতাড়ি বলল অনিক। 'কাউকে কিচ্ছু বলব না আমরা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল ব্রোগান। 'মিস্টার কনারিকে

জানানো দরকার।' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। 'শুনে রেগেমেগে আমার চাকরিটা খেয়ে না দিলেই বাঁচি। চাকরি হারালে বিপদে পড়ে যাব।' দ্রুত অফিসের দিকে চলে গেল সে।

ব্রোগানের অফিসে ঢোকা পর্যন্ত অপেক্ষা করল টাকমাথা লোকটা। ম্যানেজার যে আর্মচেয়ারটায় বসা ছিল সেটাতে বসল। দুই গোয়েন্দার দিকে তাকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

'আমার নাম মরিস বেকার। গ্যালাক্সিতে চাকরি করি,' নীচু স্বরে জানাল লোকটা। 'তোমাদের বন্ধু সম্পর্কে কিছু কথা আছে।'

পিঠ সোজা করে ফেলল সোফায় বসা আবীর। বেকারের দিকে ঝুঁকল। আগ্রহীকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'হিপোকে দেখেছেন?'

'হিপো?'

'রফিকের ডাকনাম হিপো।'

'ও। না, দেখিনি তো।'

দুই গোয়েন্দার মাথার ওপর দিয়ে হোটেলের প্রবেশমুখের দিকে তাকাল বেকার। উদ্বেগ ফুটল চেহারায়। ফিরে তাকাল দুই গোয়েন্দা। লম্বা, রূপালী চুলওয়ালা থ্রি-পিস সুট পরা একজন ভদ্রলোককে দ্রুতপায়ে হেঁটে আসতে দেখল লবি ধরে।

'এখানে কথা বলা যাবে না,' বেকার বলল। 'গোপনে

বলতে হবে। চলো, তোমাদের রুমে চলে যাই।'

উঠে দাঁড়িয়ে এলিভেটরের দিকে রওনা হলো সে।

তার পিছু নিল বিস্মিত অনিক ও আবীর। ওদের ঘরে ঢোকার পর বেকার নিজেই দরজাটা লাগিয়ে দিল। ফিরে তাকাল দুই গোয়েন্দার দিকে।

'লবিতে রূপালী চুলওয়ালা যে ভদ্রলোককে দেখলে তিনিই হ্যারিস কনারি। গ্যালাক্সির মালিক,' বেকার বলল। 'আমি চাইনি, আমাদের কথা শুনে ফেলেন। সেজন্যই এখানে চলে এসেছি। কাল রাতে যে চুরিটা হলো, গ্যালাক্সিতে এটা তৃতীয় চুরি। প্রথম চুরিটা হয়েছে কয়েক হপ্তা আগে, পার্কের কমান্ড সেন্টার থেকে একটা কম্পিউটার চুরি গেছে। দ্বিতীয় চুরির শিকার আমি। সেটা মিস্টার কনারিকে জানাতে চাইনি।'

'কিন্তু তিনি আপনার বস,' অনিক বলল। 'তাঁর জানার অধিকার আছে। পর পর তিনটা চুরি হয়ে গেল, তাঁকে জানানো দরকার ছিল না?'

'হিপোর সঙ্গে এসব চুরির কী সম্পর্ক?' অধৈর্য কণ্ঠে জানতে চাইল আবীর।

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল বেকার। একটা বিছানার কিনারে বসল। মুখ তুলে তাকাল দুই গোয়েন্দার দিকে। 'বলছি। যখন জানলাম, হিপো গোয়েন্দা, গোপনে ওকে একটা তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছিলাম।' এক মুহূর্ত থেমে বলল, 'আমি

একজন আর্কিটেক্ট। আমার অফিস থেকে দুটো ব্লুপ্রিন্ট চুরি গেছে। গ্যালাক্সি, এর সমস্ত রাইড, প্রদর্শনী সামগ্রী, আর কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ডিজাইন আমার করা। ওই নেটওয়ার্কের সাহায্যে সমস্ত রাইডগুলো নিয়ন্ত্রণ করা যায়। পার্কের জন্য আরও দুটো নতুন আকর্ষণের ডিজাইন ছিল চুরি যাওয়া ব্লুপ্রিন্ট দুটোতে।'

'কিন্তু এখনও আমি বুঝতে পারছি না, চুরির কথাটা হ্যারিস কনারির কাছে গোপন করছেন কেন?' অনিক বলল।

আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেকার। মেঝের দিকে তাকাল। 'কনারিকে বোঝানো খুব কঠিন। ভীষণ বদমেজাজী।' মুখ তুলে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে অনিকদের দিকে তাকাল সে। 'কয়েক মাস ধরে ওগুলো তৈরি হওয়ার অপেক্ষায় আছে কনারি। এখন ব্লুপ্রিন্ট চুরির খবর শুনলে রেগে আগুন হয়ে যাবে। বলা যায় না, আমাকে মিথ্যুকও ভেবে বসতে পারে। ভাবতে পারে, ব্লুপ্রিন্ট বানাতে দেরি করেছি, এখন মিছে কথা বলে সময় নিতে চাইছি।'

'তখন আপনি হিপোকে ব্লুপ্রিন্টগুলো খুঁজে বের করতে বললেন,' আবীর বলল। 'ওগুলো যে চুরি গেছে সেটা জানতেই দিতে চাননি কনারিকে।'

'হ্যাঁ,' বেকার বলল। 'এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছ গ্যালাক্সি থেকে হিপো চলে যাওয়ায় আমার দুশ্চিন্তা কতখানি বেড়ে গেল।'

'কিন্তু এভাবে হিপোর চলে যাওয়ার তো কথা নয়,' অনিক বলল। 'সে জানে আমরা ওকে সাহায্য করতে আসছি। এভাবে যাওয়ার পিছনে নিশ্চয় কোন কারণ আছে।'

'মনে হয়,' আবীর বলল। 'আমার বিশ্বাস, এখানে আশেপাশেই কোথাও রয়েছে সে। গোপনে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। যে কোন সময় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।'

'হিপো যোগাযোগ করলে আপনাকে জানাব, মিস্টার বেকার,' অনিক বলল।

উঠে দাঁড়াল বেকার। এই প্রথম হাসি দেখা গেল তার মুখে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। 'থ্যাংক ইউ। আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলে পার্কের কমান্ড সেন্টারে খোঁজ নিয়ো। স্পেস ফ্লাইট সেন্টারের পাশেই কমান্ড সেন্টার। সকাল সাড়ে সাতটায় আসি। তারপর থেকে সারাদিন থাকি। যাই। প্রচুর কাজ পড়ে আছে।'

বেকার বেরিয়ে গেল। টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা টেলিফোন বুক বের করল অনিক। বিছানায় বসে পাতা ওল্টাতে শুরু করল।

'অনিক,' আবীর জিজ্ঞেস করল, 'তুই কি সত্যি বিশ্বাস করিস, গোপনে তদন্ত চালানোর জন্য লুকিয়ে পড়েছে হিপো? আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না।'

পাতা ওল্টানো থামিয়ে আবীরের দিকে তাকাল অনিক। 'আমারও না। আমাদের কিছুই না জানিয়ে এভাবে ও পালাবে

না। যদি কোন কারণে পালায়ও এতক্ষণে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতই।'

ফোন বুকটার দিকে তাকাল আবীর। 'কাকে ফোন করবি?'

'প্রথমে এয়ারপোর্টে, তারপর কার রেন্টাল এজেন্সিতে। এখান থেকে হিপোর চলে যাওয়ার দুটোই পথ–প্লেন, অথবা গাড়ি।'

'লবির পে ফোন থেকে আমিও তাহলে একটা ফোন করে আসি,' আবীর বলল। 'হিপোদের বাড়িতে। বাড়িতে ও পৌঁছাল কিনা দেখি।'

মাথা ঝাঁকাল অনিক। 'ঠিক আছে। ইয়েলো বিচ থানায়ও খোঁজ নিস। পুলিশ চীফ ডেভিড ফারগুসনের সঙ্গে হিপো যোগাযোগ করেছে কিনা জিজ্ঞেস করিস। ক্যাপ্টেনকে না পেলে অফিসার রিকি জারসির সঙ্গে কথা বলিস।' এই দুই পুলিশ অফিসারকে অনেক কেসে সহায়তা করেছে ওরা।

ঘণ্টাখানেক পর ফিরে এসে আবীর দেখল অনিক তখনও বিছানায় বসে আছে। ফোন বুকটা কোলের ওপর রাখা। টেলিফোন সেটটার দিকে তাকিয়ে আছে চিন্তিত ভঙ্গিতে।

সাড়া পেয়ে ফিরে তাকাল অনিক। 'খোঁজ পেলি?'

মাথা নাড়ল আবীর। 'না। তুই?'

'প্লেনে করে যায়নি হিপো। লোকাল কার রেন্টাল এজেন্সি থেকে গাড়ি ভাড়া করেনি। গ্যালাক্সি পার্কের মাইক্রোবাস

হিপো মিলফোর্ড নামে কাউকে কোথাও পৌঁছে দিয়েছে কিনা, সে-খোঁজও নিয়েছি। দেয়নি।'

'কেমন অদ্ভুত মনে হচ্ছে আমার কাছে,' আবীরের কণ্ঠে হতাশা। 'গেল কোথায় ও?'

ঠিক এই সময় থাবা পড়ল দরজায়।

চমকে গেল দুজনেই। হিপো না তো!

ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল আবীর। হতাশ হলো। দরজায় দাঁড়ানো একজন হোটেল পরিচারিকা। মাথায় বাদামী চুল। হাতে একগাদা পরিষ্কার তোয়ালে নিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

'হাই,' উজ্জ্বল হাসি হেসে জিজ্ঞেস করল তরুণী পরিচারিকা। 'আমি সিলভা। তোমাদের ঘর পরিষ্কার করতে এলাম।'

'আসুন,' সরে জায়গা করে দিল আবীর। 'আমরা বরং বেরিয়ে যাচ্ছি। আপনি আপনার কাজ সারুন।'

একটা বুদ্ধি এল অনিকের মাথায়। 'সিলভা, পাশের ঘরে আমাদের এক বন্ধু উঠেছিল। এইমাত্র ফোন করে জানিয়েছে, ঘড়িটা ফেলে গেছে সে। ওই ঘরে ঢুকে ঘড়িটা আনা কি সম্ভব?'

অনিকের দিকে তাকিয়ে হাসল সিলভা। 'নিশ্চয়ই। এআর নতুন কী। প্রায়ই গেস্টরা এটা ওটা ফেলে যায়। এসো, তালা খুলে দিচ্ছি।'

পরিচারিকার পিছন পিছন হাঁটতে হাঁটতে অনিকের কানে ফিসফিস করে বলল আবীর, 'সূত্র খোঁজার চিন্তা?'

মাথা ঝাঁকাল অনিক। 'হ্যাঁ। আর কিছু বোলো না। সিলভা শুনে ফেলবে।'

সিলভার কাছে চাবির গোছা আছে। নয়শো পাঁচ নম্বর ঘরটা খুলে দিয়ে চলে গেল, যেটাতে হিপো ছিল। ঘরে ঢুকল দুই গোয়েন্দা। ড্রেসারে খুঁজতে গেল অনিক। আবীর খুঁজতে ঢুকল বাথরুমে। দুটো জায়গার কোনখানেই কিছু না পেয়ে আলমারি আর টেবিলের ড্রয়ার ঘাঁটতে লাগল।

'কই, কিছুই তো পাচ্ছি না,' নিরাশকণ্ঠে জানাল আবীর। 'এখানে মনে হয় কিছু নেই।'

'খুঁজতে থাক।' একটা আর্মচেয়ারের সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছে অনিক। 'অনেক সময় হাতের কাছেই সূত্র পড়ে থাকে, অথচ চোখে পড়ে না।' চেয়ারের গদির নীচে হাত ঢুকিয়ে দিল সে। এক টুকরো কাগজ হাতে লাগল। টেনে বের করে আনল।

'কী ওটা?' অনিকের পাশে এসে দাঁড়াল আবীর।

'নোটবুক থেকে ছিঁড়ে নেয়া,' কাগজটার দিকে তাকিয়ে আছে অনিক। 'কয়েকটা শব্দ লিখে রেখেছে। গ্যালাক্সি রিটায়ারমেন্ট ভিলেজ আর হার্বাট-হোগার্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি।' কাগজটা আবীরের হাতে দিল সে।

'রেস্টুরেন্টে যে ব্রোশারটা দুজন বুড়োবুড়ি ফেলে

গিয়েছিল, আমি দিয়ে এসেছিলাম, ওটাতেও গ্যালাক্সি রিটায়ারমেন্ট ভিলেজের কথা লেখা ছিল।' কাগজটা উল্টে দেখল আবীর। 'দেখ, পিছনে একটা ফোন নম্বর লেখা। ইয়েলো বিচের এরিয়া কোড দেয়া।'

উঠে দাঁড়িয়ে আবীরের মুখোমুখি হলো অনিক। 'কথা পরেও বলা যাবে। খুঁজতে থাক। তাড়াতাড়ি কর। একটা ঘড়ি নিতে এত দেরি দেখলে সন্দেহ করে বসবে সিলভা।'

কাগজের টুকরোটা পকেটে ভরে বিছানার নিচে উঁকি দিল আবীর। হাতখানেক দূরে সাদা এক টুকরো কাগজ পড়ে থাকতে দেখে তুলে নিয়ে এল। ভেজা ভেজা।

উঠে দাঁড়াল সে। কাপড়টা শুঁকল। সঙ্গে সঙ্গে চক্কর দিয়ে উঠল মাথা। চোখের সামনে দুলে উঠল ঘরটা। কাপড়ের টুকরোটা হাত থেকে ছেড়ে দিল সে। পড়ে যাচ্ছিল। থাবা দিয়ে খাটের কিনারা ধরে ফেলে বাঁচল কোনমত।

'আবীর, কী হয়েছে?' চেঁচিয়ে উঠে আবীরের কাছে দৌড়ে এল অনিক। মাটিতে পড়ে থাকা কাপড়টা দেখে তুলে নিল।

'শুঁকিস না, শুঁকিস না!' ঘড়ঘড়ে স্বর বেরোল আবীরের কণ্ঠ থেকে। 'ক্লোরফর্মে ভিজানো।' ধপ করে বিছানায় বসল সে। জোরে জোরে শ্বাস টানল কয়েকবার। একটু ভাল লাগল।

কাপড়টার দিকে তাকিয়ে আছে অনিক। আবীরের মনে

পড়ল আগের রাতে শোনা শব্দগুলোর কথা। অনিককে বলল, 'এখন বুঝলাম, চিৎকারটা টিভি থেকে হয়নি।' গলা কাঁপছে তার।

'তাই তো মনে হচ্ছে,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল অনিক। 'আসলে হিপোর চিৎকার শুনেছিস তুই। ক্লোরোফর্ম দিয়ে বেহুঁশ করে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে ওকে।'

তিন

'ইস্, কী গাধা আমি!' প্রায় ফেটে পড়ল আবীর। 'একটাবারের জন্যও মাথায় ঢুকল না, শব্দগুলো টিভির নয়, হিপোকে কিডন্যাপ করছে ওরা!'

'কী করে বুঝবি কিডন্যাপ করছে? কোন ইঙ্গিত তো আর পাসনি,' শান্ত থাকার চেষ্টা করল অনিক। 'যা হবার হয়ে গেছে, আবীর। আফসোস করে লাভ নেই।'

কিন্তু দুঃখ গেল না আবীরের। জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে লাগল। 'কিন্তু আমার সন্দেহ করা উচিত ছিল। এতদিন ধরে গোয়েন্দাগিরি করছি।'

'হিপোও এতদিন ধরেই গোয়েন্দাগিরি করছে। অথচ কিডন্যাপ তো হলো। তদন্ত করতে গেলে এধরনের বিপদ হতেই পারে।'

কিন্তু আবীরের মলিন মুখে হাসি ফুটল না। 'ঘুণাক্ষরেও যদি বুঝতে পারতাম...!'

'এখন তো বুঝলি। আর দেরি না করে কাজে নামা দরকার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুঁজে বের করতে হবে।'

'কী করা যায়, বল তো?'

অনিক জবাব দেয়ার আগেই দরজা খুলে উঁকি দিল সিলভা। 'কি, হলো তোমাদের? ঘড়ি পেলে? এবার বেরোতে হয় তোমাদের। এঘরটা পরিষ্কার করব।'

'না, ঘড়ি পাইনি। হিপো বোধহয় ভুল করেছে।' আবীরকে নিয়ে দরজার দিকে রওনা হলো অনিক।

হঠাৎ কী মনে পড়ায় দাঁড়িয়ে গেল। ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'একবার তো পরিষ্কার করা হয়েছে ঘরটা। আবার কী করবেন।'

'কে করল? আমি তো করিনি।'

'জেনি নামে আরেকজন। আমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে।'

'তাই নাকি! কিন্তু ওর তো করার কথা নয়,' ভ্রূকুটি করল সিলভা। 'ডিউটির ব্যাপারে মিস্টার কনারির নিয়ম খুব কড়া। কে কোথায় কোন কাজটা করবে, ঠিক করে দিয়েছেন তিনি। চুল পরিমাণ এদিক ওদিক হবার জো নেই।...নতুন করে আবার ডিউটি বদল করলেন কিনা কে জানে! শুনে আসি।' ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে দৌড়ে চলে গেল সে। তাকে আর কোন প্রশ্ন করার সুযোগ পেল না অনিক।

নিজেদের ঘরে ফিরে এল দুই গোয়েন্দা। আর্মচেয়ারে বসল অনিক। বিড়বিড় করে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল, 'আমি বুঝতে পারছি না, কেন কিডন্যাপ করল হিপোকে?'

ডেস্কের সামনের চেয়ারটা টেনে এনে অনিকের মুখোমুখি

বসল আবীর। অনিকের প্রশ্নটার জবাব দিল, 'মরিস বেকারের ব্লুপ্রিন্ট চুরির তদন্ত করছিল হিপো। চোর হয়তো সেটা জেনে গিয়ে ওকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে এখানে আরও চুরি করতে পারে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে নীচের ঠোঁট কামড়াল অনিক। মাথা দোলাল। 'হুঁ। হিপোকে যে কিডন্যাপ করেছে সে-ই হয়তো বেন ব্রোগানকেও ক্লোরফর্ম দিয়ে বেহুঁশ করে তার অফিসের আলমারি থেকে টাকা চুরি করেছে। রাত দুটো বাজার সামান্য আগে ঘটেছে ঘটনাটা। তার পর পরই হিপোকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। দুটো ক্ষেত্রেই ক্লোরফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে।'

পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা বের করল আবীর। 'এটার সঙ্গে কিডন্যাপিঙের কোন সম্পর্ক নেই তো?'

'এখনও শিওর না,' জবাব দিল অনিক। 'হিপোই লিখে রেখে গেছে কিনা, জানি না। হিপোর আগে যে গেস্ট ওই রুমে ছিল, সে-ও লিখতে পারে।'

কাগজের উল্টো পিঠে লেখা টেলিফোন নম্বরটার দিকে তাকাল আবীর। 'কিন্তু আমার ধারণা, হিপোই লিখেছে। ইয়েলো বিচের এরিয়া কোড। ব্লুপ্রিন্ট চুরির কেসের সঙ্গে এই নম্বরের সম্পর্ক থাকতে পারে।'

'জানার একটাই উপায়,' উঠে দাঁড়াল অনিক। আবীরের হাত থেকে কাগজের টুকরোটা নিয়ে টেলিফোন সেটের দিকে এগোল। নম্বর ডায়াল করে অপেক্ষা করতে লাগল। একটা

যান্ত্রিক পুরুষকণ্ঠ ভেসে এল রিসিভারে।

'অ্যানসারিং মেশিন,' আবীরের দিকে তাকিয়ে বলল অনিক। অন্যপ্রান্তের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনল। ওর নাম, ফোন নম্বর, আর কী কথা বলতে চায় সংক্ষেপে জানিয়ে রাখার অনুরোধ করল ওকে মেশিন।

অনিক জবাব দিল, 'আমি অনিক রায়হান। আমার বন্ধু হিপোর সঙ্গে কথা বলতে চাই। গ্যালাক্সি হোটেলে পাওয়া যাবে আমাকে।' ওদের রুম নম্বর আর হোটেলের ফোন নম্বর দিল মেশিনকে।

'অ্যানসারিং মেশিনে লোকটা তার নাম বলেনি,' আবীরকে জানাল অনিক। 'মনে হচ্ছে না কোন লাভ হবে। তবে বলাও যায় না।'

মাথা ঝাঁকাল আবীর। 'এখন?'

'পার্ক সিকিউরিটির সঙ্গে কথা বলব। হিপো এখন পার্কের ভিতরে না বাইরে, জানা দরকার। কাল রাতে কিডন্যাপিংটা যখন হয়েছে তার ঠিক পর-পর কোন গাড়ি কিংবা কোন লোক পার্ক থেকে বেরিয়েছে কিনা, ওরা বলতে পারবে।'

ব্রোগানের দেয়া সাদা খামটা টেবিল থেকে তুলে নিল আবীর। থিম পার্কের ম্যাপটা বের করে ভাঁজ খুলল। ওর কাঁধের ওপর দিয়ে ম্যাপটার দিকে তাকাল অনিক।

ম্যাপে আঙুল রাখল আবীর। 'এই যে, সিকিউরিটি আর ফার্স্ট-এইড সেন্টার। মনোরেল ট্রেনে করে যেতে হবে।

হোটেলের ঠিক বাইরেই একটা স্টপেজ দেখা যাচ্ছে।

'চল,' অনিক বলল।

ম্যাপটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিল আবীর। ঘর থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। এলিভেটরের দিকে এগোল।

হোটেল থেকে বেরোলেই মনোরেল স্টেশনটা চোখে পড়ে। বাঁয়ে। পরিষ্কার শক্ত কাঁচের একটা মস্ত টিউব। কার্পেটে ঢাকা একটা সচল প্ল্যাটফর্ম যাত্রীদেরকে ওপরে নিয়ে যায়, নীচে নামায়।

আরও অনেকের সঙ্গে সেই প্ল্যাটফর্মে উঠল দুই গোয়েন্দা। মেঝেটা ধীরে ধীরে উপরে উঠতে লাগল। উত্তেজিত হয়ে চেঁচানো শুরু করল কয়েকটা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে।

চারপাশে তাকাচ্ছে অনিক ও আবীর। প্রচুর পোস্টার লাগানো দেখল। সবই গ্যালাক্সি থিম পার্ক আর এর নানারকম রাইড সংক্রান্ত। কাঁচের টিউবের বাইরে পার্কে অনেক দর্শক। কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে, ঘোরাঘুরি করছে, লাইনের ওপর অপেক্ষা করছে কেউ, বিল্ডিংগুলোতে ঢুকছে-বেরোচ্ছে অনেকে, আবার কেউ কেউ বেঞ্চে বসে আরাম করছে।

'ওই যে, আসছে,' কনুই দিয়ে আবীরের গায়ে গুঁতো লাগাল অনিক। আবীরের নজর রোলার কোস্টারটার দিকে। পঞ্চাশ ফুট ঢালু হয়ে উঠে আচমকা খাড়া নেমে হারিয়ে গেছে

সুড়ঙ্গের ভিতর।

অনিকের গুঁতোয় ফিরে তাকাল আবীর। মনোরেল ট্রেনটাকে আসতে দেখল। দশ বগিওয়ালা চকচকে ট্রেনটা নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে ডানপাশ থেকে। স্টেশনে এসে থামল। আপনাআপনি খুলে গেল দরজাগুলো। মাঝখানের একটা বগিতে ঢুকল অনিকরা। আপনাআপনি আবার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। চলতে আরম্ভ করল ট্রেন।

'প্রথম স্টপেজটা গ্যালাক্সি মুভি থিয়েটারের সামনে,' ম্যাপের দিকে তাকাল আবীর, তারপর জানালার বাইরে একটা সাদা-কালো গোল বিল্ডিঙের দিকে। 'থিয়েটারের পরের বিল্ডিংটার নাম বায়োস্ফিয়ার, খোদাই জানে ওটা কী জিনিস।'

'প্রাণিমণ্ডল,' অনিক বলল। 'পৃথিবীর খুদে মডেল ধরা যেতে পারে এটাকে। নতুন করে বায়োস্ফিয়ার বানানো নিয়ে এখন জোর গবেষণা চালাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। মহাকাশে উপনিবেশ স্থাপন করতে চাইলে এই বায়োস্ফিয়ার তৈরি অতি জরুরী। একদিন দেখা যাবে মহাকাশেও থিম পার্ক বানিয়ে বসে আছে মানুষ।'

'আর আমরা গিয়ে গোয়েন্দাগিরি করব সেখানেও,' হেসে বলল আবীর।

জানালাবিহীন বায়োস্ফিয়ার ভবনটার পাশ কাটাল ট্রেন।

প্রথমে 'হোম অভ দা ফিউচার' ও তারপর 'ভিডিও

আরকেড'-এ থামল ট্রেন। ম্যাপ দেখে আবীর বলল, 'পরের স্টপেজ হল অভ হলোগ্রাম, মনে হচ্ছে ওখানেই নামতে হবে আমাদের। ওই ভবনটা সিকিউরিটি সেন্টারের সবচেয়ে কাছে।'

একটু পরেই হল অভ হলোগ্রামের সামনে ট্রেন থামল। ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে নামল দুই গোয়েন্দা। মস্ত একটা গম্বুজ বসিয়ে যেন ঢেকে রাখা হয়েছে স্টেশনটা। গম্বুজের ভিতর অসংখ্য টিভি স্ক্রীন, নানারকম হলোগ্রাম ইমেজ দেখানো হচ্ছে সেগুলোতে। স্টেশন থেকে সামান্য দূরেই একটা পিরামিড আকৃতির ভবন, হলোগ্রাম প্রচার করা হয় ওখান থেকেই।

পরিষ্কার একটা কাঁচের টিউব দেখা গেল। তাতে লেখা রয়েছে 'এক্সিট টু পার্ক', অর্থাৎ পার্কে বেরোনোর পথ। চলমান প্ল্যাটফর্মে চড়ে রাস্তার সমতলে নেমে এল দুজনে। সিকিউরিটি সেন্টারের দিকে এগোল। হাঁটতে হাঁটতে দেখল দর্শকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে পার্কের কয়েকজন কর্মচারী। কারও পরনে রূপালী, কারও পরনে সোনালি চকচকে জাম্পসুট। ভিনগ্রহবাসী সেজে রয়েছে কয়েকজন। বেন ব্রোগানের মত মুখোশ পরা, হাতে রবারের নখওয়ালা থাবা আর আঁশওয়ালা রবারের পোশাক পরে থাকতে দেখা গেল কয়েকজনকে। পার্কের সব কর্মচারীই কালো রঙের ধাতব ব্যাজ বুকে লাগিয়ে রেখেছে, যেগুলোতে ওদের নাম

আর ক্রমিক নম্বর লেখা।

সাদা রঙ করা একটা ইঁটের তৈরি ভবনে সিকিউরিটি ও ফার্স্ট-এইড সেন্টার। তাতে ঢুকল দুই গোয়েন্দা। ডেস্কের অন্যপাশে কম্পিউটারে কর্মরত একজন মহিলা সিকিউরিটি অফিসার মুখ তুলে তাকাল।

'মাপ করবেন,' হেসে বলল অনিক, 'আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল।'

মহিলাও হাসল। 'বলো?'

'আমরা এখানে ছুটি কাটাতে এসেছি,' অনিক বলল। 'পার্ক দেখার পর মনে হলো এনিয়ে স্কুলের ম্যাগাজিনে একটা প্রতিবেদন লেখা যায়। তাই তথ্য জোগাড়ের চেষ্টা করছি।'

আবীর বুঝল, হিপোর কিডন্যাপের খবরটা গোপন রেখে সূত্র জোগাড়ের চেষ্টা করছে আসলে অনিক। এমুহূর্তে খবরটা জানাজানি হয়ে গেলে বিপদ বেড়ে যাবে হিপোর।

'তথ্য জোগাড়ের জন্য সিকিউরিটি স্টাফদের সাক্ষাৎকার নিতে এসেছ, এই তো?' মহিলা বলল। 'কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করে খুব একটা সুবিধে হবে না তোমাদের। আমি এখানে নতুন। তবু, বলো, কী জানতে চাও?'

'পার্ক থেকে বেরোনোর গেটে কি সারারাত পাহারা থাকে?' জিজ্ঞেস করল অনিক।

'থাকে।'

'গ্যালাক্সি হোটেলে ঢোকার গেট, সেখানেও কি থাকে?'

'হ্যাঁ, থাকে,' মহিলা বলল। 'শুনেছি আমাদের বস মিস্টার হ্যারিস কনারি খুব সতর্ক লোক। সব দিকে তাঁর কড়া নজর থাকে। কাউকেই বিশ্বাস করেন না। রাতে হোক, দিনে হোক, যে কোন গাড়ি ঢুকুক কিংবা বেরোক, চেক করার নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, যাতে পার্ক থেকে কেউ কোন জিনিস চুরি করে না নিতে পারে। একটা অ্যামিউজমেন্ট পার্কে পাহারার এত কড়াকড়ি, অবাকই লাগে আমার।' হেসে যোগ করল, 'কী জানি, হয়তো সবখানেই এরকম। আর কোন পার্কে কাজ করিনি তো, তাই জানি না।'

'আর কিছু জানার নেই আমার,' হাসিমুখে বলল অনিক। 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'তোমাদেরকেও ধন্যবাদ,' হেসে জবাব দিল মহিলা।

সিকিউরিটি ভবন থেকে বেরিয়ে এল দুজনে। উত্তর-পূর্ব দিকে স্পেস ফ্লাইট বিল্ডিঙের দিকে চলল।

'কম্পিউটার চুরির পর থেকেই নিশ্চয় পাহারার কড়াকড়ি বাড়িয়ে দিয়েছেন মিস্টার কনারি,' আবীর বলল। 'এত কড়াকড়ির মধ্যে হিপোকে কীভাবে বের করে নিয়ে গেল ওরা, মাথায় ঢুকছে না আমার। নিশ্চয় পার্কের ভিতরেই কোথাও আটকে রেখেছে ওকে। পার্কটাতেই এখন ভালমত খুঁজে দেখতে হবে আমাদের।'

'খোঁজাটা খুব সহজ হবে না,' অনিক বলল। 'শুনলি না

মহিলা কি বলল, সিকিউরিটি খুব কড়া। গার্ড আর কর্মচারীরা সারা পার্কে ছড়িয়ে আছে। ওদের সন্দেহ না জাগিয়ে খোঁজার একটা বুদ্ধি বের করতে হবে।'

'বের করে ফেলেছি বুদ্ধি,' তুড়ি বাজাল আবীর। 'মরিস বেকারকে ধরে পার্কে আমাদের একটা চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। পার্কের কর্মচারী হলে যেখানে ইচ্ছে যেতে পারব আমরা, সহজে কেউ সন্দেহ করবে না।'

'ঠিক!' খুশি হয়ে উঠল অনিক। 'চল!'

'কোথায়?'

'কমান্ড সেন্টারে। মরিস বেকারের কাছে যাব, চাকরি চাইতে।'

স্পেস ফ্লাইট বিল্ডিঙের পাশের মনোরেল স্টেশনটায় পৌঁছে কিছুক্ষণের জন্য থামল ওরা, মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল প্ল্যাটফর্মের প্রান্ত জুড়ে বেদিতে বসানো সূর্য, বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র আর ছায়াপথের বড় বড় মডেলগুলোর দিকে। চমৎকার শিল্পকর্মের প্রশংসা না করে পারা যায় না।

প্লাটফর্মে বেশ কিছু দর্শক ট্রেন আসার অপেক্ষা করছে। তাদের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে কয়েকজন পার্ক-কর্মচারী আর সিকিউরিটির লোক। ধূসর জাম্পসুট, চোখে সানগ্লাস আর মাথায় ক্যাপ পরা একজন মেনটেন্যান্স শ্রমিককে দেখা গেল; তার এক হাতে যন্ত্রপাতির একটা ছোট বাক্স, অন্য হাতে হালকা মই।

পৃথিবীর একটা মডেল দেখছে আবীর। দশ ফুট উঁচু স্ট্যান্ডের ওপর রাখা হয়েছে মস্ত গ্লোবটা। চার ফুট ব্যাস। স্কেলের মাপে নিখুঁতভাবে আঁকা হয়েছে মহাদেশ আর মহাসাগরগুলো।

'আবীর, পার্কের ম্যাপটা দে তো,' হাত বাড়াল অনিক।

পকেট থেকে বের করে দিল আবীর। আবার তাকাল গ্লোবটার দিকে। কাঁপতে শুরু করেছে ওটা। মনোরেল আসার ঝাঁকুনিতে। দর্শকদের নজর ট্রেনের দিকে। হুড়াহুড়ি করে ট্রেনে ওঠার জন্য ছুটল ওরা।

নড়ে উঠল গ্লোবটা। গড়িয়ে পড়তে শুরু করল। অনিকের মাথায়।

মোঃ শাওন হোসেন রাজু ' স স্ক্যান

চার

'অনিক! সরে যা!' চেঁচিয়ে উঠল আবীর। ঝাঁপ দিল অনিককে লক্ষ্য করে। একধাক্কায় সরিয়ে দিল ওকে। মাটিতে পড়ল গ্লোবটা, মুহূর্ত আগে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল অনিক। অল্পের জন্য বেঁচে গেল সে।

থমকে গেছে দর্শকরা। সবুজ আঁশওয়ালা অ্যানড্রয়ড সাজা একজন কর্মচারী ছুটে এল অনিকের দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ঠিক আছো? লাগেনি তো কোথাও?'

'না, আমি ঠিকই আছি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল অনিক। কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার পর উঠে দাঁড়াল। আবীরকে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছিল?'

'আমি ধাক্কা দিয়ে না সরালে তোর মাথায় পড়ত পৃথিবী।' একটু দূরে পড়ে থাকা গ্লোবটা দেখাল আবীর।

সবুজ পোশাক পরে থাকা পার্ক-কর্মচারী বিড়বিড় করে বলল, 'একটা দুর্ঘটনা থেকে তো অল্পের জন্য বাঁচা গেল। আরও কোন মডেল আলগা হয়ে আছে কিনা কে জানে! ব্যবস্থা করা দরকার।' তাড়াহুড়া করে চলে গেল সে।

মডেলটার কাছে এসে দাঁড়াল দুই গোয়েন্দা। স্ট্যান্ডটা

ভালমত পরীক্ষা করে দেখে অনিক বলল, 'এই যে দেখ, যে হুড়কোগুলো দিয়ে মডেলটাকে আটকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেগুলো গায়েব।' আবীরের দিকে তাকাল সে। 'আমার মনে হয় বোল্টটা খুলে নিয়ে ইচ্ছে করে মডেলটা ফেলে দেয়া হয়েছে। যে লোক একাজটা করেছে, সে-ই হিপোকে কিডন্যাপ করে থাকলেও অবাক হব না আমি।'

'শোন,' আবীর বলল, 'প্ল্যাটফর্মের ওপর একজন শ্রমিক কাজ করছিল। হাতে টুলবক্স আর মই ছিল। কাজ করার ছুতোয় ওই লোকটাই হয়তো হুড়কোগুলো খুলে মডেলটা ফেলে দিয়েছিল। সবার তখন ট্রেন আসার দিকে নজর, লোকটা কী করছে খেয়াল করেনি। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, ওই লোকটা কিডন্যাপার হয়ে থাকলে তোর ওপর মডেল ফেলতে চাওয়ার কারণটা কী?'

'হয়তো সে জেনে গেছে আমরাও গোয়েন্দা, হিপোকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি,' জবাব দিল অনিক। 'আমরা কে, কীভাবে জানল?'

কমান্ড সেন্টারের দিকে এগোল ওরা। দুজনেই চিন্তিত। আশেপাশে দর্শকের ভিড়। সবাই হাসিখুশি। হই-চই, চেঁচামেচি করছে। কিন্তু সেসব কিছুই যেন কানে ঢুকছে না দুই গোয়েন্দার।

আচমকা দাঁড়িয়ে গেল আবীর। 'মনে হয় বুঝে গেছি। হিপো যে আমাদের বন্ধু, সেটা শুধু বেন ব্রোগান জানে। এমনও তো হতে পারে, ক্লোরফর্মের গল্পটা বানিয়ে বলেছে

সে? হয়তো প্রথমে হিপোকে কিডন্যাপ করেছে, তারপর আলমারি থেকে নিজেই টাকা সরিয়েছে। আরও চুরি করার ইচ্ছে আছে তার, হিপোকে সরিয়ে দিতে পারলে কাজটা তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। হিপো হোটেল ছেড়ে দিয়েছে–গল্প বানিয়ে বলে এটা বিশ্বাস করানোও সহজ।'

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল অনিক। 'ব্রোগানই হয়তো কিডন্যাপার। চুরিও হয়তো সে করেছে। কিন্তু হিপো যে বেকারের হয়ে তদন্ত করছে, আর আমরা গোয়েন্দা, সেটা জানল কীভাবে?'

'আমাদের কথা হিপো বেকারকে বলেছে,' যুক্তি দেখাল আবীর। 'আর বেকার ব্রোগানকে বলেছে। দুজনের তো বেশ খাতির দেখলাম। বেকারের সঙ্গে দেখা হলে তাকে ব্রোগানের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করব, কি বলিস?' হাত তুলে সামনের ছোট তামা-রঙের বিল্ডিংটা দেখাল সে। 'ওই যে কমান্ড সেন্টার।'

বাড়িটায় ঢুকল দুজনে। মস্ত একটা ঘরের পিছন দিকে ছোট ছোট তিনটা অফিস। লাল-কালো ইউনিফর্ম পরা কর্মচারীরা কম্পিউটারে কাজ করছে।

মাঝখানের অফিসটা হ্যারিস বেকারের। দরজা খোলা। কম্পিউটার নিয়ে ডেস্কের ওপাশে তাকে বসে থাকতে দেখল গোয়েন্দারা। কমান্ড সেন্টারের অন্য সবার মতই তার পরনেও একই ইউনিফর্ম।

উঠে দাঁড়াল বেকার। অফিসের পিছনের দেয়াল ঘেঁষে রাখা তাক থেকে একটা বই টেনে নামাল। ঘুরে দাঁড়িয়ে

দরজায় দাঁড়ানো গোয়েন্দাদের দেখে উজ্জ্বল হলো চোখ। 'আরে, তোমরা!' হাসিমুখে বলল সে। 'এসো এসো। দরজাটা লাগিয়ে দাও।' ডেস্কের সামনে দুটো চেয়ার দেখাল সে। 'বসো। হিপোর কোন খোঁজ পেলে?'

'আসলে, আমরা...' শুরু করতে যাচ্ছিল অনিক। কিন্তু আর কিছু বলার আগেই পাশের অফিসে যাওয়ার দরজাটা খুলে গেল। কমান্ড সেন্টারের ইউনিফর্ম পরা সুন্দরী একজন তরুণী প্রায় ছুটে এসে ঢুকল বেকারের অফিসে। ওর ঘাড়ে ছোট্ট একটা জন্মদাগ চোখে পড়ল আবীরের।

'মরিস, আমি...' বলতে গিয়ে অনিকদের ওপর চোখ পড়ায় থেমে গেল তরুণী। দ্বিধা করছে। 'সরি, মরিস, তুমি যে ব্যস্ত...'

হেসে বলল বেকার, 'বলো, এলিজা, অসুবিধে নেই।' পরিচয় করিয়ে দিল, 'ও অনিক, ও আবীর। আর ও এলিজা ট্রেনার, আমার সহকারী। ওকে ছাড়া গ্যালাক্সি পার্ক চালানো আমার জন্য অসম্ভব হয়ে যেত।'

হেসে এলিজা বলল, 'বাড়িয়ে বলছ। যাই হোক, প্রশংসাটার জন্য ধন্যবাদ।'

'তা কী ব্যাপার, এলিজা? জরুরী কিছু বলবে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। স্পেস শাটল্ সিমুলেটরটা পরীক্ষা করছিলাম। ঠিকমত কাজ করছে না। যাকগে, পরে কথা বলব। তোমার কাজ সারো।' দুই গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে হাসল সে। তারপর নিজের অফিসে চলে গেল।

'ফিল্ম ইন্ড্রাস্ট্রির খুব সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ার ছেড়ে আমার সঙ্গে কাজ করতে চলে এসেছে এলিজা,' বেকার বলল। 'স্পেশাল ইফেক্ট ডিজাইনার ছিল। সাংঘাতিক ট্যালেন্ট। আমি শিওর, খুব শীঘ্রি নিজের ডিজাইন কোম্পানি খুলে বসবে সে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, হিপোর খোঁজ পেলে?'

'খারাপ খবর আছে, মিস্টার বেকার,' অনিক বলল। 'হিপোকে কিডন্যাপ করা হয়েছে।'

'কিডন্যাপ!' চেঁচিয়ে উঠল বেকার। চেহারায় আতঙ্ক ফুটল। 'কে করল? কেন?'

'আমাদের ধারণা, হিপোকে কিডন্যাপ করা হয়েছে চুরির তদন্ত বন্ধ করার জন্য,' জবাব দিল আবীর। 'তা ছাড়া ওকে সরিয়ে দিতে পারলে চোর আবারও চুরি করতে পারবে।'

'পুলিশকে জানিয়েছ?' বেকার জিজ্ঞেস করল।

মাথা নাড়ল অনিক। 'আপাতত কিডন্যাপিঙের ব্যাপারটা গোপনই রাখতে চাই। হিপোকে আমরা খুঁজে বের করব। একই সঙ্গে কিডন্যাপারকেও ধরার চেষ্টা চালাব। এখনই পুলিশকে জানালে পুলিশ তদন্ত করতে আসবে, সাবধান হয়ে যাবে কিডন্যাপার, পালিয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে, যা ভাল বোঝো।' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল বেকার। 'আমার কাছ থেকে কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হলে বোলো। লাগবে?'

'একটা ব্যাপারে আমি শিওর, হিপোকে এই পার্কের ভিতরেই কোথাও আটকে রাখা হয়েছে,' অনিক বলল।

'কাজেই আমাদের একটা চাকরি দরকার,' আবীর যোগ করল। 'এখানকার কর্মচারী হতে পারলে কারও সন্দেহ না জাগিয়ে পার্কের ভিতর যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াতে পারব।'

চেয়ার পিছনে হেলিয়ে ছাতের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা করল বেকার। মুখ নামাল গোয়েন্দাদের দিকে। 'চাকরি দিতে পারব, তবে পয়সা পাবে না। বেতন দিতে রাজি হবে না হাড়-কিপটে হ্যারিস কনারি। আগেই সাবধান করে দিচ্ছি, এখানে কাজ করলে ওকে সহ্য করা কঠিন হয়ে যাবে তোমাদের জন্য। ভয়ঙ্কর বদমেজাজী, রুক্ষভাষী। গাধার মত খাটাবে। বেতন ছাড়া এতসব সহ্য করতে পারবে?'

'পারব,' জবাব দিল অনিক। 'আমাদের আসল কাজটা করতে পারলেই হলো, তদন্ত।'

'ঠিক আছে, চলো।'

দুজনকে নিয়ে কনারির অফিসে চলল বেকার।

'মিস্টার কনারিকে আপনি পছন্দ করেন না, তাই না?' বেকারের অফিস থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল আবীর।

'বরং অন্যভাবে তোমার প্রশ্নটার জবাব দেয়া যাক,' বেকার বলল। 'আমি গ্যালাক্সি পার্কটাকে মানুষের ভবিষ্যৎ হিসেবে দেখাতে আগ্রহী, আর কনারি চায় পার্ক নিয়ে ব্যবসা করে কোটিপতি হতে।'

বেকারের কণ্ঠের তিক্ততা চাপা থাকল না অনিকের কাছে।

কনারির অফিসের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। দরজায় টোকা দিল বেকার।

'এসো!' কর্কশ রুক্ষকণ্ঠে জবাব এল।

মস্ত অফিসটায় ঢুকল ওরা। অফিস দেখে কনারিকে মোটেও কিপটে মনে হলো না অনিকের। মস্ত ডেস্ক, দামী দামী আসবাব, দেয়ালজোড়া পুরু কার্পেট। গভীর মনোযোগে একটা কম্পিউটার প্রিন্টআউট দেখছেন কনারি।

অনিকের কানে কানে আবীর বলল, 'কই, নিজের ব্যাপারে তো মোটেও কিপটে মনে হচ্ছে না ওকে।'

রিডিং গ্লাস খুলে হাতে নিলেন কনারি। বেকারের দিকে তাকালেন। নীল চোখের দৃষ্টিতে ছুরির ধার। 'সময়মতই এলে, মরিস। তোমাকে আমি ডাকতে যাচ্ছিলাম। কথা আছে।' হাতের চশমা তুলে দুই গোয়েন্দাকে নিশানা করলেন। 'ওরা কারা?'

অনিকের হাত খামচে ধরল আবীর। কনারির বলার ভঙ্গি ভাল লাগছে না তার। হাতে চাপ দিয়ে ওকে চুপ থাকতে ইশারা করল অনিক।

'অনিক রায়হান ও আবীর ইউসুফ,' বেকার জবাব দিল। 'এখানে কাজ করতে চায়। পার্কের কাজকর্ম শিখতে চায়। রেখে দেব? সব দায়-দায়িত্ব আমার।'

'শিখলে শিখুক। কিন্তু বেতন দিতে পারব না, জানে?' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কনারির কণ্ঠ।

'জানে।'

'তাহলে ঠিক আছে,' মাথা দোলালেন কনারি। 'বাড়তি লোকের দরকার ছিল আমার, পেলে সুবিধেই হয়। বেতন

দেয়া না লাগলে আমার কোন অসুবিধে নেই।' দুই গোয়েন্দার দিকে শীতল দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। 'শোনো, তোমাদের ডিউটি সকাল ন'টা থেকে বিকেল পাঁচটা। ব্যাজ আর ইউনিফর্ম কোথা থেকে জোগাড় করতে হবে, মরিসের কাছে জেনে নিয়ো।'

'থ্যাংকস, মিস্টার কনারি,' অনিক বলল। 'গ্যালাক্সি পার্কটা নিয়ে আমাদের ভীষণ কৌতূহল। ভিতর থেকে জানার সুযোগ পেয়ে খুব খুশি লাগছে।'

হাত নেড়ে অনিককে যেন উড়িয়ে দিয়ে বেকারের দিকে তাকালেন কনারি। 'বেকার, শুনলাম, স্টেশনে স্ট্যান্ড থেকে একটা গ্লোব খসে পড়েছে। স্পেস শাটল্ সিমুলেটরটাও নাকি ঠিকমত কাজ করছে না? পার্কটার সুনাম ধ্বংস করার জন্য ভিতর থেকে কেউ ষড়যন্ত্র করছে না তো?'

'না, তা কে করবে? কেন করবে?'

'সেসব আমি জানি না। তোমার ওপর দায়িত্ব। কেন ওসব হচ্ছে, ভালমত খোঁজ নিয়ে দেখো।'

'বোধহয় প্রোগামিঙের সমস্যা। রিপ্রোগামিং করে দিলেই আবার সব ঠিকমত চলবে।'

'তাহলে দিচ্ছ না কেন এখনও?' সামনে ঝুঁকে চোখের পাতা সরু করে তাকালেন কনারি। 'তোমাকে আমি বেতন দিই রাইডগুলো ঠিকমত চালানোর জন্য। ডিজাইনে ভুল থাকলে রাইড গোলমাল করবে, আর রাইড গোলমাল করলে দর্শক বিরক্ত হবে, পার্কে আসা বন্ধ করে দেবে, লাটে উঠবে

আমার ব্যবসা। এ তো চলতে পারে না।'

বেকারের দিকে তাকাল অনিক। ফ্যাকাশে হয়ে গেছে আর্কিটেক্টের মুখ, মাটির দিকে তাকিয়ে আছে।

'এখনই গিয়ে সিমুলেটরটা মেরামত করো,' ধমকের সুরে বললেন কনারি। 'আর গ্লোবটা পড়ল কেন খোঁজ নাও।' চশমাটা চোখে লাগিয়ে আবার কম্পিউটারের দিকে মনোযোগ দিলেন তিনি।

'বস পেয়েছেন বটে একখান!' বেকারের সঙ্গে তার অফিসে ফিরতে ফিরতে আবীর বলল।

'ব্যবসা ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না!' বিড়বিড় করল বেকার। 'খেটে মরি আমি, আর ব্যবসার টাকা পকেটে ভরে সে। রাইডগুলো বানানোর কৃতিত্বটাও যদি আমাকে দিত, তাহলেও একটা সান্ত্বনা ছিল। কিন্তু ওই কৃতিত্বও নিজে নিয়ে নেয়। কি পরিমাণ বাজে লোক ভাবতে পারো!'

'আছেন কেন এখানে?' অনিক বলল।

বিষণ্ন হাসি হাসল বেকার। 'আছি, মায়া কাটাতে পারি না, তাই। এই গ্যালাক্সি আমার সৃষ্টি, আমার ডিজাইন করা, আমার সন্তানের মত। একে ফেলে কোথাও গিয়ে শান্তি পাব না। তবে হ্যাঁ, পেতাম, যদি এরচেয়ে উন্নত আরেকটা পার্ক বানাতে পারতাম, ওখানে গিয়ে শান্তি পেতাম।'

বেকারের অফিসে ঢুকল তিনজনে। ফোন বাজল। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল বেকার। ওপাশের কথা শুনে অনিকের দিকে বাড়িয়ে দিল, 'তোমার।'

অবাক হয়ে রিসিভারটা কানে ঠেকাল অনিক। 'অনিক রায়হান বলছি।'

'শোনো ছেলে,' বলল একটা অদ্ভুত খসখসে অপরিচিত কণ্ঠ, 'গ্লোব ফেলাটা প্রথম ওয়ার্নিং। এখন দিচ্ছি শেষ ওয়ার্নিং। যদি বাঁচতে চাও, নাক গলানো বন্ধ করো। খবরদার, পুলিশকে কিছু জানাবে না। যদি নিজে বাঁচতে চাও, তোমাদের বন্ধুকে বাঁচাতে চাও, আবীরকে নিয়ে এখনই গ্যালাক্সি থেকে বিদেয় হও।'

মোঃ শাওন হোসেন রাজু 'স স্ক্যান

পাঁচ

কেটে গেল লাইন।

রিসিভারটা রেখে দিল অনিক। নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল চিন্তিত ভঙ্গিতে।

'কে?' আবীর জানতে চাইল।

'চিনি না,' অনিক বলল। 'আমাদের এখান থেকে চলে যেতে হুমকি দিল।'

শুনে উদ্বিগ্ন হলো বেকার। 'আমার মনে হয় তোমাদের চলে যাওয়াই উচিত। বাদ দাও তদন্ত।'

'হিপোকে না নিয়ে কিছুতেই এখান থেকে যাব না আমরা,' আবীর জবাব দিল।

'কিন্তু লোকটা যে হুমকি দিল? যদি হিপোর কোন ক্ষতি করে?'

'সেজন্যই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে এখন খুঁজে বের করতে হবে আমাদের,' অনিক বলল।

বিপ্ বিপ্ করে সঙ্কেত দিল বেকারের কম্পিউটার। স্ক্রীনের দিকে তাকাল সে। 'সর্বনাশ! হোম অভ ফিউচারের রকিং চেয়ারগুলোও নাকি কাজ করছে না। হচ্ছেটা কী!'

কীবোর্ডের কীগুলোতে উড়ে বেড়াতে লাগল যেন বেকারের আঙুলগুলো। একটু পর সন্তুষ্ট হয়ে কী টেপা বন্ধ করল। হাসিমুখে বলল, 'ঠিক হয়ে গেছে। পার্কের সমস্ত কম্পিউটার একটা নেটওয়ার্কে কাজ করে। রাইডগুলো নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত। এখানে বসেই তাই ঠিক করে ফেলতে পারি।'

'কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবেন?' অনিক বলল।

'বলো?'

'আপনার ব্লুপ্রিন্ট চুরি যাওয়া, হিপোকে তদন্ত করতে বলা, হিপো যে আমাদের বন্ধু, এসব কি ব্রোগানকে বলেছেন?'

'বলেছি।' মুখ তুলে তাকাল বেকার। 'কেন?'

'কারণ, ব্রোগানকে সন্দেহ করছি আমরা।'

'ব্রোগানকে সন্দেহ করছ! কেন?'

'তার কথাবার্তায়, আচরণে। যদিও তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ এখনও পাইনি। ক্লোরফর্ম দিয়ে তাকে বেহুঁশ করে আলমারি থেকে টাকা চুরির গল্পটা বানিয়েও বলতে পারে, নিজের ওপর থেকে সন্দেহ সরানোর জন্য।' এক মুহূর্ত ভাবল অনিক। 'ব্রোগান আগে কোথায় কাজ করত, জানেন?'

'শিকাগোর এক হোটেলে। তবে ওখানকার কথা নিয়ে আলোচনা করতে চায় না সে। আমার মনে হয় খারাপ কিছু ঘটিয়ে এসেছে।'

'মালিক তাকে চাকরি থেকে বের করে দেয়নি তো?'

'দিতেও পারে। সত্যিই জানি না। কিন্তু তাকে তোমরা কেন সন্দেহ করছ বুঝতে পারছি না। বেনকে চোর, কিডন্যাপার ভাবতে পারছি না আমি।'

'যে ব্লুপ্রিন্টগুলো চুরি হয়েছে, কিসের ডিজাইন ছিল ওগুলোতে?'

'একটাতে একটা নতুন ধরনের ভিডিও গেম, আরেকটা রোবটের। কেন?'

'দেখলে যাতে চিনতে পারি।' আবীরের দিকে তাকাল অনিক। 'চলো।'

দরজা পর্যন্ত ওদের এগিয়ে দিল বেকার। পাল্লাটা খুলে দিয়ে ধরে রাখল। 'স্টাফদের ডিউটি আমিই ঠিক করি। কনারিকে দিয়ে সই করিয়ে নিই। থিয়েটারের বেযমেন্টে কস্টিউম রুমের বুলেটিন বোর্ডে কাজের তালিকা লাগানো থাকে। তোমাদের কাজ লিস্ট দেখে জেনে নিয়ো। ওখানকার ইনচার্জ মলি কোয়ান। তার কাছ থেকে ইউনিফর্ম নেবে। আমি ফোনে বলে দিচ্ছি। আর তোমাদের ব্যাজ দুটো তোমাদের হোটেল রুমে পাঠিয়ে দেব।'

বেকারকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। অনিক বলল, 'হোটেলে গিয়ে ভিডিওটা ভালমত দেখে নেয়া যাক, কি বলিস? কাজ শুরু করার আগে গ্যালাক্সির কোথায় কী আছে জানা থাকা ভাল।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল আবীর।

হোটেলে ঢুকল ওরা। এলিভেটরের দিকে এগোল।

বোতাম টিপতে যাবে অনিক, তার নাম ধরে ডাকা শোনা গেল। ফিরে তাকিয়ে দেখে ব্রোগান ডাকছে। হাতে একটা খাম। অনিকের কাছে এসে দাঁড়াল ব্রোগান। খামটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'একজন লোক এটা তোমাদের দিতে বলেছে।'

'কে?' জানতে চাইল অনিক।

'চিনি না। খামটা আমাকে দিয়ে তোমাকে দিতে বলল।'

'আর কখনও দেখেননি?'

'কী জানি, হয়তো দেখেছি। মনে করতে পারছি না। হোটেলে রোজ কত লোক আসে-যায়। ক'জনের চেহারা মনে রাখব।

আবার এলিভেটরের কাছে ফিরে এল দুই গোয়েন্দা। দরজা খুলে গেল। নেমে এল হোটেল পরিচারিকার পোশাক পরা এক তরুণী। বেনি করা কালো চুল। এলিভেটরে চড়ল দুই গোয়েন্দা।

'তোমার ব্যাজটা পাওয়া গেছে, জেনি?' ব্রোগানের কথা শোনা গেল।

সঙ্গে সঙ্গে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল অনিকের দেহে। এলিভেটরের দরজা বন্ধ হতে আরম্ভ করেছে। ঝট করে হাত বাড়িয়ে খোলার বোতামটা টিপে দিল সে। এলিভেটর থেকে প্রায় ছুটে বেরোল। তার পিছন পিছন নেমে এল বিস্মিত আবীর।

'না, বেন,' তরুণী বলল। 'পাইনি।'

'নতুন এসেছ, তাই এবারকার মত মাপ করে দিলাম,'

গম্ভীর কণ্ঠে বলল ব্রোগান। 'আরেকটা ব্যাজ তুমি পাবে। এবার যদি হারাও, বেতন থেকে দাম কেটে নেব বলে দিলাম।'

রাগত ভঙ্গিতে ঘুরে রিসিপশন ডেস্কের দিকে চলে গেল ব্রোগান।

কণ্ঠস্বর নিচু করে অনিক বলল, 'এক্সকিউজ মী, ম্যা'ম। একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?'

ফিরে তাকাল তরুণী। 'কী কথা? জলদি বলো। আমার কাজ আছে।'

'আপনি ছাড়া জেনি নামে এই হোটেলে আর কোন পরিচারিকা আছে? সোনালি চুল। চশমা পরে।'

'না,' মাথা নাড়ল তরুণী।

'ঠিক জানেন?'

'জানব না মানে? এখানে চাকরি নিয়েছি সাত দিন হয়ে গেল। সবাইকে চিনি। আমি ছাড়া জেনি নামে আর কেউ নেই।'

'আপনার ব্যাজ খোয়া গেছে কখন?'

'আজ সকাল, সাড়ে ন'টায়। ব্যাজটা সবসময় আমার ইউনিফর্মে পিন দিয়ে লাগানো থাকে। আজ সকালে আমি আর আমার রুমমেট হোটেলের বেযমেন্টে পরিচারিকাদের ড্রেসিং রুমে ইউনিফর্ম পরতে গিয়ে দেখি আমার ব্যাজটা নেই। কত খোঁজা যে খুঁজলাম। কোথাও পেলাম না।' হঠাৎ চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল জেনির। 'কিন্তু আমার ব্যাজ

নিয়ে তোমার এত আগ্রহ কেন?'

'না এমনি! আবীর, চলো।'

আবার এলিভেটরে ঢুকল অনিক। বোতাম টিপে দিল। দরজা বন্ধ হওয়ার আগের মুহূর্তে দেখল অবাক হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে জেনি।

আবীরের দিকে তাকাল অনিক। 'কী বুঝলি?'

'কিচ্ছু না!'

'বুঝলি না? এই জেনি বলল আর কোন জেনি নেই হোটেলে। তাহলে আজ সকালে হিপোর ঘরে যাকে দেখলাম সে কে? ওর বুকেও জেনি নাম লেখা ব্যাজ ছিল। তারমানে ও ভুয়া, আসল জেনির ব্যাজ চুরি করেছে।' নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে ছেড়ে দিল অনিক। 'আমাদের সন্দেহের তালিকায় এখন দুজন হলো–বেন ব্রোগান, আর সোনালি চুলওয়ালা সেই রহস্যময় তরুণী।'

নয়তলায় থামল এলিভেটর। বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা। নিজেদের ঘরের দিকে এগোতে এগোতে আবীর বলল, 'হয়তো ব্রোগানই মেয়েটাকে ভাড়া করে এনেছিল। হিপোর সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে গিয়ে কিডন্যাপিঙের চিহ্ন মুছে দেয়ার জন্য। রাতেই কাজটা করাত ব্রোগান, কিন্তু রাতের বেলা এসব করতে গেলে গেস্টদের সন্দেহ হতে পারে, এই ভয়ে করেনি। তাই সকাল বেলা পাঠিয়েছে।'

নিজেদের ঘরে ঢুকল দুজনে। ব্রোগান যে খামটা দিয়েছে, সেটাতে কী আছে দেখার জন্য মুখ ছিঁড়ল অনিক। একটুকরো

ভাঁজ করা কাগজ বেরোল। তাতে লেখা: হিপোর ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে কথা আছে। আমাকে তোমাদের খুঁজে বের করতে হবে না, কাল আমি নিজেই এসে দেখা করব।–এইচ. মার্কার।

'এইচ. মার্কার!' বিড়বিড় করল অনিক। 'নামটা চেনা চেনা লাগছে কেন?' আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'কোথায় শুনেছি এই নাম?'

দরজায় টোকা পড়ল এসময়। খুলে দিল আবীর। এলিজা ট্রেনার। দুটো ধাতব ব্যাজ বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'মরিস এগুলো তোমাদের দিতে বলেছে।' এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বলল, 'তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল।'

'আসুন না, ভিতরে আসুন,' পাল্লাটা পুরো ফাঁক করে ধরল আবীর।

ভিতরে ঢুকল এলিজা। 'মরিসকে নিয়ে আমার খুব চিন্তা হচ্ছে। এমনিতেই ব্লুপ্রিন্ট চুরি নিয়ে ভীষণ দুশ্চিন্তায় আছে বেচারা, তার ওপর তোমাদের চাকরির পুরো দায়িত্ব নিয়েছে মরিস। তোমরা উল্টেপাল্টা কিছু করলে কনারি ওকে আস্ত রাখবে না। ভীষণ বিপদে পড়ে যাবে ও। দয়া করে মাথায় রেখো কথাটা।'

আবীর বা অনিককে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে গেল এলিজা।

বিড়বিড় করল অনিক, 'মরিসের জন্য এত দরদ কেন ওর? নাকি নিজের জন্য দরদ? সে চায় না আমরা তদন্ত

করি?'

অনিকের দিকে তাকাল আবীর। 'মানে?'

'ব্লুপ্রিন্ট চুরির কথা জানে এলিজা–নিশ্চয় বেকারই জানিয়েছে। তারমানে হিপোকে তদন্তে নিয়োগ, আমাদের গোয়েন্দাগিরি, সব কথাই এলিজাকে বলেছে বেকার। আমাদের সন্দেহের তালিকায় আরও একজন যুক্ত হলো, আবীর। এলিজা ট্রেনার।'

'ভুয়া পরিচারিকা সে-ই নয়তো? হয়তো ছদ্মবেশে এসেছিল।'

'সেটাই এখন শিওর হতে হবে আমাদের।' ঘড়ি দেখল অনিক। 'আয়, ভিডিওটা দেখে ফেলি।'

'আগে কিছু খেয়ে নিলে হতো না? শেষ কখন খেয়েছি, তাই তো ভুলে গেছি।'

হাসল অনিক। 'ঠিক আছে, চল। আগে খেয়েই আসি।'

*

পরদিন সকালে থিয়েটারে এসে এলিভেটরে করে বেযমেন্টের কস্টিউম রুমে নামল দুই গোয়েন্দা। দরজা খুলতেই ওদের চোখে পড়ল বিশাল একটা ঘর। তাতে অসংখ্য তাকে রাখা নানা ধরনের পোশাক, মুখোশ আর পরচুলা। সাইন্স-ফিকশন সিনেমা, কমিক আর টিভি শোতে ব্যবহার হয় এসব জিনিস। পার্কের কর্মচারীরা যার যার পোশাক বাছাই করতে ব্যস্ত। যেটা পছন্দ, তাক থেকে তুলে নিয়ে পরার জন্য ড্রেসিং রুমের দিকে চলে যাচ্ছে।

'বাপরে, কত জিনিস!' একটা তাকের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় আবীর বলল। টিভির জনপ্রিয় একটা সাইন্স-ফিকশন সিরিজের সাদা রঙের পোশাক রাখা হয়েছে তাকটাতে।

ড্রেসিং রুমের পিছনে বুলেটিন বোর্ডটা দেখতে পেল ওরা। তাতে নিজেদের নাম খুঁজে বের করে অনিক বলল, 'আজ সকালে এরিনাতে আমাদের ডিউটি। স্পেস ওঅর গ্ল্যাডিয়েটর গেমে অংশ নিতে হবে। বিকেল সাড়ে তিনটায় ভিডিউ আর্কেডে রিপোর্ট করতে হবে। দর্শকদের সহযোগিতা করতে হবে, যারা ভার্চুয়াল রিয়ালিটি গেমে অংশ নিতে আগ্রহী।'

কস্টিউম ঘরের ইনচার্জ মলি কোয়ানের ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। সকালবেলা ওদের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট কী, সেটা জানাল। ওদেরকে ঘরের আরেক প্রান্তে একটা তাকের কাছে নিয়ে গেল মলি। তাকে রাখা সোনালি রঙের অনেকগুলো স্প্যানডেক্স প্যান্ট আর টপস রাখা। লম্বা হাতাওয়ালা শার্টের সামনে-পিছনে বিদ্যুৎ-চমকের মত আঁকাবাঁকা কালো রঙের স্ট্রাইপ লাগানো। তাকের নীচে মেঝেতে রাখা কয়েক জোড়া কালো রঙের ক্যানভাসের জুতো।

'এগুলো ইন্টার্নিদের পোশাক,' মলি বলল। 'এসব পরেই গ্ল্যাডিয়েটর গেমও খেলতে পারবে। তবে খেলার সময় গ্ল্যাডিয়েটরদের বর্ম আর হেলমেট পরে নিতে হবে

তোমাদের। পাশের তাকেই পাবে ওসব জিনিস। গায়ে ফিট না করলে আমাকে জানিয়ো।' বলে ডেস্কে ফিরে চলল মলি।

যা যা দরকার তুলে নিয়ে ড্রেসিং রুমে চলল দুই গোয়েন্দা। পরতে শুরু করল। ভারি প্ল্যাস্টিকে তৈরি কালো রঙের বর্ম বুকে লাগাতে লাগাতে আবীর বলল, 'এসব অকাজ করে অযথা সময় নষ্ট করছি আমরা, হিপোকে খুঁজতে দেরি করছি।' হেলমেট তুলে মাথায় দিল।

'এসব অযথা করছি না,' অনিক বলল। 'ভুলে যাচ্ছিস, হিপোকে খোঁজার সুবিধের জন্যই করা হচ্ছে এসব।'

অনিকের পাশে দাঁড়িয়ে লম্বা আয়নায় আবীর দেখল নিজেকে কেমন লাগছে। 'কেমন উদ্ভট লাগছে, তাই না?', পছন্দ হচ্ছে না ওর।

'উদ্ভট আর কি, স্পেস গ্ল্যাডিয়েটরদের মত লাগছে,' জবাব দিল অনিক। 'পরলামই যখন, চল, গ্ল্যাডিয়েটর গেম খেলা যাক।'

কালো চকচকে বর্ম বুকে তো পরলই, পায়েও পরল ওরা, সোনালি পোশাকের ওপর। কালো হেলমেটে ঢাকা পড়ল মুখের প্রায় পুরোটাই, কেবল ঠোঁট আর চিবুক বাদে। চোখের জায়গায় বড় বড় দুটো কালো ফুটো, দেখার জন্য।

পোশাক পরা হয়ে গেলে আবার এলিভেটরের দিকে এগোল দুজনে। এলিভেটরে উঠল। দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এমন সময় তাড়াহুড়া করে এসে ভিতরে ঢুকল স্টার-ফাইটারের পোশাক পরা লম্বা একজন লোক। মাথায় খুব

খাটো করে ছাঁটা কালো চুল। দুই গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে রইল, তবে কোন কথা বলল না। অনিক দেখল, ওর বুকের ব্যাজে নাম লেখা রয়েছে: টমাস ডিকনার।

হঠাৎ করেই লোকটার বাঁ কব্জিতে পরা ঘড়িটা বিপ্-বিপ্ করে উঠল। ঘড়িটার দিকে তাকাল অনিক। লাল রঙের বডি। তারার মত পাঁচকোণা কালো রঙের ডায়াল। এমন অদ্ভুত চেহারার ঘড়ি আগে কখনও দেখেনি সে।

বেযমেন্ট থেকে দোতলায় এসে থামল এলিভেটর। থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এরিনার দিকে চলল অনিক ও আবীর। পার্কের ঠিক মাঝখানে গম্বুজ আকৃতির যে বাড়িটা তৈরি করা হয়েছে, তাতেই রয়েছে এই এরিনা। প্রাচীন রোমান অ্যাম্ফিথিয়েটার বা স্টেডিয়ামের মত করে বানানো। ভিতরে ঢুকে আরও চারজন পার্ক-কর্মচারীকে দেখতে পেল ওরা, গ্ল্যাডিয়েটরের পোশাক পরে ওদের জন্যই অপেক্ষা করছে।

'আমি ডন বিয়ার,' দুই গোয়েন্দাকে বলল একজন। 'ওরা টড, কনি আর টিনা।' আঙুল তুলে প্রত্যেককে দেখাল সে। 'আধঘণ্টার মধ্যে দর্শকরা এসে হাজির হবে। শো শুরু হবে। তার আগে ছোটখাট একটা রিহার্সাল দিয়ে নিই কি বলো।'

এরিনার মাঝখানে পাঁচ ফুট উঁচু ঢিবি আছে কয়েকটা। ওগুলোতে ওঠার সিঁড়ি আছে। পানি ভর্তি বড় বড় গর্ত, বিভিন্ন চেহারা আর আকৃতির বড় বড় পাথরের চাঙড় ছড়িয়ে আছে। উঁচু থেকে মাটিতে পড়ে গেলে যাতে জখম হতে না

হয়, সেজন্য পুরু কার্পেট বিছানো রয়েছে। খেলাটা হলো, হাতে খেলনা লেজার গান নিয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করা। প্রতিপক্ষ যদি কারও গায়ে তিনবার লেজারের রশ্মির আঘাত হানতে পারে, তাহলে যার গায়ে রশ্মি লাগবে সে খেলা থেকে বাদ।

টিনা বাদে সবার হাতে একটা করে রূপালী রঙের লেজার গান তুলে দিল ডন। উল্টেপাল্টে দেখল আবীর। জিনিসটা লম্বা সাইজের ড্রিল মেশিনের মত দেখতে।

'সত্যিকারের লেজার ছুঁড়বে না,' ডন জানাল। 'ট্রিগার টিপলে আলোকরশ্মি বেরিয়ে আসবে, ক্যামেরার ফ্ল্যাশলাইটের মত, লক্ষ্যবস্তুতে লাগলেই তীক্ষ্ণ চিঁ-চিঁ করে উঠবে। এসো, শুরু করা যাক। কে আগে খেলবে?'

'আমি,' অনিক বলল।

'আমি ওর সঙ্গে খেলব,' এগিয়ে এল টিনা।

'বেশ,' ডন বলল। 'পাথরের চাঙড়ের আড়ালে নিজেদের আড়াল করো। যার যেখানে ইচ্ছে।'

লেজার গান হাতে দ্রুত একটা বড় চাঙড়ের আড়ালে চলে গেল টিনা। অনিক লক্ষ করল, টিনার হাতের গানটা রূপালী রঙের নয়, কালো।

আট ফুট উঁচু একটা চাঙড়ের আড়ালে লুকাল অনিক। এক দুই তিন গোনার পর 'শুরু করো' হাঁক ছাড়ল ডন।

চাঙড়ের আড়াল থেকে টিনাকে ছুটে বেরোতে দেখল অনিক। অনিকও সরে গেল চাঙড়ের আরেক পাশে। টিনাকে

নিশানা করার সুযোগ দিল না। ওই অবস্থায়ই ফায়ার করল। তীক্ষ্ণ চিঁ-চিঁ বেরিয়ে এল লেজার গানের ভিতর থেকে। টিনার বর্মে আঘাত হেনেছে লেজারের আলোকরশ্মি।

'গুড,' চিৎকার করে ডন বলল। 'একখানে দাঁড়িয়ে থাকলে হবে না। সরো, সরে যাও। নড়তে থাকো। তারপর গুলি চালাও।'

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল অনিক। হামাগুড়ি দিয়ে দ্রুত সরে গেল আরেকটা চাঙড়ের আড়ালে। মাথা সামান্য উঁচু করে তাকাল পাথরের ওপর দিয়ে। দশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে টিনা। অনিককে নিশানা করে টিপে দিল ট্রিগার।

চোখের পলকে মাথা নামিয়ে ফেলল অনিক। পিছনে চড়চড় শব্দ শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখে কার্পেটে ছোট একটা গোল ফুটো হয়ে গেছে। মুহূর্তে যা বোঝার বুঝে গেল সে। খেলনা নয়, আসল লেজার গান নিয়ে হামলা করেছে তার প্রতিপক্ষ। লেজার রশ্মি লেগে পুড়ে গেছে কার্পেট।

মোঃ শাওন হোসেন রাজু 'স স্ক্যান

ছয়

'এই, কী হচ্ছে?' ব্যাপারটা লক্ষ করে চেঁচিয়ে উঠল ডন।

অনিককে মিস করে একটা মুহূর্তও আর দেরি করল না টিনা। হাতের অস্ত্র ফেলে আবীরের পাশ কাটিয়ে এরিনা থেকে বেরোনোর গেটের দিকে দৌড় দিল।

'ধর! ধর ওকে!' চিৎকার করে উঠল অনিক। 'ওর হাতে আসল লেজার গান ছিল!'

টিনাকে ধরতে দৌড় দিল আবীর। বেরিয়ে গেছে টিনা। গেটের অন্যপাশে এসে টান দিয়ে মাথায় পরা হেলমেট খুলে ফেলল, ভালমত দেখার জন্য। টিনাকে দেখল সাইন্স-ফিকশন এক্সিবিটের দিকে চলে যাচ্ছে। দর্শকদের ভিড় ওখানে। একটা হোভারক্র্যাফট কারের দিকে নজর দর্শকদের। চকচকে কালো রঙের গাড়িটা মাটি থেকে কয়েক ফুট শূন্যে উঠে ছুটতে পারে।

অনিকও বেরিয়ে এসেছে এরিনা থেকে। আবীরের কাছাকাছি এসে সে-ও হেলমেট খুলে নিল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'জলদি কর! দর্শকের ভিড়ে ঢুকে পড়লে আর খুঁজে পাব না।'

গতি বাড়িয়ে দিল আবীর। কিন্তু অনেকটা আগে চলে গেছে টিনা। ঠিকই ঢুকে পড়ল দর্শকের ভিড়ে। দুই গোয়েন্দাও ঢুকল। কিন্তু দর্শকদের ভিতর দিয়ে ছুটতে পারল না আর ওরা। এগোতেই কষ্ট হচ্ছে। গলা লম্বা করে দিয়ে টিনাকে দেখার চেষ্টা করল। হারিয়ে গেছে টিনা।

'এভাবে পালিয়ে যেতে পারবে কল্পনাই করিনি,' হতাশকণ্ঠে আবীর বলল।

'আমার এসব ভাল লাগছে না, অনিক। এনিয়ে দ্বিতীয়বার আঘাত এল তোর ওপর। হিপোকে খুঁজতে দিতে চায় না কিডন্যাপাররা। এরপর কী করবে, খোদাই জানে!'

'ঝুঁকি তো নিতেই হবে,' অনিক জবাব দিল। 'তবে একটা ব্যাপারে শিওর হওয়া গেল, এই কিডন্যাপিঙে একজন মহিলা যে জড়িত, তাতে আর কোন সন্দেহ রইল না।'

মাথা ঝাঁকাল আবীর। 'আরও একটা ব্যাপারেও সন্দেহ নেই, জেনি, টিনা, কোনটাই ওই মহিলার আসল নাম নয়।'

এরিনায় ফিরে এল দুজনে। গ্ল্যাডিয়েটরদের রূপালী লেজার গানগুলো পরীক্ষা করছে ডন। অনিকদের দিকে তাকাল। 'এই গানগুলো ঠিকই আছে। খেলনা।'

মাটিতে পড়ে আছে টিনার ফেলে যাওয়া কালো গানটা। তুলে নিল অনিক। 'এটা কোত্থেকে এসেছে বলতে পারেন?'

'কস্টিউম এরিয়ার প্রপ রুম থেকেই তো সমস্ত জিনিসপত্র আসে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে ডন বলল। 'হাতে করে ওটা নিয়েই এরিনায় ঢুকেছে টিনা।' মাথা নেড়ে বলল, 'কোথায় পেয়েছে

জানি না। কিন্তু বুঝতে পারছি না, এরকম একটা বিপজ্জনক রসিকতা কেন করতে গেল সে?'

'সেটা তো আমাদেরও প্রশ্ন,' তিক্তকণ্ঠে বলল আবীর। ও জানে, রসিকতা করেনি টিনা, সত্যি সত্যি জখম করতে চেয়েছিল অনিককে। কিন্তু ডনকে জানাল না সেকথা। 'ওই মহিলাকে চেনেন না আপনি?'

'না, কখনও দেখিনি,' ডন বলল। 'নিশ্চয় নতুন এসেছে। তোমরা আসার কয়েক মিনিট আগে এসে বলল, আমাদের রেগুলার স্টাফ নিরা অসুস্থ, জ্বর হয়েছে। তার জায়গায় ওকে পাঠানো হয়েছে। নাম বলল, টিনা। পুরো নাম বলেনি। বেকারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। এখানকার সবার পার্সানেল ফাইল তার অফিসে আছে।'

এসময় এরিনায় ঢুকতে আরম্ভ করল দর্শকরা। ঘড়ি দেখল ডন। 'শো'র সময় হয়ে গেছে।' আবীর আর অনিকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'খেলার ইচ্ছে আছে এখনও? ভয় লাগলে বাদ দিতে পারো। তবে অনিক, তোমার খেলাটা সত্যি খুব ভাল হচ্ছিল।'

'না, ভয় লাগছে না,' অনিক বলল। 'খেলব।'

'আমিও খেলব,' হেসে বলল আবীর। 'আর খেলার যা ধরন দেখলাম, আমার সঙ্গে কেউ পারবে না।'

ডনও হাসল। 'দেখা যাক।'

*

শেষ হলো খেলা। শো শেষ হলে ক্লান্ত-ভঙ্গিতে থিয়েটারে ফিরে চলল দুই গোয়েন্দা। বেযমেন্টের কস্টিউম রুমে এসে হেলমেট আর বর্ম খুলে রেখে হাঁপ ছাড়ল।

'কী বলেছিলাম?' হেসে ভুরু নাচাল আবীর। 'আমিই জিতলাম।'

'খেলাটা আমিও বুঝে গেছি,' জবাব দিল অনিক। 'আসল ব্যাপারটা হলো টাইমিং।' হঠাৎ থমকে গিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল সে।

'কী ব্যাপার, অনিক? এরিনা থেকে বেরোনোর পর থেকেই কী যেন খুঁজছিস তুই!'

'আমাদেরকে অনুসরণ করা হচ্ছে,' ফিসফিস করে জবাব দিল অনিক। 'বেঁটে, সাদা চুলদাড়িওয়ালা একজন বুড়ো মানুষ। দেখ। দেখতে পাচ্ছিস?'

ফিরে তাকিয়ে আবীরও দেখল লোকটাকে। সে তাকাতেই চট করে একটা থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

'কে লোকটা?' আবীরের প্রশ্ন।

'নিশ্চয় মার্কার। কাল বলেছিল না, আমাদের সঙ্গে দেখা করবে। চল, কথা বলি।'

আবীরকে নিয়ে থামের কাছে এসে দাঁড়াল অনিক। ডেকে বলল, 'মিস্টার মার্কার, বেরিয়ে আসুন। আর লুকিয়ে থাকার দরকার নেই। আমরা আপনাকে দেখে ফেলেছি।'

বেরিয়ে এলেন বুড়ো ভদ্রলোক। অস্বস্তি বোধ করছেন।

'আপনি কে? কী কথা আমাদের সঙ্গে?' জিজ্ঞেস করল অনিক।

'আমি এইচ. মার্কার। ইয়েলো বিচে থাকি। হিপোকে চিনি। আমাকে আঙ্কেল ডাকে। মেইন স্ট্রীটে আমার ব্যবসা আছে।'

'ও, তাই বলুন। এজন্যই নামটা চেনা চেনা লাগছিল। আপনি হেনরি মার্কার। মার্কার বিল্ডিং সাপ্লাইয়ের মালিক।'

'ঠিকই চিনেছ,' এতক্ষণে অস্বস্তি কাটল মার্কারের। 'এখন আমি অবসর নিয়েছি। আমার ছেলে ব্যবসা দেখছে।'

'আমাদের পিছু নিয়েছেন কেন?' জানতে চাইল আবীর।

হাসলেন মার্কার। 'আমি রহস্য কাহিনীর ভক্ত। গোয়েন্দাদের আমার পছন্দ। তোমাদের আমি চিনি। ইয়েলো বিচে দেখেছি, হিপোর সঙ্গে। এখানে তোমাদের দেখে মনে হলো তোমাদের দিয়েই কাজটা হতে পারে।'

অনিক বলল, 'মিস্টার মার্কার, আপনি লিখেছেন, হিপোর ব্যাপারে কথা আছে।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন মার্কার। 'কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে রেস্টুরেন্টে চলো, লাঞ্চ খেতে খেতে কথা হবে। সাইন্স-ফিকশন এক্সিবিটের কাছে একটা রেস্টুরেন্ট আছে, ইন্টারস্টেলার স্ন্যাক শপ।'

'কোন আপত্তি নেই আমার,' আবীর জবাব দিল। 'সত্যি কথা বলতে কী, ওটা দেখার পর থেকেই ঢুকতে ইচ্ছে করছে আমার। অদ্ভুত নাম। কী খাওয়ায় ওখানে?'

'গেলেই দেখবে,' হেসে জবাব দিলেন মার্কার।

নভচারীদের হেলমেটের মত দেখতে ছোট একটা বিল্ডিঙে গোয়েন্দাদের নিয়ে এল মার্কার। ভিতরের মত বাইরেও কিছু চেয়ার-টেবিল সাজানো।

অনিক আর আবীর দেখল, সকালের মত ভিড় নেই এখন সাইন্স-ফিকশন এক্সিবিটের বাইরে। কিন্তু চামড়ার জাম্পসুট আর হেলমেট পরা একজন ড্রাইভার হোভারক্র্যাফট কার নিয়ে খেলা দেখাচ্ছে গুটিকয় দর্শককে। কারের ছাতটা ধীরে ধীরে খুলে গিয়ে পিছনে কাত হয়ে যাচ্ছে।

বাইরের একটা টেবিলে খেতে বসল অনিক, আবীর ও মার্কার।

মেনু দেখে জোরে জোরে পড়ল, 'ভেজিটারিয়ান স্পেস ফ্লাইট স্পেশাল। কর্ন, গাজর, সীমের বিচি আর হুচিনি প্যাস্ট দিয়ে বানানো। রূপালী নলের ভিতরে ভরে সরবরাহ করে। খোদাই জানে, কী জিনিস!'

'এটা ওদের স্পেশাল খাবার,' মার্কার বললেন। 'তবে স্বাভাবিক খাবারও পাবে, যা খেতে চাও। আগে স্পেশালটা খেয়ে দেখো, খারাপ লাগবে না। আমি খেয়েছি। এখনও খাব।'

'ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন চেখে দেখা যাক,' জবাব দিল আবীর। 'তবে সাথে বার্গার আর চিকেন ফ্রাইও লাগবে। নইলে আমার পেট ভরবে না।'

নভচারীদের পোশাক পরা একজন ওয়েইটার এল অর্ডার

নিতে। অর্ডার দিয়ে দুই গোয়েন্দার দিকে কাত হলেন মার্কার। 'আমার অ্যানসারিং মেশিনে তোমাদের মেসেজ পেয়েছি। পরের ফ্লাইটটাই ধরলাম। বুঝেছি, হিপোর তদন্তে কোন গণ্ডগোল হয়েছে।'

'বুঝলাম না,' ভ্রূকুটি করল আবীর, 'এখানে হিপোর তদন্তের খবর আপনি জানলেন কী করে?'

অবাক মনে হলো মার্কারকে। 'আমি জানলাম কী করে মানে? তার মানে তোমরা জানো না, গ্যালাক্সিতে হিপোকে একটা তদন্তের ভার দিয়েছিলাম আমি। ঠগবাজির কেস। তোমাদের বলেনি?'

আবীর আর অনিকও অবাক। পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল দুজনে। মার্কারের দিকে ফিরল অনিক। 'বলার সময় পায়নি।' হিপোর মেসেজ পেয়ে কীভাবে গ্যালাক্সিতে ছুটে এসেছে, মার্কারকে খুলে বলল সে।

অনিকের কথা শেষ হওয়ার পরও অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল মার্কার। তারপর বিড়বিড় করল, 'কিডন্যাপ হয়ে গেছে! বিশ্বাসই হচ্ছে না আমার!'

'ঠগবাজির কেসটার কথা খুলে বলুন তো,' অনিক বলল।

খাবার নিয়ে হাজির হলো ওয়েইটার। ট্রে রেখে চলে গেলে মার্কার বললেন, 'গত মাসে আমার মতই আরও কয়েকজন অবসর নেয়া বুড়োবুড়ির সঙ্গে এখানে এসেছিলাম ছুটি কাটাতে। একদিন দুজন তরুণ-তরুণী আমার হোটেলের রুমে আমার সঙ্গে দেখা করল। অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রির দালাল

বলে পরিচয় দিল নিজেদের। বলল, গ্যালাক্সি পার্কের কাছে গ্যালাক্সি রিটায়ারমেন্ট ভিলেজে কম দামে উন্নতমানের ফ্ল্যাট বিক্রি হচ্ছে, কেনার অফার দিল আমাকে।'

খাবার মুখে দিলেন মার্কার। 'ইয়েলো বিচ ছাড়ার কোন ইচ্ছেই নেই আমার। কিন্তু কম দামে উন্নতমানের ফ্ল্যাটের কথা শুনে কৌতূহলী হলাম। ফ্ল্যাট দেখানো যাবে কিনা জিজ্ঞেস করলাম ওদের। ওরা জানাল, কনস্ট্রাকশনের কাজ কেবল শুরু হয়েছে। হোটেলের জানালা দিয়েই কনস্টাকশনের জায়গাটা দেখাল। একটা ব্রোশার দিল আমাকে। বহুতল বাড়ির চমৎকার মডেল আঁকা তাতে। বলল, এত কম দামের কারণে অনেক ক্রেতা কনস্ট্রাকশন সাইট না দেখেই অগ্রিম টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট বরাদ্দ নেয়া শুরু করেছে।'

'আপনি বিশ্বাস করলেন?' চিকেন ফ্রাইতে টমেটো কেচআপ ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস করল অনিক।

'না। পরে জেনেছি, আমার পরিচিত দুই দম্পতিকে ফ্ল্যাট দেবার কথা বলে অনেক টাকা আদায় করেছে ওরা। মূল দামের দশ পার্সেন্ট করে। গ্যালাক্সিতে ওই দম্পতিদের সাথে পরিচয় হয়েছে আমার। দালালদের কথায় এতটাই পটে গিয়েছিল, ফ্ল্যাট হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে কার আগে কে টাকা দেবে এই প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছিল।' খাবার মুখে পোরার জন্য আবার থামলেন মার্কার। চিবাতে চিবাতে বললেন, 'আমার সন্দেহ হওয়াতে কনস্ট্রাকশন সাইটটা

দেখতে গেলাম। পার্কের বাইরে সিকি মাইল দূরে।'

মাথা ঝাঁকাল অনিক। 'হোটেলের জানালা দিয়ে আমরাও দেখেছি।'

'ওখানে গিয়ে কোন লোকজন দেখলাম না,' মার্কার জানালেন। 'কোন শ্রমিক নেই, কন্ট্রাকটর নেই। শুধু শূন্য একটা কনস্ট্রাকশন ট্রেলার, একটা বুলডোজার পড়ে আছে। আর ছোট একটা সাইনবোর্ড লাগানো, তাতে লেখা কমার্শিয়াল জোনিং পার্মিট, নম্বর ১১১। শিওর হয়ে গেলাম, আমার সন্দেহ ঠিক। ঠগবাজিই চলছে। কমার্শিয়াল জোনিং, তারমানে বাণিজ্যিক, আবাসিক নয়। ওখানে ব্যবসাকেন্দ্র খোলার অনুমতি দিয়েছে সরকার, আবাসিক অ্যাপার্টমেন্ট বা বাড়িঘর নয়। আমার নব পরিচিত বন্ধুদের সতর্ক করতে ছুটলাম। কিন্তু গিয়ে আর পেলাম না। হোটেল ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। ওদের নাম জানি, তবে কোথায় থাকে ঠিকানা জানি না।'

'দালালদের নাম জানেন?' হিপোর ঘরে পাওয়া নোটটার কথা ভেবে জিজ্ঞেস করল অনিক।

'ফক্স হার্বার্ট আর অ্যানি হোগার্ড,' মার্কার জানালেন। 'কোম্পানির নাম দিয়েছে হার্বার্ট-হোগার্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি।'

হঠাৎ কী মনে হতে ফিরে তাকিয়ে মানুষের ভিড় চোখে পড়ল অনিকের। লাঞ্চ খেতে এসেছে। টেবিল খালি হওয়ার অপেক্ষা করছে।

'ওদের এভাবে দাঁড় করিয়ে রাখাটা উচিত হচ্ছে না,' অনিক বলল। 'টেবিল খালি করে দেয়া উচিত।'

আর কথা না বলে দ্রুত খাওয়া শেষ করল ওরা। বিল মিটিয়ে দিয়ে সরে এল রেস্টুরেন্টের কাছ থেকে। সাইডওয়াকে এসে সেই হোভারক্র্যাফটটা দেখতে পেল। এখনও খেলা দেখাচ্ছে। ক্লক টাওয়ারের কাছে একটুকরো ঘাসে ঢাকা জমিতে মাটি থেকে পাঁচ ফুট ওপরে ভেসে থেকে একটা ফোয়ারাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে।

ঘুরে দক্ষিণে রওনা হলো তিনজনে। থিয়েটারের দিকে হাঁটতে লাগল। মার্কারের এক পায়ের জুতোর ফিতে গেল খুলে। বাঁধার জন্য নিচু হলেন।

হঠাৎ জোরাল গুঞ্জন কানে এল অনিকের। ফিরে তাকিয়ে দেখে হোভারক্র্যাফটটা ওদের দিকে ছুটে আসছে। চেঁচানো শুরু করল দর্শকরা। কারের সামনে থেকে দৌড়ে সরে যেতে লাগল।

ইঞ্জিনের শব্দ শুনে মার্কারও ফিরে তাকালেন। বিস্ময় ফুটল চেহারায়।

আচমকা গতি বাড়িয়ে দিল চকচকে কালো গাড়িটা। বাঁয়ে মোড় নিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে আসতে লাগল।

চেঁচিয়ে উঠল আবীর, 'সরে যান! সরে যান!'

হতবাক হয়ে গেছে অনিকও। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ড্রাইভারের উদ্দেশ্য। মার্কারই তার লক্ষ্য।

সাত

'শুয়ে পড়ুন!' মার্কারের হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে মাটিতে ফেলে দিল অনিক।

মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল হোভারক্র্যাফট। হেলমেটে ঢাকা ড্রাইভারের মুখ দেখা গেল না। মার্কার আর অনিকের কিছু করতে না পেরে মোড় নিয়ে আবীরের দিকে ছুটল। একটানে বর্ম আর হেলমেট খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল আবীর। ছাতখোলা গাড়ির প্যাসেঞ্জার ডোরের ওপরের কিনারা চেপে ধরল। নিজেকে টেনে তুলতে শুরু করল গাড়ির ভিতর।

ড্রাইভারের চেহারা দেখতে পাচ্ছে না সে। গতি বাড়িয়ে দিল ড্রাইভার। সাত ফুট ওপরে উঠে গেল হোভারক্র্যাফট। তীক্ষ্ণ মোড় নিল ডান দিকে। দরজার কিনারা ধরে ঝুলছে তখনও আবীর। দস্তানা পরা একটা হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডেলে মোচড় দিল ড্রাইভার। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল দরজা। গাড়ির ভিতরে আর ঢোকা হলো না আবীরের। ঝোপের ওপর দিয়ে গাড়িটা উড়ে যাওয়ার সময় আঁচড় লাগল পায়ে।

হাঁ করে তাকিয়ে আছে দর্শকরা। তীব্র গতিতে গাড়ি

ছুটিয়েছে ড্রাইভার। নীচের দিকে চোখ পড়ল আবীরের। অস্পষ্ট সবুজ একটা ঝিলিকের মত লাগছে নীচের ঘাসকে।

একটা সাইনবোর্ডের দিকে গাড়িটাকে উড়ে যেতে দেখে ঝট করে পা উঁচু করে ফেলল সে। সাইনবোর্ডে বাড়ি লাগানো থেকে পা বাঁচাল কোনমতে। পরক্ষণে দেখল মস্ত একটা গাছের দিকে উড়ে যাচ্ছে গাড়ি। ড্রাইভারের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল। বেরিয়ে থাকা দরজাটা সহ ওকে গাছের ডালে বাড়ি খাওয়াতে চায়। আর কোন উপায় না দেখে দরজা ছেড়ে দিল আবীর। ধুপ করে মাটিতে পড়ল। ঘাসের ওপর পড়ে রইল নিথর হয়ে। গাড়িটা উড়ে গেল। ডালে বাড়ি লেগে দড়াম করে বন্ধ হলো খোলা দরজাটা।

আবীরের কাছে দৌড়ে এল অনিক। মার্কার এলেন পিছন পিছন। হাতে আবীরের ছুঁড়ে ফেলা হেলমেট আর বর্ম। আবীরের কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসল অনিক। 'লেগেছে?'

ভারি দম নিল আবীর। উঠে বসতে বসতে বলল, 'না, তেমন না।' ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সে। 'কিন্তু এত কষ্ট করেও ব্যাটাকে ধরতে পারলাম না।' গাড়িটা যেদিকে গেছে সেদিকে তাকাল। 'গেল কই?'

'রোলার কোস্টারটা যেখানে সবচেয়ে নিচু,' মার্কার জানালেন, 'তার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেছে।'

'ওকে খুঁজে আর এখন লাভ হবে না,' অনিক বলল। 'অকারণ সময় নষ্ট। আমাদের চেয়ে অনেক ভাল চেনে সে

এই এলাকা। সহজেই পালিয়ে যাবে।'

'চেহারা দেখেছ?' মার্কার জিজ্ঞেস করল।

মাথা নাড়ল আবীর। 'না, মুখঢাকা হেলমেট।' এক মুহূর্ত ভাবল সে। 'তবে একটা কথা আমি বলতে পারি, মিস্টার মার্কার, গ্যালাক্সি পার্ক থেকে আপনার চলে যাওয়া উচিত, যত তাড়াতাড়ি পারেন। মারাত্মক বিপদের মধ্যে আছেন আপনি এখানে।'

'আবীর ঠিকই বলেছে,' মাথা দুলিয়ে অনিক বলল। 'কিডন্যাপাররা নিশ্চয় ভাবছে ওদের ঠগবাজির শিকার হয়ে আপনি এখন আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন, তাই আপনার মুখ বন্ধ করতে চাইছে। আমার কোন সন্দেহ নেই, আবার আপনার ওপর হামলা চালাবে ওরা।'

'চালাক,' মার্কার বললেন, 'আমিও কেয়ার করি না। হিপোকে আমি বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়েছি। ওকে খুঁজে বের করা এখন আমার জন্যও জরুরী।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করল আবীর ও অনিক। তর্ক করে লাভ হবে না। মার্কার যাবেন না।

অনিক বলল, 'ঠিক আছে, আপনার ইচ্ছে। তবে পার্কের যেখানেই যান, খুব সাবধানে থাকবেন। হোটেলের রুমেও অসতর্ক হবেন না।'

'বরং হোটেলেই বেশি সাবধানে থাকবেন,' আবীর বলল।

'ওখানে বেন ব্রোগান আছে, হোটেলের ম্যানেজার, আমাদের মূল সন্দেহ ওকেই।' অনিকের দিকে তাকাল সে। 'কি মনে হয় তোমার? হিপোর কিডন্যাপাররাই কি ঠগবাজ? তাহলে নিশ্চয় চুরির ঘটনাগুলোর কথা ঠিক না। মরিস বেকারের ব্লুপ্রিন্ট চুরির কথাটাও কি মিথ্যে? আমাদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করার জন্য বলেছে?'

'বেকার মিথ্যে বলে থাকতে পারে,' ধীরে ধীরে বলল অনিক। 'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, ঠগবাজির সঙ্গে সে জড়িত হবে কেন?' মার্কারের দিকে ফিরল সে। 'আচ্ছা, যে দুজন লোক আপনার কাছে ফ্ল্যাট বেচতে গিয়েছিল, তারা দেখতে কেমন?'

'ফক্স হার্বার্টের পরনে সবুজ স্পোর্টস জ্যাকেট ছিল, ছয় ফুট লম্বা সে, লম্বা, কোঁকড়া লাল চুল, লাল দাড়ি,' মার্কার জানালেন। 'অ্যানি হোগার্ড সাড়ে পাঁচ ফুট বা তার কিছু বেশি, খাটো করে ছাঁটা সোনালি চুল, বাদামী চোখ। গলাবন্ধ সোয়েটার পরেছিল সে, মনে আছে আমার।'

'ব্রোগানও ছয় ফুট লম্বা,' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল আবীর। 'তবে তার চুল লাল নয়, দাড়িও নেই। আর রহস্যময় সেই ভুয়া পরিচারিকার লম্বা চুল, চোখে চশমা পরে।'

'মিস্টার মার্কারের কাছে হয়তো ছদ্মবেশে গিয়েছিল,' অনিক বলল। 'নামও হয়তো বানিয়ে বলেছে।'

'আমাদের আরেক সন্দেহভাজন এলিজা ট্রেনারের

ব্যাপারে কী বলবি?' অনিকের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল আবীর। 'এই রহস্যে তার ভূমিকাটা কী?'

'এখনও বুঝতে পারছি না,' জবাব দিল অনিক। 'গ্ল্যাডিয়েটরের খেলায় আসল লেজার গান নিয়ে আমাকে আক্রমণ করেছিল যে, সে একজন মহিলা; মিস্টার মার্কারের কাছে যে দুজন দালাল দেখা করতে গিয়েছিল, তাদেরও একজন মহিলা। হোটেলে আমাদেরকে ব্যাজ দিয়ে আসতে গিয়ে ব্লুপ্রিন্ট চুরির কথাটা তুলেছিল এলিজা। কেন?'

'ব্রোগানই আসল কালপ্রিট,' আবীর বলল। 'টাকা চুরির কথা বানিয়ে বলেছে। তাকে যাতে কিডন্যাপার ভাবতে না পারি। আমাদের নজর কিডন্যাপিঙের দিকে না থেকে ব্লুপ্রিন্ট চুরির দিকে থাকে। বোগ্রানকে সহযোগিতা করছে এলিজা, এটা হতে পারে।'

'প্রমাণ ছাড়া তো কিছু করা যাবে না,' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল অনিক। 'নইলে ওদের ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারলে হয়তো হিপোর খোঁজ পাওয়া যেত।'

'চল তাহলে, প্রমাণ খোঁজা শুরু করি। আমার ধারণা, হোটেলের ফায়ার স্টেয়ার দিয়ে হিপোকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সামনের দিক দিয়ে নিলে চোখে পড়ে যাবার ভয় আছে। সিকিউরিটির লোক হোটেলের সার্ভিস এনট্রান্স পাহারা দেয়ার কথা জানিয়েছে, ফায়ার এক্সিটের কথা কিছু বলেনি। আমাদের তলা থেকেই খোঁজাটা শুরু করতে পারি,

যেহেতু হিপোও ওই তলাতেই ঘর নিয়েছিল।'

'ঠিক বলেছিস,' একমত হলো অনিক। 'তুই সিঁড়ি দিয়ে খোঁজগে। আমি ব্রোগানের অফিসে খুঁজব।'

'তাহলে আমি কী করব?' মার্কার জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনি পার্কে আসা লোকজনের ওপর নজর রাখুন। দেখুন, দুই দালালকে চোখে পড়ে কিনা। বলা যায় না, একই রকম ছদ্মবেশ আবার নিতে পারে, তাহলে দেখলেই চিনতে পারবেন।'

'চিনলে ওদের পিছু নিতে যাবেন না,' সাবধান করে দিল আবীর। 'আগে আমাদের জানাবেন।'

মাথা ঝাঁকালেন মার্কার। হেসে বলল, 'তাহলে আর দেরি কিসের? চলো, কাজে নেমে পড়ি।'

*

হোটেলে ফিরবার আগে কস্টিউম রুমে গিয়ে নিজেদের হেলমেট আর বর্ম খুলে রেখে এল দুই গোয়েন্দা। থিয়েটার থেকে বেরিয়ে আবীর বলল, 'এলিজার সঙ্গে সাড়ে তিনটায় আমাদের ভিডিও আর্কেডে দেখা করার কথা।'

ঘড়ি দেখল অনিক। 'সাড়ে তিনটা বাজতে এক ঘণ্টা বাকি। অনেক সময় আছে। ততক্ষণে খোঁজাখুঁজির কাজটা সেরে ফেলতে পারব।'

হোটেলে ফিরে দুজন দুদিকে চলে গেল। নয়তলা থেকে আবীর গেল ফায়ার স্টেয়ারের দিকে। আগুন লাগলে কিংবা

অন্যান্য জরুরী অবস্থায় নামার জন্য এই সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে। হিপো যে কামরাটায় ছিল, সেখান থেকে সিঁড়িটার দিকে এগোল আবীর। সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় তীক্ষ্ণ নজর রাখল, কিডন্যাপাররা কোন সূত্র ফেলে গিয়ে থাকলে যাতে সেটা চোখ না এড়ায়। নামতে নামতে একেবারে নীচে পৌঁছে গেল সে। কিন্তু কোন কিছুই তার চোখে পড়ল না।

ধাতব ফায়ার ডোর খুলে বিল্ডিঙের বাইরে বেরিয়ে এল সে। হোটেলের পিছন থেকে একটা ড্রাইভওয়ে বিল্ডিঙের পাশ ঘুরে চলে গেছে সার্ভিস এন্ট্রান্সের দিকে। বাঁয়ে একটা উঁচু কংক্রীটের দেয়াল। তাতে একটা গেট। পার্কে ঢোকা যায় ওটা দিয়ে।

কয়েক ফুট দূরে একটা আবর্জনা ফেলার ড্রাম। ওটাতে কিছু আছে কিনা দেখল। কালো রঙের একটা আবর্জনা ফেলার ব্যাগ দেখতে পেল, ছিঁড়ে রয়েছে। ব্যাগের ভিতর থেকে বেরিয়ে আছে একটা সোয়েটারের হাতা। রঙ আর নকশার ডিজাইনটা পরিচিত মনে হলো তার। ব্যাগ থেকে সোয়েটারটা বের করে আনল। ঠিকই সন্দেহ করেছে। হিপোর সোয়েটার।

সোয়েটারটা নিজের কোমরে বেঁধে নিয়ে ব্যাগের মধ্যে খুঁজতে লাগল সে। হিপোর ব্যবহৃত আরও জিনিস পাওয়া গেল তার ভিতরে। একটা ল্যাপটপ কম্পিউটার, আর একটা চশমার খাপও পেল। খাপটার নীচে পেল একটা ধাতব ব্যাজ,

তাতে 'জেনি'র নাম লেখা।

কম্পিউটার আর চশমার খাপটা তুলে নিল সে, ব্যাজটা রেখে দিল যেখানে ছিল সেখানেই। তুলে নিয়ে ফিরিয়ে দিতে গেলে ব্রোগান সতর্ক হয়ে যাবে, কারণ ব্যাজটা কোথায় ফেলা হয়েছে জানা আছে তার। বুঝে যাবে, ওকে সন্দেহ করা হচ্ছে।

ময়লা ফেলার ব্যাগটা আবার ঠেলে ঢুকিয়ে দিল ড্রামের অন্যান্য জিনিসের ভিতরে। সিঁড়ি বেয়ে নয়তলায় উঠে এসে নিজের ঘরে ঢুকল। কম্পিউটার আর সোয়েটারটা ভরে রাখল নিজের সুটকেসে। চশমার খাপটাও ভরতে যাচ্ছিল, কিন্তু কী মনে করে ওটার ভিতরটা দেখল। আর তাতে করেই পেয়ে গেল জিনিসটা। এক টুকরো ভাঁজ করা কাগজ।

ভাঁজ খুলে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল ওটার দিকে। গ্যালাক্সি থিম পার্কের ম্যাপের একটা কপি। তাতে চারটে বিল্ডিংকে ঘিরে চক্র এঁকে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করা। নিশ্চয় হিপোই দাগ দিয়েছে। 'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করে আনমনে মাথা নাড়তে লাগল আবীর। 'ওই বিল্ডিংগুলোতে কী পেয়েছিল হিপো!'

ম্যাপটা আবার ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিল সে। চশমার খাপটা ফেলল সুটকেসের ভিতর। ব্যাগের চেন লাগিয়ে দিল। ঘড়ি দেখল। পঁয়তাল্লিশ মিনিট কেটেছে। সাড়ে তিনটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি। ভিডিও আর্কেডে যেতে হবে।

*

অনিক ওদিকে আবীরের কাছ থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে একটা ফোন বুদে ঢুকল। বুদটা রিসিপশন ডেস্ক থেকে সামান্য দূরে, ঘরের একটা বাড়তি অংশে। তিন পাশ ঘেরা, একপাশ খোলা। ফোন করার ছুতোয় ওখানে দাঁড়িয়ে ব্রোগানের অফিসে ঢোকার সুযোগ খুঁজতে লাগল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। পেয়ে গেল সুযোগ। ডেস্কের ওপর একটা কার্ড ফেলে রেখে ইউনিফর্ম পরা তিনজন হোটেল কর্মচারীর সঙ্গে এলিভেটরের দিকে চলে গেল ব্রোগান।

এলিভেটরের দরজা বন্ধ হওয়ার পর আর একটা মুহূর্ত দেরি করল না অনিক, ফোন বুদ থেকে বেরিয়ে লবি ধরে দৌড়ে এল ডেস্কের কাছে। কার্ডটা দেখল। তাতে লেখা: হোটেল ম্যানেজারকে প্রয়োজন হলে ১৫০৬ নম্বর ঘরে খোঁজ করুন।

ডেস্কের পাশ ঘুরে এসে অফিস ঘরের দরজার নব ধরে মোচড় দিল সে। তাকে অবাক করে দিয়ে খুলে গেল নবটা। তালা লাগানো নেই। ব্রোগানের অফিসে ঢুকে পিছনে আস্তে করে লাগিয়ে দিল দরজাটা। এখানেও আরেকটা ডেস্ক আছে। পাশে একটা আলমারি আর ফাইল কেবিনেট।

কেবিনেট আর ডেস্কের ড্রয়ারগুলোতে খুঁজতে লাগল সে। ডান পাশের সবচেয়ে নীচের ড্রয়ারটা খুলে একগাদা কাগজের

মধ্যে শিকাগোর একটা হোটেলের প্যাডে লেখা চিঠি পেয়ে গেল।

চিঠিটা পড়ল অনিক। ব্রোগানকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। হোটেলের আলমারি থেকে চুরি যাওয়া টাকার কিস্তি বন্ধ করে দিলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ব্রোগানের কাছে ওই হোটেলের পঞ্চাশ হাজার ডলার পাওনা আছে। চিঠির নীচে সই করেছে হোটেলের ম্যানেজার।

'হুঁ, এই তাহলে ব্যাপার,' আনমনে বিড়বিড় করল অনিক। 'প্রচুর টাকা দরকার এখন ব্রোগানের। ওই টাকা জোগাড়ের জন্য ঠগবাজির ব্যবসা শুরু করেনি তো!'

চিঠিটা আগের জায়গায় রেখে ড্রয়ার লাগিয়ে দিল সে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে চোখ পড়ল ডেস্কে রাখা ঘড়িটার দিকে। তিনটা বিশ বাজে। তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে জ্যাকেট আনতে ওপরতলায় ছুটল সে।

জ্যাকেট নিয়ে বেরোতে যাবে, এমন সময় কথা আর হাসাহাসি কানে এল। বাঁয়ে তাকিয়ে দেখে লম্বা লাল চুলওয়ালা একজন লোক আর সোনালি চুলওয়ালা একজন মহিলা বেরিয়ে আসছে একটা ঘর থেকে। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল অনিক। মার্কারের দেয়া বর্ণনার সঙ্গে অবিকল মিলে যাচ্ছে এই দুজনের চেহারা।

আস্তে করে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সামান্য ফাঁক রেখে

সেটা দিয়ে দেখতে লাগল অনিক। দুই দালালের পিছন পিছন বেরিয়ে এল দুজন বুড়োবুড়ি।

'জিতবেন, এটা বলে দিলাম,' লালচুল লোকটা বলল বুড়োবুড়িকে। 'গ্যালাক্সি ভিলেজে থাকলে বুঝবেন আরাম কাকে বলে।'

'কাগজপত্র ঠিকঠাক করার জন্য তিরিশ দিনের মধ্যে আমাদের উকিল আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবে,' মহিলা বলল।

'খুব ভাল,' খুশি হয়ে বলল বৃদ্ধা। স্বামীর দিকে তাকাল। 'ভাবতে পারছ, আর কদিন পরই আমরা আমাদের নিজেদের ফ্ল্যাট পেয়ে যাব!'

এলিভেটরের কাছে এসে দাঁড়াল চারজনে। হাত মিলাল। এলিভেটরে ঢুকে গেল দুই দালাল। এলিভেটরের দরজা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল অনিক। তারপর নিজের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে পাশের দ্বিতীয় এলিভেটরটাতে উঠে পড়ল। লবিতে পৌঁছে দেখল বাইরে চলে যাচ্ছে দুই দালাল। পিছে পিছে এল সে। মনোরেল স্টেশনে ঢুকল মহিলা। আর লোকটা চলে যাচ্ছে সাইন্স-ফিকশন এক্সিবিটের দিকে।

কার পিছু নেবে, একটা মুহূর্ত ভাবল অনিক। লোকটার পিছুই নিল।

সাইন্স-ফিকশন এক্সিবিটে পৌঁছে বিল্ডিঙের ভিতরে ঢুকে গেল লোকটা। পিছন পিছন অনিকও ঢুকে পড়ল। সিঁড়ি বেয়ে

উঠতে দেখল লোকটাকে। লোকটার উঠে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। তারপর নিঃশব্দে সে-ও উঠতে শুরু করল।

সিঁড়ি থেকেই দেখল, 'প্রবেশ নিষেধ' লেখা একটা দরজার তালা খুলছে লোকটা। দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভিতরে। লাফাতে লাফাতে সিঁড়ির বাকি ধাপগুলো টপকে দরজাটার কাছে চলে এল অনিক। ভিতরে উঁকি দিল। কালো রঙের একটা মখমলের পর্দার ওপাশে চলে যেতে দেখল লোকটাকে।

পর্দার কাছে ছুটে এল অনিক। একপাশ সরিয়ে ওপাশে তাকাল। এক ঝলক ধোঁয়া যেন বিস্ফোরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। তার ভিতরে উধাও হয়ে গেল লোকটা।

মোঃ শাওন হোসেন রাজু 'স স্ক্যান

আট

হাঁ হয়ে গেছে অনিক, এতটাই অবাক। একটু আগেও ছিল লোকটা, এখন নেই। ধোঁয়া সরে গেলে মেঝেতে বসানো একটা কাঁচের ক্যাপসুলের মত জিনিস চোখে পড়ল তার। ক্যাপসুলের ভিতরে কালো রঙের গোল একটা ধাতব চাকতি, একজন লোক দাঁড়াতে পারবে তাতে। ক্যাপসুলের পিছনের দেয়ালে একটা কন্ট্রোল প্যানেল, তাতে তিনটে বোতামের মত সুইচ। কোনটা কিসের, লেখা নেই।

লোকটা কীভাবে উধাও হয়েছে, বুঝতে আর অসুবিধে হলো না অনিকের। কাঁচের ক্যাপসুলটা আসলে একটা মিনি-এলিভেটরের দেয়াল, আর কালো চাকতিটা এলিভেটরের প্ল্যাটফর্ম। লোকটাকে নামিয়ে দিয়ে আবার ফিরে এসেছে এলিভেটর। ডিস্কে চড়ে একটা বোতাম টিপে দেখল অনিক। কিছুই ঘটল না।

হাতে সময় নেই। পরে এসে দেখবে ভেবে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নীচে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে পৌঁছেও আর দেখতে পেল না লোকটাকে।

এক্সিবিটের বাইরে তখন অনেক দর্শক। তাদের মাঝেও

দেখা গেল না লোকটাকে। অল্পবয়েসী একজন মহিলা কর্মচারীকে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করল অনিক, 'লাল চুলদাড়িওয়ালা সবুজ জ্যাকেট পরা একজন লোককে যেতে দেখেছেন? এইমাত্র গেল।'

এক মুহূর্ত ভাবল মহিলা। মাথা নাড়ল। 'নাহ্, মনে করতে পারছি না। এদিক দিয়ে আসেনি বোধহয়। ফায়ার এক্সিট দিয়ে বেরিয়ে গেছে।' ফায়ার এক্সিটটা কোনদিকে হাত তুলে দেখাল। মেইন রুমের পিছনে একটা সাইন্স-ফিকশন সিনেমার পোস্টার লাগানো। তার পাশে লাল রঙের একটা 'এক্সিট' সাইন জ্বলতে দেখল অনিক।

'ওটা কি এলিভেটরের দরজা?' জিজ্ঞেস করল সে।

'এই বিল্ডিঙে কোন এলিভেটর নেই,' মহিলা জানাল। 'মাত্র দুটো তলা। দোতলাটা এখনও বানানো শেষ হয়নি। বিল্ডিঙের ডিজাইনে কী যেন একটা খুঁত বের করেছে এলিজা ট্রেনার, কাজ আপাতত বন্ধ আছে।'

তিনটে ছেলেমেয়ে এসে হাজির হলো এসময়। মহিলাকে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। দেখার মত কী কী আছে এখানে, জানতে চাইছে।

বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে সবচেয়ে কাছের মনোরেল স্টেশনটার দিকে রওনা হলো অনিক। ট্রেনে করে ভিডিও আর্কেডের দিকে যেতে যেতে ভাবতে লাগল সে। বাড়িটাতে যদি কোন এলিভেটর না থাকে, মিনি-এলিভেটরটা কোথায় নিয়ে গেল লালচুল লোকটাকে? এলিজা ট্রেনারের ডিজাইন

করা এলিভেটর ব্যবহার করছে ঠগবাজদের একজন–এটা কি কোন কাকতালীয় ঘটনা? নাকি ঠগবাজদের জন্যই গোপনে জিনিসটা বানিয়েছে সে, ওরা নিজেরা ছাড়া আর কেউ জানে না?

ভিডিও আর্কেডে যখন পৌঁছল ট্রেন, তখনও প্রশ্নগুলোর ব্যাখ্যা খুঁজে পেল না সে।

*

অনিকের কাছে সব শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠল আবীর। 'তারমানে কোনও বিল্ডিঙের বেযমেন্টে, মাটির নীচের কোন ঘরেই হিপোকে আটকে রাখা হয়েছে! সেটা সাইন্স-ফিকশন বিল্ডিঙেরও হতে পারে।'

'হ্যাঁ!' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল অনিক।

সেদিন ডিউটি শেষে রাতের বেলা সাইন্স-ফিকশন বিল্ডিংটার দিকে এগোল দুই গোয়েন্দা। ওরা এখন পার্কের কর্মচারী। তাই চাবি জোগাড় করতে অসুবিধে হয়নি। চাবি দিয়ে তালা খুলল আবীর। ভিতরে ঢুকল দুজনে।

আবীরের হাত থেকে টর্চটা নিল অনিক। সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'এদিকে।'

সিঁড়ির মাথার দরজাটা খোলার চেষ্টা করে থেমে গেল। 'ভুলেই গিয়েছিলাম,' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে, 'এদরজাটায় তালা দেয়া।'

মাস্টার কী দিয়ে তালা খোলার চেষ্টা করে দেখল আবীর। লাভ হলো না।

'দাঁড়াও, দেখি, কী করা যায়,' পকেট থেকে তার প্রিয় আট ফলার ছোট সুইচ নাইফ সেটটা বের করল অনিক। একটা ফলা টেনে বের করল। ওটা খুদে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার। সেটা দিয়ে তালা খোলার চেষ্টা করতে লাগল। কয়েক মিনিট পর কট্ করে মৃদু শব্দ হলো। নব ধরে মোচড় দিতেই ঘুরে গেল। খুলে গেছে তালা।

'দারুণ!' আবীর বলল।

ঘরের একপ্রান্তে ঝোলানো কালো পর্দাটার দিকে এগোল অনিক। পর্দাটা একপাশে সরিয়ে বলল, 'এখানেই।'

'চালায় কীভাবে?' কাঁচের ক্যাপসুলটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল আবীর।

'প্ল্যাটফর্মের মাঝখানে বসানো ধাতব ডিস্কটার ওপর গিয়ে দাঁড়া,' ক্যাপসুলের মেঝেতে টর্চের আলো ফেলল অনিক। 'কন্ট্রোল প্যানেলের বোতামে চাপ দে। আমার ধারণা, কোন একটা বোতাম এলিভেটরটাকে নিচে নামায়।'

ডিস্কে উঠে দাঁড়াল আবীর। একটা মুহূর্ত দ্বিধা করে একটা বোতামে চাপ দিল। এক ঝলক ধোঁয়া বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে গায়েব হয়ে গেল আবীর।

ধোঁয়া সরে গেলে অনিক দেখল ডিস্কটা আবার আগের জায়গায় ফিরে এসেছে। সে-ও গিয়ে দাঁড়াল ডিস্কটার ওপর। বোতামে চাপ দিল। তীব্র গতিতে নেমে যেতে লাগল এলিভেটর। এক সেকেন্ড পরেই থেমে গেল। এলিভেটর থেকে একটা কংক্রীটের মেঝেতে নেমে গেল সে। ও নামার সঙ্গে সঙ্গে

মৃদু গুঞ্জন তুলে তীরবেগে আবার ওপরে উঠে গেল এলিভেটরটা।

একপাশে একটা কন্ট্রোল প্যানেল চোখে পড়ল ওর। আগেরবার যখন ডিস্কে উঠে নামবার চেষ্ট করেছিল অনিক, তখন সুইচ টিপেও নড়ানো যায়নি ওটাকে, তারমানে লাল চুলওয়ালা লোকটা নেমে এসে ওই কন্ট্রোল প্যানেল থেকে বোতাম টিপে কিংবা অন্য কোনভাবে অচল করে দিয়েছিল এলিভেটরটা।

'টর্চের আলো চারপাশে ঘোরা,' অন্ধকারে আবীরের কথা কানে এল তার। 'কোথায় নামলাম দেখি।'

'কোন ধরনের ওঅর্কশপ কিংবা স্টোররুম,' টর্চের আলোয় ঘরটা দেখতে দেখতে জবাব দিল অনিক।

একপাশে একটা দরজা দেখাল আবীর। 'মনে হচ্ছে পার্কের সমস্ত বিল্ডিঙেরই বেযমেন্ট আছে। ওই ঘরগুলোতে মাটির নীচ দিয়েই একটা থেকে আরেকটায় যাবার ব্যবস্থাও আছে।'

'হিপো এঘরে নেই,' ভাল করে খুঁজে দেখে বলল অনিক। 'চল, দেখি, পাশের ঘরে আছে নাকি।'

পাশের ঘরে ঢুকল দুজনে। এখানেও কিছু নেই, কতগুলো বাক্স ছাড়া। আরও দুটো একই রকম ঘর দেখল। হঠাৎ কানে এল পায়ের শব্দ।

ফিসফিস করে বলল আবীর। 'আলো নিভা!'

আলো নিভিয়ে দিল অনিক। কতগুলো বাক্সের আড়ালে

গিয়ে লুকাল দুজনে। পায়ের শব্দ জোরাল হলো। টর্চ হাতে ঘরে ঢুকল বেঁটেমত একজন মানুষ।

বাক্সের আড়াল থেকে বেরিয়ে এক ধাক্কায় লোকটাকে মাটিতে ফেলে দিল আবীর। চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, 'হিপো কই? জলদি বলুন, নইলে...'

'সরো সরো!' ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে বলল মাটিতে পড়ে থাকা মানুষটা। 'আমি মার্কার।' নিজের দাড়িওয়ালা মুখে টর্চের আলো ফেলে দেখাল। 'দেখো?'

মার্কারকে ছেড়ে দিয়ে সরে এল আবীর। 'সরি, মিস্টার মার্কার। ব্যথা পেয়েছেন?'

'না,' উঠে দাঁড়ালেন মার্কার। কাপড়ের ময়লা ঝাড়লেন।

'মিস্টার মার্কার, আপনাকে আমরা সাবধান করে দিয়েছিলাম,' অনিক বলল। 'হোটেলের রুমে থাকতে বলেছিলাম।'

'বলেছিলে, কিন্তু বসে থাকতে ভাল লাগছিল না। ডিনারের পর স্পেস ফ্লাইট বিল্ডিঙের কাছে অবজারভেটরিতে রাতের আকাশ দেখানোর ব্যবস্থা করেছে,' মার্কার জানাল। 'সূত্র খুঁজতে স্পেস ফ্লাইট বিল্ডিঙে ঢুকেছিলাম। খুঁজতে খুঁজতে একটা ভেন্টিলেটরের ঝাঁঝরির ওপাশে একটা ট্র্যাপডোর পেয়ে গেলাম। ওটা তুলতেই সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে এখানে নেমেছি।'

'কোন সূত্র পেলেন?' জানতে চাইল অনিক। 'এমন কিছু, যেটার সাহায্যে হিপোর খোঁজ পাওয়া যায়?'

মাথা নাড়লেন মার্কার। 'বাক্স ছাড়া আর কিছু নেই। তবে একটা বুককেসের তাকে গোটানো একটা ব্লুপ্রিন্ট পেয়েছি। ভালমত দেখতে পারিনি। টর্চের ব্যাটারিও কম, চোখের পাওয়ারও ভাল না।'

'চলুন তো দেখি।'

পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন মার্কার। একটা পাথরের সিঁড়ির কাছে নিয়ে এল দুই গোয়েন্দাকে। সিঁড়ির মাথায় উঠতে বুককেসটা দেখা গেল। ব্লুপ্রিন্টটা তুলে নিয়ে মেলে ধরল আবীর।

'আশ্চর্য!' আপনমনে বিড়বিড় করল অনিক। 'একটা ছোট এমিউজমেন্ট পার্কের ডিজাইন।' এক জায়গায় আঙুল রেখে বলল, 'এই যে একটা ভিডিও আর্কেড। পাশের চিহ্নিত জায়গাটা দেখো–এসকেপ ফ্রম দা ল্যাবিরিন্থ। আর এই যে এখানে ইনফরমেশন সেন্টার, পাশের এটা রোবটের ড্রইং।' মুখ তুলে আবীর ও মার্কারের দিকে তাকাল সে।

'নিজের জন্য ছোটখাট একটা উন্নত টেকনোলজির এমিউজমেন্ট পার্ক বানানোর প্ল্যান করেনি তো এলিজা?' আবীর বলল। 'ফ্ল্যাট বিক্রির নামে ঠগবাজি করে টাকা কামাচ্ছেই হয়তো নিজের ইচ্ছে পূরণের জন্য।' নাকি এটাই মার্কারের চুরি যাওয়া ব্লুপ্রিন্ট? ব্লুপ্রিন্টটা গুটিয়ে আবার আগের জায়গায় রেখে দিল। রাখার সময় নরম কী যেন একটা হাতে লাগল। তাক থেকে নিয়ে টর্চের আলোর সামনে তুলে ধরল।

লম্বা সোনালি রঙের একটা পরচুলা। 'এটা পরেই নিশ্চয়

পরিচারিকা সেজে হিপোর ঘরে ঢুকেছিল মহিলা।' অনিকের দিকে তাকাল। 'মহিলাটি কে? এলিজা ট্রেনার?'

অনিক জবাব দেবার আগেই ঘটে গেল একটা অদ্ভুত ঘটনা। বুককেসে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন মার্কার। 'ওকে সন্দেহ করছ কেন...?' কথা শেষ করতে পারল না। তার কাঁধের চাপে বুককেসটা নড়ে উঠে ভিতরের দিকে সরে গেল।

পড়ে যাচ্ছিলেন মার্কার। থাবা দিয়ে তাকে ধরে ফেলল আবীর। বুককেসটা যেখানে ছিল, সেখানে এখন অন্ধকার গর্ত। তার ভিতরে টর্চের আলো ফেলল অনিক। একটা ঘর দেখা গেল। একটা ডেস্কের ওপর একটা কম্পিউটার আর একটা টেলিফোন। অফিস রুম।

চিনতে অসুবিধে হলো না অনিকের। 'মরিস বেকারের অফিস। এপথ দিয়েই তাহলে গোপনে যাতায়াত করে এলিজা!'

বুককেসটা দরজার পাল্লার মত একপাশে সরে গেছে। টেনে এনে সেটাকে আবার আগের জায়গায় রাখল অনিক। মার্কার আর আবীরকে নিয়ে পাথরের সিঁড়ি বেয়ে ফিরে এল বেযমেন্টে। মাটির নীচের ঘরগুলোতে খোঁজাখুঁজি চালিয়ে গেল।

মিনিট দশেক পর আরেকটা সিঁড়ি দেখতে পেল।

'পাশের বিল্ডিংটার নীচে চলে এসেছি আমরা,' মার্কার বললেন। 'হল অভ হলোগ্রাম। পার্কের উত্তর-পশ্চিমে এসেছি।'

'যেতে থাকি,' অনিক বলল। 'আশেপাশেই কোথাও আছে

হিপো।'

আচমকা একটা গোঙানি কানে এল। ব্যথায় কাতরে উঠল যেন কেউ।

'অনিক, শুনলি!' অনিকের হাত খামচে ধরল আবীর। সিঁড়ির মাথার দিকে দেখাল।

মাথা ঝাঁকাল অনিক। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে রয়েছে। আবার শব্দ শোনার আশায়। ধীরে ধীরে সিঁড়ির মাথার কাছে দরজাটা খুলে যেতে শুরু করল। দরজার ওপাশে দেখা গেল চেয়ারে বাঁধা একজন মানুষ।

'হিপো!' চেঁচিয়ে উঠল অনিক ও আবীর।

মোঃ শাওন হোসেন রাজু 'স স্ক্যান

মোঃ শাওন হোসেন রাজু · স স্ক্যান

নয়

দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল দুই গোয়েন্দা ও মার্কার। ঘরে ঢুকতেই পিছনে দড়াম করে লেগে গেল দরজাটা। তা নিয়ে মাথা ঘামাল না কেউ। ওদের লক্ষ্য এখন একটাই, হিপো।

হিপোর দিকে ছুটে যাচ্ছে ওরা। ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে শুরু করল হিপো। হিসহিসে শব্দ। এক ঝলক আগুন দেখা গেল হিপো যেখানে ছিল ঠিক সেখানে। আগুনের শিখা মিলিয়ে যেতেই হিপোকে আর দেখা গেল না। গোঙানিও বন্ধ।

অট্টহাসি শোনা গেল। ঘরটাকে যেন হা-হা হাসির শব্দ ভরে দিল। তারপর কথা বলে উঠল একটা মোলায়েম কণ্ঠ, 'আবার বোকা বনলে তো। ওকে কোনদিন খুঁজে পাবে না তোমরা...'

ছাতের দিকে আলো ফেলল অনিক। 'ওই দেখো, স্পিকার। ওটা দিয়েই কথা শোনা যাচ্ছে।'

বন্ধ হয়ে গেল কথা। হাসিও বন্ধ।

'কিন্তু হিপো কই?' আবীরের প্রশ্ন। 'কী হয়েছে ওর?' ভীষণ অবাক ও।

'আমরা আসলে হিপোকে দেখিনি, দেখেছি তার হলোগ্রাম,' চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিল অনিক। এক পা আগে বাড়ল। টর্চের আলো ফেলে দেখল।

'কী দেখেছি?' অনিকের কথা বুঝতে পারলেন না মার্কার।

'হলোগ্রাম। একধরনের ত্রিমাত্রিক প্রতিমূর্তি, ফটোগ্রাফের সাহায্যে তৈরি করা যায়,' বুঝিয়ে বলল অনিক। 'যার প্রতিমূর্তি তৈরি করতে চায়, তার ছবির ওপর একটা বিশেষ ভঙ্গিতে লেজার রশ্মি ফেলে প্রতিমূর্তি তৈরি করে। প্রতিমূর্তিটা দেখতে একেবারে আসলের মত লাগে।'

টর্চের আলোয় একটা স্ট্যান্ড দেখা গেল। তাতে একটা ছবির প্লেট, বেশির ভাগটাই পুড়ে গেছে। 'হিপোর ছবি নিয়েছিল কিডন্যাপাররা। ওটাকে হলোগ্রাফি যন্ত্রপাতির সামনে বসিয়ে হলোগ্রাম তৈরি করেছিল। ছবির সঙ্গে ইলেকট্রিক তারের সংযোগ করে দিয়ে কোনভাবে–হয়তো শর্ট সার্কিটের মাধ্যমেই আপনাআপনি আগুন লাগানোর ব্যবস্থা করেছিল।' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল অনিক, 'ভয়ানক একটা খেলা খেলল ওরা আমাদের সঙ্গে!'

'এঘরটা হলোগ্রাফির ওঅর্করুম না তো?' জানালাশূন্য বড় ঘরটায় বসানো নানারকম যন্ত্রপাতির দিকে তাকিয়ে বলল আবীর। 'আমরা রয়েছি এখন বাড়ির গ্রাউন্ডফ্লোরে। আর

হলোগ্রামের শো চলে নিশ্চয় দোতলার এক্সিবিট রুমে।'

বেযমেন্টে যাবার দরজাটা খোলার চেষ্টা করে দেখলেন মার্কার। পারলেন না। বললেন, 'তালা লেগে গেছে। তালা ভেঙে খোলার চেষ্টা করবে?'

টর্চের আলোয় তালাটা পরীক্ষা করে দেখল অনিক। একটু পর মাথা নেড়ে বলল, 'ভাঙা যাবে না। এধরনের তালা খুলতে যে ধরনের চাবি প্রয়োজন তা আমাদের কাছে নেই। মাস্টার কী দিয়েও খোলা যাবে না। আমার কাছে যেসব যন্ত্রপাতি আছে, সেগুলো দিয়েও সম্ভব নয়।'

ঘরে আরেকটা দরজা আছে। ওপরতলায় যাবার। এটার তালা খোলা।

ওপরতলায় উঠে এল ওরা। হলোগ্রাফির আরও যন্ত্রপাতি ও ভিডিও মনিটর দেখতে পেল।

বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

'হিপোকে খুঁজতে আবার আমাদেরকে বেযমেন্টে ফিরে যেতে হবে,' অনিক বলল।

'হোম অভ ফিউচার-এর ভিতর দিয়ে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে,' আবীর বলল। 'নিশ্চয় ওখানে কোন গুপ্তদরজা পেয়েছে হিপো। আর সে-কারণেই ওই বিল্ডিংটা ঘিরে ম্যাপে গোল দাগ এঁকে রেখেছে।' ঘড়ি দেখল সে। 'একটা বাজে। মিস্টার মার্কার, অনেক রাত হয়েছে। হোটেলে গিয়ে আপনি ঘুমান না।'

মাথা নাড়লেন মার্কার। 'না, এখনও ঘুম পাচ্ছে না আমার। হিপোকে খুঁজে পাওয়ার সময় আমিও হাজির থাকতে চাই।' দুই গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি। 'বিশ্বাস করো, আমি খুব মজা পাচ্ছি। পারতপক্ষে অবসর নেয়া উচিত না কারও। অবসর জিনিসটা অতি বিরক্তিকর, সময় কাটতে চায় না একেবারেই।'

মার্কারের দিকে তাকিয়ে হাসল অনিক।

উত্তরে চলল তিনজনে। ভিডিও আর্কেড পার হয়ে একটা পাঁচকোণা সাদা দোতলা বাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই গুঞ্জনের মত শব্দ কানে এল। ছাতে লাগানো ফ্লোরেসেন্ট বাতিগুলো মিটমিট শুরু করল।

ছোট একটা লিভিং রুমে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। ঘরে একটা সোফা, তার হেলান দেয়ার জায়গা নেই। সোফাটার সামনের মেঝেতে লম্বা কাঁচ বসানো। দুটো লাল রঙের চামড়ায় মোড়ানো রকিং চেয়ার আছে। চেয়ারগুলোর হেলান ভিতর দিকে অতিরিক্ত বাঁকানো।

একটা চেয়ারে বসল আবীর। চারপাশে তাকাতে তাকাতে প্রশ্ন করল, 'গোপন দরজাটা কোথায় আছে? কোনখান থেকে খোঁজা শুরু করব?'

অনিক কোন জবাব দেবার আগেই আচমকা ফেটে পড়ল যেন একটা কণ্ঠস্বর, 'হোম অভ ফিউচারে স্বাগতম।' কথা আসছে দেয়ালে বসানো একটা টিভি সেটের স্পীকার থেকে।

স্ক্রীনে হাসিমুখে তাকিয়ে আছে একজন মহিলা।

'ইনফ্রারেড মোশান ডিটেক্টরের সাহায্যে তোমাদের উপস্থিতি আপনাআপনি চালু করে দিয়েছে এই হোম,' মহিলা বলল। 'স্ক্রীনে দেখানো যে কোন একটা বিষয়ের ওপর শুধু আঙুল রেখে ঘরের যে কোন যন্ত্র চালু করে দিতে পারো। তোমাদের ফিউচার আনন্দময় হোক।'

পর্দা থেকে মিলিয়ে গেল মহিলা। পর্দায় একটা বক্সের ভিতর ফুটে উঠল একটা লম্বা লিস্ট।

'এগুলো নিয়ে পরীক্ষা করার সময় নেই এখন, করতে পারলে খুশি হতাম...।' আবীরের কথা শেষ হলো না, চেয়ারটা সামনে-পিছনে ভীষণ ভাবে দুলতে শুরু করল। খেলা ভেবে হেসে উঠল সে। হাতল দুটো শক্ত করে চেপে ধরল। হঠাৎ সামনের দিকে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিয়ে ওকে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলল চেয়ারটা। তাকে তুলতে গেল অনিক। এই সময় আবার মিটমিট শুরু করল ছাতে লাগানো বাতিগুলো।

সমস্ত ঘটনা যেন একসঙ্গে ঘটতে লাগল। একটা স্তম্ভের ওপর ভর করে মেঝের কাঁচটা ওপরে উঠে কাছেই দাঁড়ানো মার্কারের গায়ে আঘাত হানল। ব্যথায় চিৎকার দিয়ে পিছনে পড়ে গেলেন তিনি, সোফাটার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে সোফাটা মাঝখান থেকে ভাঁজ হয়ে গিয়ে চেপে ধরল তাঁকে। পাশের রান্নঘরে ডিশওয়াশার ও কাপড় ধোয়ার মেশিন দুটো চালু

হয়ে গেল। ওগুলো পানিতে ভর্তি হয়ে গিয়ে বেরিয়ে এসে মেঝে ভিজিয়ে দিতে শুরু করল।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল রেফ্রিজারেটরের ডাবল দরজা। পিছন থেকে একটা রোবটের হাত বেরিয়ে এসে রেফ্রিজারেটর থেকে খাবার আর ফল তুলে ছুঁড়ে মারতে লাগল অনিকের মুখে। মাথা নীচু করে এড়াতে গেল অনিক। তার আগেই একটা আপেল এসে লাগল মাথার একপাশে। মুখে লাগল কমলার জেলি। লিভিং রুমের দেয়ালে বসানো একটা প্যানেল খুলে গিয়ে সেটার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা ভ্যাকিউয়াম ক্লিনার। হোস পাইপটা সাপের মত কিলবিল করে আপনাআপনি ওদের দিকে ছুটে এসে মুখ দিয়ে ধুলো ছিটাতে লাগল। ধোঁয়ার মত গলগল করে বেরিয়ে আসা ধুলোয় ভরে যেতে লাগল ঘর।

'মেশিনগুলো এমন করছে, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না!' নাকে-মুখে ধুলো ঢুকে গিয়ে কাশতে আরম্ভ করল আবীর। 'এই ঘরটা আমাদের আক্রমণ করেছে!'

চোখের ওপর লেগে থাকা জেলি মুছল অনিক। টিভি স্ক্রীনের দিকে এগোল 'স্টপ' কমান্ডটা খুঁজে বের করবার জন্য। দেয়ালের একটা গোপন ফোকরের দরজা খুলে গিয়ে ভিতর থেকে আরেকটা রোবটের হাত বেরিয়ে এল। হাতে একটা ফায়ার এক্সটিংগুইশার। অনিককে লক্ষ্য করে ফেনা ছিটানো শুরু করল।

'অনিক, পালা!' চেঁচিয়ে উঠল আবীর। 'এখানে থাকলে মরব!' দরজার দিকে ছুটল সে। বেগতিক দেখে মার্কার আর অনিকও ওর পিছন পিছন দৌড় দিল।

বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল ওরা। পকেট থেকে অনিককে একটা রুমাল বের করে দিলেন মার্কার। মুখে লেগে থাকা জেলি মুছল অনিক। প্যান্টে লেগে থাকা ফেনার দিকে তাকিয়ে বিরক্তিতে মাথা ঝাঁকাল। ফিরে তাকাল দুই সঙ্গীর দিকে। বলল, 'মূল প্রোগামের ওপর নতুন প্রোগ্রাম চাপিয়ে দিয়ে যন্ত্রপাতিগুলোকে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে বেকার আর এলিজা।'

'কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না,' আবীর বলল, 'আমরা যেখানেই যাচ্ছি, টের পেয়ে যাচ্ছে ওরা। অথচ কাউকেই পিছু নিতে দেখছি না। কীভাবে অনুসরণ করছে?'

ভাবছে অনিক। প্রায় মিনিটখানেক পর জবাব দিল, 'কম্পিউটারের সাহায্যে। কিন্তু কম্পিউটারটা আমাদের খোঁজ পাচ্ছে কী করে? একটাই জবাব, সিগন্যাল। তারমানে আমাদের দেহের কোথাও ছোট্ট কোন যন্ত্র বসিয়ে দিয়েছে, যেটা ক্রমাগত সঙ্কেত দিয়ে চলেছে কম্পিউটারকে।'

'কোথায়?' বুঝতে পারছে না আবীর। 'জন্তু-জানোয়ার ধরে ওদের গায়ে যন্ত্র বসিয়ে দেন বিজ্ঞীনারা। আমাদের তো ওরকম করে ধরতে পারেনি। ইউনিফর্মের ভিতর সেলাই করে দিল নাকি?'

বুকে লাগানো ব্যাজটায় টোকা দিয়ে ধুলো পরিষ্কার করতে গেল আবীর।

চকচক করে উঠল অনিকের চোখ। আচমকা পকেট থেকে তার প্রিয় আটফলার সুইস নাইফ সেটটা বের করল সে। বেছে বেছে একটা ফলা খুলল।

পিছিয়ে গেল আবীর। 'হোম অভ ফিউচার তোর মাথা খারাপ করে দিল নাকি? খুন করতে চাস!'

আবীরের কথার জবাব না দিয়ে নিজের বুকে লাগানো ব্যাজটা খুলে হাতে নিল অনিক। নাইফ সেটের যে ফলাটা খুলেছে সে, ওটা একটা খুদে স্ক্রু-ড্রাইভার। তার সাহায্যে ব্যাজের পিছনে লাগানো ছোট ছোট দুটো স্ক্রু খুলে নিল।

'এই যে,' ব্যাজের ভিতর থেকে ছোট একটা চিপ বের করে দেখাল সে। 'ট্র্যাকিং ডিভাইস। এটার সাহায্যেই সঙ্কেত পাচ্ছিল কম্পিউটার। আমার তো এখন মরিস বেকারকেও সন্দেহ হচ্ছে।' আবীরের দিকে তাকাল। 'তোর ব্যাজটাতেও এরকম একটা চিপস আছে, জানা কথা। দে।'

নিজের ব্যাজটা খুলে অনিকের হাতে দিল আবীর।

'আপনাকে একটা কাজ করতে হবে, মিস্টার মার্কার,' অনিক বলল। 'এই ব্যাজ দুটো আমাদের হোটেলের ঘরে নিয়ে রাখবেন। এলিজা মনে করবে হাল ছেড়ে দিয়ে ঘরে ফিরে গেছি। আসলে আমরা যাব না। তদন্ত চালিয়ে যাব। কিন্তু এখন থেকে ও আর কিছু জানতে পারবে না।'

মার্কারকে মন খারাপ করে ফেলতে দেখে তাড়াতাড়ি অনিক বলল, 'বুঝতে পারছি, আমাদের কাছ থেকে যেতে চাচ্ছেন না। কিন্তু এখন চলে গিয়েই আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারেন আপনি।'

মাথা ঝাঁকালেন মার্কার। হাত বাড়ালেন। 'দাও।' ব্যাজ দুটো হাতে নিয়ে হাসল। 'কী ঘটে, জানিয়ো। গুড লাক।'

হোটেলের দিকে রওনা হয়ে গেলেন মার্কার।

অনিকের দিকে তাকাল আবীর। 'আবার হোম অভ ফিউচারে ফিরে যাব?'

'হ্যাঁ,' অনিক বলল। 'হিপো যখন ম্যাপে দাগ দিয়ে রেখেছে, নিশ্চয় ওঘর থেকে বেযমেন্টে যাবার গোপন দরজা আছে।'

'আবার যন্ত্রের মার খাব না তো?'

মাথা নাড়ল অনিক। 'মনে হয় না।'

দুজনে ফিরে এল ঘরটায়। যন্ত্রপাতিগুলো চুপ হয়ে গেছে। ছাতের আলো মিটমিট করে উঠল। স্ক্রীনে ফুটল সেই মহিলার মুখ। আগের মত একই বক্তব্যটা শোনাল আবার। আলোগুলো মিটমিট থামিয়ে একনাগাড়ে জ্বলতে থাকল। শান্ত রইল ঘরটা। তারমানে আবার স্বাভাবিক প্রোগ্রামটা চালু করে দেয়া হয়েছে।

গোপন দরজা কোথায় আছে, খুঁজতে শুরু করল অনিক ও আবীর, যেটা দিয়ে মাটির নীচের ঘরগুলোতে ফিরে যেতে

পারে। লিভিং রুম, রান্নাঘর, বেডরুম, বাথরুম, কোথাও খোঁজা বাকি রাখল না। ওসব জায়গায় পেল না। বারান্দার দেয়াল আলমারির ভিতর হাত বুলিয়ে দেখতে গিয়েই পেয়ে গেল দরজাটা। পাল্লার কিনারা হাতে ঠেকল।

'মনে হয় পেলাম,' আবীরকে জানাল সে।

দ্রুত এগিয়ে এল আবীর। অনিকের সঙ্গে সঙ্গে সে-ও ঢুকল মস্ত আলমারিটাতে। দেয়ালের ছোট একটা গর্তে লুকানো দরজা খোলার নবটাও খুঁজে পেয়েছে ততক্ষণে অনিক। নবে মোচড় দিতেই কট্ করে খুলে গেল তালা। ঠেলা দিতেই পাল্লাও খুলে গেল।

টর্চ জ্বালল আবীর। ওপাশে সিঁড়ি নেমে গেছে নীচের অন্ধকারে।

সিঁড়ির নীচের ধাপে নামল ওরা। ছাতে ঝোলানো একটা বাল্‌ব্। সুইচ টিপে আলোটা জ্বেলে দিল অনিক। চারপাশে তাকিয়ে মৃদু শিস দিয়ে উঠল। 'কী বুঝলি? পার্কের "আসল" কমান্ড সেন্টারটা মনে হচ্ছে এখানেই।'

টেবিলে রাখা একটা প্রিন্টার সহ কম্পিউটার। পাশে একগাদা প্রিন্ট করা কাগজ। ওগুলোর দিকে এগিয়ে গেল অনিক। একটা কাগজ তুলে নিল। গ্যালাক্সি রিটায়ারমেন্ট ভিলেজের বিজ্ঞাপন। প্রিন্ট করে কতগুলো ব্রোশারও তৈরি করে রাখা হয়েছে।

'এগুলো দেখ,' মেঝেতে রাখা একটা বাক্স দেখাল

আবীর। 'ভুয়া দুই জমির দালাল ফক্স হার্বার্ট আর অ্যানি হোগার্ডের বিজনেস কার্ড ও ড্রাইভিং লাইসেন্স। মিথ্যা নাম আর ছদ্মবেশে তোলা ছবি দিয়ে করা।'

পিনে গাঁথা কয়েকটা কাগজের পাতা উল্টাতে লাগল অনিক। দেখতে দেখতে আনমনে বিড়বিড় করল, 'নামের লিস্ট। কিছু নামের পাশে টিক চিহ্ন দেয়া।' প্রিন্টআউটের শেষ পৃষ্ঠাটা দেখে বলল সে, 'মজার ব্যাপার।'

'কী?'

'লিস্টের শেষ নামটা মিলি ডিক্সন,' প্রিন্টআউটের দিকে তাকিয়ে আছে অনিক। 'পাশে নোট লেখা রয়েছে। আগামী কালকের তারিখ। কাল সকাল ন'টায় হোটেলে ওদের সঙ্গে চুক্তি হবে।' আবীরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল সে। 'কী বুঝলি?'

'মিলি ডিক্সন ঠগবাজদের শেষ শিকার,' আবীর বলল। 'ফ্ল্যাট বিক্রির নামে কাল সকালে হোটেলের ঘরে ওদের কাছ থেকে টাকা নেবে।' উত্তেজিত হয়ে উঠল আবীর। 'পুলিশকে জানানো দরকার। এই মহিলাই এখন ঠগবাজির প্রমাণ। তবে তার আগে হিপোকে উদ্ধার করতে পারলে ভাল হতো।'

হঠাৎ পাথরের একটা থামের পাশে সোনালি রঙের একটা জিনিস পড়ে থাকতে দেখল আবীর। এগিয়ে গিয়ে তুলে নিল।

'ঘড়ি!' অবাক হলো অনিক।

'হিপোর ঘড়ি!' আবীর বলল। 'গত জন্মদিনে ওর আম্মা ওকে উপহার দিয়েছিলেন। নীচে ওর নামের আদ্যক্ষরও খোদাই করা রয়েছে। দেখ?'

'হিপোই ফেলে গেছে, কিন্তু ওকে দেখছি না কেন?' চারপাশে তাকাচ্ছে অনিক।

খুঁজতে খুঁজতে আরেকটা সিঁড়ির কাছে চলে এল ওরা। এটা দিয়ে উঠলে বায়োস্কিয়ারে ঢোকা যাবে। ইঁটের দেয়াল তুলে দেয়া হয়েছে অন্যপ্রান্তের দেয়ালে। মাটির নীচের এটাই শেষ ঘর। সবই দেখা হয়ে গেছে ওদের।

'তারমানে নীচে নেই ও,' হতাশকণ্ঠে অনিক বলল। 'এখানে আর কিছু করার নেই আমাদের। হোটেলে চল। ঘরে বসে বুদ্ধি করব, এরপর কী করা যায়।'

'চল,' হতাশকণ্ঠে জবাব দিল আবীর।

হোটেলে ফিরে এল ওরা। নিজেদের ঘরে ঢুকল। ফেনা লেগে থাকা প্যান্টটা বদলাল অনিক। পরনের প্যান্ট-শার্ট দুটোই খুলে ফেলে দিল। জিনসের একটা পরিষ্কার প্যান্ট পরে কালো রঙের একটা শার্ট গায়ে দিল। শার্টের নীচের অংশ প্যান্টের মধ্যে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল, 'আয় তো, আরেকবার পার্কের ভিডিওটা দেখি।'

'ওটা দেখে আর কী হবে,' বিশেষ ভরসা পাচ্ছে না আবীর। 'আগেরবার তো ভাল করেই দেখেছিলাম। কোন সূত্রই পাইনি। এবারে পাব ভাবছিস কেন?'

'বার বার দেখলে কোন সূত্র চোখে পড়ে যেতেও পারে, প্রথমে যেটা পড়েনি,' জবাব দিল অনিক।

বিছানার কিনারে পা ঝুলিয়ে বসে নিরাসক্ত ভঙ্গিতে টিভি স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে রইল আবীর। হিপোর ঘড়িটা হাতে নিয়ে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে নাড়াচাড়া করছে অনিক। নজর টিভির দিকে। ভাবছে ঘড়িটার কথা। ফেলে গেল কেন ঘড়িটা? কিডন্যাপাররা খুলে ফেলে দিয়েছিল, নাকি হিপোই খুলে রেখে গেছে সূত্র হিসেবে?

ভিডিও চলছে। ছবিতে তখন ক্লক টাওয়ারের কাছে একটা বেঞ্চে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে কয়েকজন দর্শক। টিভির দিক থেকে ঘড়ির দিকে চোখ ফেরাল অনিক, আবার তাকাল স্ক্রীনের দিকে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'আবীর! ফ্রিজ কর ছবিটা! বুঝে গেছি!'

মোঃ শাওন হোসেন রাজু 'স স্ক্যান

দশ

রিমোট কন্ট্রোলটা তুলে নিয়ে বোতাম টিপে ছবিটা স্ক্রীনে ফ্রিজ করে দিল আবীর। টিভির দিকে তাকিয়ে আছে অবাক হয়ে। 'কী বুঝলি? আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

ঘড়িটা উঁচু করে ধরল অনিক। 'ঘড়িটা হয়তো ইচ্ছে করেই ফেলে গেছে হিপো, ক্লক টাওয়ারে ওকে আটকে রাখা হয়েছে বোঝানোর জন্য।'

চকচক করে উঠল আবীরের চোখ। লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামল। 'তাহলে আর বসে আছি কেন? চল না!'

ঘর থেকে ছুটে বেরোল দুজনে। এলিভেটরে করে লবিতে নামল। দৌড়ে বেরোল হোটেল থেকে। পার্কের মাঝখানে কালো ইস্পাতে তৈরি ক্লক টাওয়ারের কাছে আসার আগে আর থামল না।

টান দিয়ে দরজা খুলল আবীর। টর্চ জ্বালল। আলো ফেলল ক্লক টাওয়ারে ওঠার ধাতব, চকচকে পেঁচানো সিঁড়িতে।

'হিপো?' ডাক দিল সে। ক্লক টাওয়ারের ধাতব দেয়ালে

প্রতিধ্বনি তুলল তার ডাক। অনিকের দিকে তাকাল সে। 'যদি এখানেও না থাকে?' উদ্বিগ্ন শোনাল তার কণ্ঠ।

'টাওয়ারের একেবারে ওপরে থাকলে তোর ডাক শুনতে পাবে না,' অনিক বলল। 'হাত বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে রাখলে ডাক শুনলেও জবাব দিতে পারবে না।'

ভারি দম নিল আবীর। 'আছে কিনা জানার একটাই উপায়, একদম ওপর পর্যন্ত দেখে আসা।' সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল সে। ঠিক তার পিছনেই রইল অনিক।

দশ মিনিট পর সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে গেল ওরা। হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে। মেঝেতে বসে থাকতে দেখল একজন মানুষকে। সিঁড়ির রেলিঙের সঙ্গে বাঁধা। মুখে কাপড় গোঁজা।

তাড়াতাড়ি গিয়ে টান দিয়ে কাপড়টা খুলে দিল আবীর।

'এত সময় লাগল কেন তোদের?' খসখসে শোনাল হিপোর কণ্ঠে। মুখে হাসি।

'কী করব, বহুত ঝামেলা গেছে,' হেসে জবাব দিল আবীর। 'এরচে' তাড়াতাড়ি আর পারলাম না।' হিপোর বাঁধন খোলায় মন দিল সে।

'আমি জানতাম তোরা আমাকে খুঁজে বের করবিই।' হাত-পা বাঁধনমুক্ত হলো হিপোর। বাঁধা জায়গাগুলো ডলতে লাগল। উঠে দাঁড়াতে যেতেই সাবধান করল অনিক। 'আস্তে। হঠাৎ করে দাঁড়াতে গেলে পড়ে যাবি।'

হিপোকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল অনিক ও আবীর।

হাত-পা টান টান করে, ঝাড়া দিয়ে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিতে লাগল হিপো। 'ঠগবাজগুলোকে ধরার কী ব্যবস্থা করেছিস?'

যতখানি জেনেছে, হিপোকে জানাল অনিক ও আবীর।

'হাতেনাতে ধরতে হবে,' হিপো বলল। 'কারও কাছ থেকে টাকা নেয়ার সময়। নইলে ওদের ঠগবাজি প্রমাণ করা যাবে না।'

'হ্যাঁ,' একমত হলো অনিক। মিস মিলি ডিক্সনের কথা হিপোকে জানাল সে, প্রিন্টআউট লিস্টে যার নাম তালিকার সবার শেষে দেখেছে।

'কাল সকালেই মহিলার কাছ থেকে টাকা নেয়ার কথা ঠগবাজদের,' আবীর জানাল। 'ওই সময় পুলিশকে হাজির করাতে পারলেই চোরগুলোকে ধরা যায়।'

'চল, বেরোই,' তাগাদা দিল অনিক। 'কে কোনখান থেকে এসে আবার দেখে ফেলে।'

ওর কথা শেষ হতে না হতেই সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল।

'খাবার আনছে,' নীচুস্বরে জবাব দিল হিপো। 'সকালের পর থেকে আর খাইনি। দিনের বেলা আসার ঝুঁকি নেয় না ওরা, তাই অনেক রাতে আনে। উহ্, কী যে কষ্ট হয়, জানিস! এতক্ষণ না খেয়ে থাকা যায়!'

'ভালই হলো। এখনই ধরব ব্যাটাকে,' হিপোর খাওয়ার

দুঃখ নিয়ে মাথা ঘামাল না আবীর।

'এখন ধরাটা ঠিক হবে না,' অনিক বলল। 'একজনকে ধরলে বাকিগুলোকে হারাব। ওরা সতর্ক হয়ে যাবে। মিস মিলির কাছ থেকে আর টাকা নিতে না-ও আসতে পারে।'

কাছে এসে গেছে পায়ের শব্দ।

'আবার আমাকে আগের মত বেঁধে রেখে যা,' হিপো বলল। 'তোরা লুকিয়ে পড়। জলদি কর!'

হিপোকে আবার আগের মত করে বেঁধে ফেলা হলো। মুখে কাপড় গুঁজে দিল। কোথাও লুকানোর জায়গা দেখছে না অনিক। একটা জানালা আছে। ওটার বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে পারলে লোকটার চোখে পড়বে না।

জানালা ডিঙিয়ে বাইরে চলে এল সে। আবীরও এল। সরু কার্নিশে পা রেখে জানালার চৌকাঠ ধরে প্রায় ঝুলে রইল দুজনে। একশো ফুট নীচে মাটি। সাবধানে উঁকি দিয়ে ভিতরে তাকাল।

কালো আলখেল্লা আর স্টার-ফাইটারের কালো হেলমেট পরা একজন লোক সিঁড়ির মাথার ঘরে উঠে এল। এক হাতে পিস্তল, আরেক হাতে একটা কাগজের শপিং ব্যাগ।

জিনিসগুলো মেঝেতে নামিয়ে রেখে হিপোর মুখের কাপড় খুলল লোকটা। ব্যাগ থেকে দুটো স্যান্ডউইচ বের করে খাওয়াল। তারপর আবার আগের মত মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে চলে গেল।

আরও মিনিট দশেক অপেক্ষা করল আবীর। তারপর জানালার চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকল। অনিকও উঠতে গিয়ে সরু কার্নিশে পা পিছলাল। এক হাত সরে গেল চৌকাঠ থেকে। ঝুলে আছে অন্য হাতে। পিছলে যেতে শুরু করেছে আঙুল। মরিয়া হয়ে দ্বিতীয় হাত বাড়িয়ে চৌকাঠ ধরতে গেল সে। পারল না। চিৎকার করে উঠল।

ঠিক এই সময় তার হাত চেপে ধরল কতগুলো কঠিন আঙুল। ধীরে ধীরে ওপরে তুলে নিতে শুরু করল। দুই হাত দিয়েই আবার চৌকাঠ ধরতে পারল অনিক।

'ধরেছিস?' আবীর জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ,' জোরে জোরে দম নিচ্ছে অনিক। আবীরের সহায়তায় চৌকাঠ ডিঙিয়ে আবার ঘরের ভিতর পা রাখল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আর একটা মুহূর্তও এখানে না। চল, বেরোই।'

দ্বিতীয়বার হিপোর বাঁধন খুলে দিল আবীর। পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল তিনজনে। স্টার ফাইটারের পোশাক পরা লোকটা হয়তো আশেপাশেই কোথাও আছে। দেখে ফেললে বিপদ হবে।

নিরাপদেই ক্লক টাওয়ারের নীচে নেমে এল ওরা। বাইরে বেরিয়ে দ্রুতপায়ে হোটেলের দিকে হাঁটতে লাগল।

ঘরে ঢুকেই সোজা একটা বিছানার দিকে এগোল হিপো। দু'হাতের তালুতে মাথা রেখে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। তাকাল

দুই ভাইয়ের দিকে। ফ্যাকাশে হয়ে আছে চেহারা। ভীষণ ক্লান্ত। কিন্তু চোখের তারায় হাসি। 'অনেক প্রশ্ন জমে আছে তোদের মনে, তাই না?'

হাসল অনিক, 'থাকারই তো কথা। এক কাজ কর, আগে ঘুমিয়ে নে। পরে কথা বলব।'

হাসল হিপো। 'না, বলি। শোনার জন্য ভিতরে ভিতরে তো ফেটে যাচ্ছিস, বুঝতেই পারছি। পরেই ঘুমাব।'

অনিক বলল, 'বেশ, বল।'

'যে রাতে আমাকে কিডন্যাপ করা হলো, সেদিন দিনের বেলা বেযমেন্টে নামার চতুর্থ দরজাটা খুঁজে পেয়েছিলাম আমি,' হিপো জানাল। 'হোম অভ ফিউচার বিল্ডিঙে একটা বারান্দার আলমারির ভিতরে। ওটা দিয়ে নেমে ছাপাখানাটা পেয়েছি। একগাদা ব্রোশার, ভুয়া আইডেনটিটি কার্ডও দেখেছি। তবে কারা ওগুলো ব্যবহার করে জানি না। ঠগবাজদের সঙ্গে আমার একবারও দেখা হয়নি। তোমাদের খবর দিয়েছিলাম ওদেরকে খুঁজে বের করার জন্যই। দুটো তদন্তের কাজ একসাথে চালাতে পারছিলাম না আমি।'

থেমে দম নিল সে। আবার বলল, 'মনে হচ্ছে ঠগবাজদের কেউ হোম অভ ফিউচারের দরজা দিয়ে আমাকে ঢুকতে দেখে ফেলেছিল। রাতে ঘুমের মধ্যে কে যেন চেপে ধরল আমাকে। জেগে গিয়ে ধস্তাধস্তি শুরু করলাম। অন্ধকারে লোকটাকে চিনতে পারলাম না। একটা ক্লোরফর্মে ভিজানো

রুমাল আমার নাকে চেপে ধরা হলো। তারপর আর কিছু মনে নেই। হুঁশ ফিরলে দেখি হোম অভ ফিউচারের নীচের ঘরে একটা থামের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে আমাকে।'

লম্বা হাই তুলল হিপো। জেগে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। কোনমতে বলল, 'তোদের পার্কে আসার খবর কিডন্যাপারদের কথা থেকেই জেনেছিলাম। আমাকে বেযমেন্টে রাখার সাহস করল না ওরা। সরিয়ে নিয়ে গেল ক্লক টাওয়ারে...' আর কিছু বলতে পারল না হিপো। বুজে গেল চোখ। ভারি নিঃশ্বাস পড়তে শুরু করল।

'হিপো?' মৃদুস্বরে ডাকল অনিক। জবাব পেল না। গভীর ঘুমে অচেতন হিপো।

ওর কাছ থেকে সরে এল অনিক। হিপোর যাতে ঘুমাতে অসুবিধে না হয়, সেজন্য ফিসফিস করে বলল, 'যত তাড়াতাড়ি পারা যায় পুলিশকে খবর দিয়ে ঠগবাজগুলোকে ধরা দরকার।'

'হিপোর সকালের নাস্তা নিয়ে আবার কেউ যেতে পারে ক্লক টাওয়ারে,' আবীর বলল। 'ওকে ওখানে না দেখলে কী করবে? পালাবে?'

'এত সহজে পালাবে বলে মনে হয় না,' জবাব দিল অনিক। 'বরং দল বেঁধে এসে আমাদের তিনজনকেই আটকে ফেলার চেষ্টা করবে। পিস্তলের মুখে ধরে নিয়ে যেতে চাইলে বিপদে পড়ে যাব।'

'কী করা যায়?'

'ওই যে বললাম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওদের ধরার ব্যবস্থা করতে হবে। ফোন করতে হবে। চল, মার্কারের ওখান থেকেই করি। এখানে কথা বললে হিপো ঘুমাতে পারবে না।'

'বরং এক কাজ কর। তুই একাই যা ফোন করতে। আমি এখানে থাকি, হিপোকে পাহারা দিই। কোন সময় কিডন্যাপারগুলো এসে হাজির হয় কে জানে!'

'তা অবশ্য ঠিক,' মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল অনিক। ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এলিভেটরে করে পাঁচতলায় নেমে মার্কারের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। টোকা দিল দরজায়।

জেগেই ছিলেন মার্কার। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, 'কে?'

'অনিক,' নীচুস্বরে জবাব দিল অনিক। 'ভিতরে আসব। আপনার এখান থেকে ফোন করব।'

দরজা খুলে দিলেন মার্কার। 'কী খবর?'

পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকল অনিক। দরজা লাগিয়ে এসে বিছানায় বসলেন মার্কার। সব কথা খুলে বলল অনিক।

'যাক, বাঁচা গেল,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মার্কার।

ঠগবাজদের কীভাবে ধরবে, তার পরিকল্পনার কথা খুলে বলল অনিক। ফোনের দিকে এগোল। টেলিফোন ডিরেক্টরিটা টেনে নিল। হ্যারিস কনারির নম্বর খুঁজে বের করল ডিরেক্টরি থেকে। ফোন করল।

ওপাশে বেশ কয়েকবার রিং হওয়ার পর সাড়া এল ঘুমজড়িত বিরক্ত কণ্ঠে, 'হ্যারিস বলছি। কে? ঘড়ি দেখেছ? ক'টা বাজে! ফোন করার আর সময় পেলে না!'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল অনিক। ভোর পাঁচটা।

'আমি অনিক রায়হান, মিস্টার কনারি। কয়েকটা ঠগবাজকে ধরতে আপনার সাহায্য প্রয়োজন।'

'আমার সাহায্য?' বিরক্তি অনেকখানি কেটে গেল কনারির।

'আজ সকাল ন'টায় গ্যালাক্সি হোটেলে এক মহিলার কাছ থেকে টাকা নেবে ঠগবাজরা।'

'আমাকে কী করতে হবে?'

'আপনি থানায় ফোন করে বলবেন পুলিশ পাঠাতে। ঠগবাজরা যে মহিলার কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে এটা পুলিশকে নিজের চোখে দেখা দরকার।'

রাজি হলেন কনারি।

'আরেকটা কথা,' অনিক বলল, 'ঠগবাজদের গ্রেপ্তার করার খবরটা পুলিশ বা আমি আপনাকে ফোন করে না জানানো পর্যন্ত কোন ছুতোয় মরিস বেকারকে অফিসে আটকে রাখতে পারবেন?'

'পারব,' কনারি বললেন। 'কিন্তু মরিসটা আবার কী করল?'

'আমার ধারণা সে-ই নাটের গুরু, ঠগবাজদের সর্দার।

তার সহযোগীদের ধরা পড়ার খবর শুনলেই পালাবে। অন্তত চেষ্টা তো করবেই।'

'ঠিক আছে, ব্যবস্থা করছি। পুলিশকে ফোন করার পর জানাচ্ছি তোমাকে।'

কনারিকে ধন্যবাদ দিয়ে ফোন রেখে দিল অনিক। যা যা কথা হয়েছে, মার্কারকে জানাল। 'আমি ঘরে যাচ্ছি, কনারির ফোনের অপেক্ষা করব। পুলিশ এসে আপনার খোঁজ করতে পারে। করলে খবর দেব?'

'নিশ্চয় দেবে,' হাসিমুখে জবাব দিলেন মার্কার।

'ঠিক আছে, আপনি ঘুমান। প্রয়োজন হলে খবর দেব আপনাকে।'

ঘরে ফিরে এল অনিক। উঠে বসেছে হিপো। হাতে গরম কফির কাপ। পাশে বসে আছে আবীর।

'এত তাড়াতাড়ি ঘুম শেষ,' অনিক বলল।

'উত্তেজনার মাঝে ঘুম থাকে নাকি,' কাপে চুমুক দিলেন হিপো।

কনারির সঙ্গে যা যা কথা হয়েছে হিপো ও আবীরকে জানাল অনিক। 'বেন ব্রোগানকেও ফোন করা দরকার। পুলিশ আসার সাথে সাথে যেন আমাদের খবর দেয়। মিস মিলি ডিক্সনের ওপরও নজর রাখতে বলব ওকে।'

ব্রোগানকে ফোন করে সবে রিসিভার রেখেছে সে, ফোন বেজে উঠল। তুলে নিল আবার। 'অনিক রায়হান বলছি।'

'আমি হ্যারিস। পুলিশ চীফের সঙ্গে কথা হয়েছে। সাড়ে আটটায় হোটেলে পৌঁছে যাবেন। তোমাদের আর মিস মিলি ডিক্সনের সাথে যুক্তি করে যা করার করবেন।'

'থ্যাংক ইউ, মিস্টার কনারি।' রিসিভার নামিয়ে রাখল অনিক। 'ন'টার আগেই পুলিশ আসছে।'

'আমরা এখন কী করব?' আবীরের প্রশ্ন। 'পুলিশের জন্য বসে থাকব, না আরও কোন কাজ আছে?'

'একটা কাজ আছে,' অনিকের দিকে তাকাল হিপো। 'ব্রোগানকে আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছিস তোরা। নাস্তা পাঠানোর কথা।'

মুচকি হেসে ফোনের দিকে এগোল আবীর।

*

সকাল সাড়ে আটটায় ফোন বাজল। তুলে নিল অনিক। নীরবে ওপাশের কথা শুনে রিসিভার রেখে দিল। 'ব্রোগান,' দুই সহকারীকে জানাল সে। 'পুলিশ এসেছে। লবি থেকে একটা কনফারেন্স রুমের দিকে গেছে ওরা। কয়েক মিনিট আগে মিস মিলিকেও ওই রুমের দিকেই যেতে দেখেছে ব্রোগান। চল, আমরাও যাই।'

ঘর থেকে বেরোল তিন গোয়েন্দা। এলিভেটরে উঠল। এলিভেটর থেকে নামার পর ফোন বুদের উল্টো দিকের একটা ঘরের দিকে এগোল। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল।

ঘরে দাঁড়ানো তিনজন পুলিশ অফিসার। একজনের ভুঁড়ি

আছে। বয়েস পঞ্চাশের কোঠায়। টাকমাথা। সঙ্গের দুজন তরুণ অফিসার। কনফারেন্স টেবিলের একটা চেয়ারে বসে আছেন একজন বয়স্ক মহিলা। ধূসর হয়ে এসেছে চুল। মহিলার সঙ্গে কথা বলছেন মোটা পুলিশ অফিসার।

'আমি অনিক রায়হান,' পুলিশের কাছে নিজেদের পরিচয় দিল অনিক। 'ওর নাম রফিকুল ইসলাম। আর ও আবীর ইউসুফ। দুজনেই আমার বন্ধু।'

'আমি পুলিশ চীফ হেরিংটন,' গম্ভীর কণ্ঠে জানালেন বয়স্ক অফিসার। 'মিস ডিক্সনকে আমি জানিয়েছি, ঠগবাজদের খপ্পরে পড়েছেন তিনি।'

'আমি কিন্তু বুঝতে পারিনি, এমন ভাবে কথা বলছিল ওরা,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিস মিলি। বিড়বিড় করলেন, 'নিজের ফ্ল্যাট কেনা আর হলো না আমার!' মুখ তুলে চীফের দিকে তাকালেন। অস্বস্তি বোধ করছেন। 'আপনাদের কথামত কাজ করতে গিয়ে আমি কোন বিপদে পড়ব না তো?'

'না, পড়বেন না। আমরা পাশের ঘরেই থাকব,' অভয় দিলেন চীফ। 'সারাক্ষণ নজর রাখব আপনার ওপর। কোন ক্ষতি হতে দেব না।'

ঘড়ি দেখলেন তিনি। কিশোর গোয়েন্দাদের দিকে তাকালেন। 'তোমরা কি আমাদের সাথে থাকতে চাও?'

'চাই।' জবাব দিল অনিক।

'এসো।'

সারি দিয়ে পাশের ঘরের দিকে এগোল পুলিশ ও অনিকরা। ভিতরে ঢুকল সবাই। এটাও আরেকটা কনফারেন্স রুম। পাশের ঘরের দরজার পাল্লা এমনভাবে ফাঁক করে রাখলেন চীফ, যাতে কী ঘটে দেখতে পান। পিছনে দাঁড়িয়ে রইল তাঁর দুই অফিসার।

পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেল। অধৈর্য হয়ে উঠেছে আবীর। 'আসতে এত দেরি করছে কেন ওরা? এতক্ষণে তো চলে আসার কথা।'

তার কথা শেষ হতে না হতেই পাশের ঘর থেকে শোনা গেল একটা হাসিখুশি কণ্ঠ, 'মিস ডিক্সন, আমরা এসে গেছি। ভাল করে ভেবে দেখুন, আপনি ওই সুন্দর ফ্ল্যাটটা সত্যিই কিনবেন তো?'

'কিনব, কিনব,' জবাব দিলেন মিস মিলি। 'এই যে, চেক নিয়ে বসে আছি।'

'কই, দেখি?' একটা মহিলা কণ্ঠ বলল।

হোলস্টার থেকে নিঃশব্দে পিস্তল খুলে নিলেন চীফ। তারপর একটানে দরজার পাল্লা পুরো ফাঁক করে পাশের ঘরে ঢুকে পড়লেন। পিছনে ছুটে গেল দুই অফিসার। তিন গোয়েন্দাও ঢুকল ওদের পিছন পিছন।

'পুলিশ!' কঠিন কণ্ঠে ধমকে উঠলেন চীফ। 'কেউ নড়বে না!'

লাল চুলওয়ালা একজন লোককে জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকাতে দেখল আবীর। স্প্রিঙের মত লাফিয়ে উঠে ছুটে গিয়ে লোকটার কব্জি চেপে ধরল সে।

অন্যপাশ থেকে ছুটে এল অনিক। লোকটার আরেক হাত চেপে ধরল। এই সুযোগে তার পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে নিল হিপো। পুলিশের যেন কিছু আর করারই থাকল না।

লোকটার হাতের তারকার মত পাঁচকোণা, কালো ডায়ালওয়ালা লাল ঘড়িটা দেখে চেঁচিয়ে বলল অনিক, 'টমাস ডিকনার!' লোকটা বাধা দেয়ার আগেই হ্যাঁচকা টানে খুলে আনল লাল পরচুলা। বেরিয়ে পড়ল খাটো করে ছাঁটা গাঢ় বাদামী চুল।

লোকটার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল পুলিশ।

কিশোর গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে গজগজ করতে লাগল টমাস, 'প্রথম সুযোগেই তোমাদের শেষ করে দেয়া উচিত ছিল!'

ধরা পড়ে গেছে। বাধা দিয়ে লাভ নেই। সোনালি রঙের পরচুলা নিজেই টেনে খুলে নিল টমাসের সঙ্গের মহিলা। পুলিশের দিকে তাকিয়ে ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল, 'আমি এলিজা ট্রেনার।'

'থানায় নিয়ে যাও এদের,' অফিসারদের নির্দেশ দিলেন চীফ।

দুই ঠগবাজকে নিয়ে বেরিয়ে গেল অফিসাররা। মিস মিলির দিকে তাকালেন চীফ। 'দারুণ অভিনয় করেছেন আপনি, ম্যা'ম।'

'সারাক্ষণ আতঙ্কে কাঁটা হয়ে ছিলাম,' কম্পিত কণ্ঠে বললেন মিস মিলি। এখনও ভয় দূর হয়নি তাঁর। 'তবে দারুণ একটা গল্প তৈরি হলো,' মলিন হাসি হাসলেন তিনি। 'বহুকাল নাতিপুতীদের শোনাতে পারব। আমি এবার যেতে পারি?'

'নিশ্চয়, মিস ডিক্সন। থ্যাংক ইউ।'

মিস মিলি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে চীফের দিকে তাকাল অনিক। 'এখন মরিস বেকারকে অ্যারেস্ট করতে যাবেন? হ্যারিস কনারি জানেন ও কোথায় আছে।'

মাথা নাড়লেন চীফ। 'কাউকে ধরতে গেলে প্রমাণ লাগে। ঠগবাজ আর কিডন্যাপারদের সাথে মরিসও যে জড়িত, প্রমাণ করব কীভাবে? প্রমাণ না পেলে কিছুই করার নেই আমাদের।'

'কিন্তু এভাবে ছেড়ে দেবেন?' জিজ্ঞেস করল হিপো। 'কিছু তো একটা করতে হবে।'

'আমাদের কিছু করার থাকলে বলুন,' অনিক বলল।

এক মুহূর্ত ভাবলেন চীফ। 'একটা উপায় আছে। তবে অনেক বেশি ঝুঁকির কাজ।

'ঝুঁকি নিতে রাজি আছি আমরা।'

'লুকানো মাইক্রোফোন নিয়ে ওর কাছে যেতে পারো,' চীফ বললেন।

'বুঝেছি!' উজ্জ্বল হয়ে উঠল অনিকের মুখ। 'কিন্তু সেরকম মাইক্রোফোন পাব কোথায়?'

'আমার গাড়িতে আছে। তোমরা রুমে যাও, আমি নিয়ে আসছি।'

পনেরো মিনিট পর টেপ দিয়ে নিজের বুকে খুদে মাইক্রোফোন ও তারসহ যন্ত্রপাতিগুলো লাগিয়ে নিল অনিক। শার্ট গায়ে দিল। নীচে যে যন্ত্রপাতি আছে, ওপর থেকে দেখে বোঝা যায় না।

কালো রঙের একটা ছোট বাক্সর মত যন্ত্র টেবিলে রাখলেন চীফ। 'তোমরা যাও। আমি এখানেই আছি।'

ঠিক এই সময় ফোন বাজতে আরম্ভ করল। আবীর রিসিভার তুলে নিল। মিস্টার কনারির তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শোনা গেল, 'দুঃসংবাদ আছে! মরিস বেকার পালিয়েছে!'

মোঃ শাওন হোসেন রাজু 'স স্ক্যান

এগারো

চেঁচিয়ে উঠল আবীর, 'কীভাবে পালাল?'

'অফিসে এসেই মরিসকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম আমি,' কনারি জানালেন। 'হল অভ হলোগ্রামে ওর ওঅর্করুমে তখন কাজ করছিল সে। আমার অফিসে এলে একটা নতুন আইডিয়া নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করলাম ওর সঙ্গে। তারপর দুজনের নাস্তা দিতে বললাম পিয়নকে। দশটা নাগাদ একজন পুলিশ অফিসার আমাকে ফোন করে জানাল ঠগবাজির অভিযোগে এলিজা ট্রেনার আর টমাস ডিকনারকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। সুইভেল চেয়ারে মরিসের দিকে পিছন করে বসে ফোন ধরেছিলাম আমি।'

ক্ষণিকের জন্য চুপ করলেন কনারি।

তর সইল না আবীরের। 'তারপর?'

'একটা বোকামি করে ফেলেছিলাম,' কনারি বললেন। 'বলে ফেলেছিলাম, এলিজা আর টমাস ধরা পড়েছে! ভাল! খেয়াল হতেই ফিরে তাকিয়ে দেখি মরিস নেই। ফোনে আমার কথাবার্তা শুনেই সন্দেহ করে ফেলেছিল সে। চুপচাপ উঠে কখন যে বেরিয়ে গেছে টেরই পাইনি। সিকিউরিটিকে ফোন

করেছি। কেউ বেরোতে দেখেনি মরিসকে। পার্ক থেকে বেরোনোর সমস্ত পথগুলোতে কড়া নজর রাখতে বলে দিয়েছি। ওকে দেখলেই আটকাবে।'

'ভাল করেছেন।' রিসিভার রেখে দিল আবীর। কী ঘটেছে সবাইকে জানাল।

নীচের ঠোঁটে ঘন ঘন কয়েকবার চিমটি কাটল অনিক। 'আমার মনে হয়, বুককেসের আড়ালে লুকানো ওর অফিসের গোপন দরজাটা দিয়ে বেযমেন্টে চলে গেছে। ওখান থেকে পালাতে পারবে না। ধরে ফেলা যাবে।'

'পার্ক থেকে বেরোতে গেলেও সিকিউরিটিরা আটকাবে,' চীফ বললেন। 'কিন্তু আইনত ওকে আমি বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারব না। অপরাধের প্রমাণ দরকার, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'প্রমাণ আমরা জোগাড় করব।' অনিকের দিকে তাকাল আবীর। 'কি বলিস, অনিক?'

'মরিস ভীষণ চালাক,' অনিক বলল। 'আমরা গিয়ে এখন হয়তো তাকে ধরলাম, আবার যদি আমাদের হাত থেকে ফসকে পালায় তখন কী করব? তার খোঁজ পাব কীভাবে? আটঘাট বেঁধেই আমাদের যাওয়া দরকার।...কী করা যায়...কী করা যায়...!' ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তুড়ি বাজাল সে। 'পেয়েছি! আমাদের একটা আইডি ব্যাজ ব্যবহার করেই কাজটা করতে পারি।' এমনভাবে কথা বলছে অনিক, যেন নিজেকে বোঝাচ্ছে। 'ও যেভাবে আমাদের ওপর নজর

রাখছিল, আমরা কোথায় যাচ্ছি, কী করছি জেনে যাচ্ছিল, ঠিক সেভাবে সে কোথায় যায় সেটাও আমরা খুঁজে বের করতে পারব।' হিপোর দিকে তাকাল সে। 'হিপো, তোর ল্যাপটপের মডেমটা সঙ্গে এনেছিস?'

'এনেছি। কেন?'

'লাইব্রেরি আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে, আমার ধারণা মরিসও সেটাই ব্যবহার করে,' অনিক বলল। 'তোর বাড়ির কম্পিউটারেও ন্যাট-নেট লাগানো আছে, অতএব বিরাট সুবিধে হয়ে গেল। ল্যাপটপ দিয়ে প্রথমে তোর বাড়ির পিসিতে ঢুকবি, তারপর হ্যাকিং করে বেকারের কম্পিউটারে ঢুকে খুঁজে বার কর কোন প্রোগ্রামের সাহায্যে আমাদের অনুসরণ করছিল সে। গ্যালাক্সি পার্ক থেকে পালালে ওই প্রোগ্রামের সাহায্যেই ওকে খুঁজে বের করব আমরা।'

হিপোর কম্পিউটারটা বের করে দিল আবীর।

হিপো বলল, 'চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু মরিস যদি পাসওয়ার্ড দিয়ে রাখে, তাহলেই পড়ব মুশকিলে। তবু দেখি, চেষ্টা করে। তোরা চলে যা।'

টেবিল থেকে দুটো ব্যাজ নিয়ে অনিকেরটা বাড়িয়ে দিল আবীর। আরেকটা নিজে পরল। একটা টর্চ তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল অনিকের পিছু পিছু।

'মরিস কোনখানে থাকবে বলে মনে হয় তোর?' হোটেল থেকে বেরিয়ে প্রশ্ন করল আবীর।

'ওর জায়গায় আমি হলে হোম অভ দা ফিউচারের মাটির নীচের ঘরে গিয়ে ঠগবাজির সমস্ত তথ্য-প্রমাণ নষ্ট করে দেয়ার চেষ্টা করতাম,' জবাব দিল অনিক।

'হুঁ!' ওপর দিকে তাকাল আবীর। মনোরেলের দিকে। 'ট্রেনে যাওয়ার চেয়ে পায়ে হেঁটে গেলে তাড়াতাড়ি যেতে পারব।'

হোম অভ দা ফিউচারের দিকে দ্রুতপায়ে এগোল ওরা। পিছিয়ে পড়তে লাগল অনিক। হঠাৎ করেই ক্লান্তি লাগছে। আগের দিন থেকে পরিশ্রম করছে, তারওপর সারারাত ঘুমায়নি, চাপটা আসতে আরম্ভ করেছে। মনের জোরে ক্লান্তিটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আবীরের পিছু পিছু ছুটল সে। আগে বেকারকে ধরা, তারপর ঘুমানো।

হোম অভা দা ফিউচারের কাছে পৌঁছে দেখল দরজার গায়ে 'এক্সিবিট ক্লোজড' সাইন লাগানো। আগের রাতের জঞ্জাল পরিষ্কার করছে একজন মেনটেন্যান্স শ্রমিক। ওয়াশিং মেশিন থেকে উপচে পড়া পানিতে এখনও ঘরের মেঝে ভেজা। আসবাবপত্র আর দেয়ালে লেগে থাকা এক্সটিংগুইশারের ফেনা শক্ত হয়ে গেছে।

'এসব কি করে ঘটল জানো তোমরা?' আবীর এখনও স্টাফ ইউনিফর্ম পরে আছে, সেজন্য তার দিকে তাকিয়েই প্রশ্ন করল লোকটা।

'আমি কি করে জানব,' আবীর জবাব দিল। 'ধোয়ামোছা কেমন হচ্ছে আমাদের দেখতে পাঠিয়েছেন মিস্টার কনারি।

আমার বন্ধুও এখানকার স্টাফ,' অনিককে দেখাল সে। 'ইউনিফর্ম খুলে ধুতে দিয়ে এসেছে, তাই পরনে সাধারণ কাপড়।'

সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল লোকটা। মেঝে পরিষ্কারে মন দিল।

আলমারিটার দিকে এগোল দুই গোয়েন্দা। লক্ষ রাখল ওরা কী করছে লোকটা যাতে না দেখে। আলমারির ভিতর দিয়ে নীচে যাওয়ার গোপন দরজাটা খুলে ঢুকে পড়ল। দেখল ছাতের আলোটা এখনও জ্বলছে।

গোপন দরজাটা লাগিয়ে দিল অনিক। পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল দুজনে। নীচে প্রায় পৌঁছে গেছে, এসময় মরিস বেকারকে চোখে পড়ল। এক কোণে একটা শ্রেডার মেশিনে গাদা গাদা কাগজ ঢুকিয়ে কাগজগুলো নষ্ট করে দিচ্ছে। নিশ্চয় ব্রোশার আর ফ্ল্যাট কেনার বিজ্ঞাপনগুলো নষ্ট করছে। নিঃশব্দে তার দিকে এগিয়ে চলল দুই গোয়েন্দা। আরেকটু কাছে গিয়ে মরিসের পাশে মেঝেতে রাখা একটা ব্রিফকেস দেখতে পেল অনিক।

ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল বেকার। হাতে বেরিয়ে এল কালো রঙের একটা লেজার গান। রাগে গর্জন করে উঠল, 'আমার মনেই হচ্ছিল, তোমরা আসবে!'

'থিম পার্কের প্ল্যানটা বাদ দিতে হলো আপনাকে, মিস্টার বেকার,' শান্তকণ্ঠে বলল অনিক, 'সত্যি খারাপ লাগছে আমার।'

'তোমরাই আমার সর্বনাশ করলে,' চেঁচিয়ে উঠল বেকার। 'একটা হাই-টেক থিম পার্কের মালিক হতে চেয়েছিলাম আমি, ওই কিপটে বুড়োটার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে। রোবটের সাহায্যে চালাতাম ওই পার্ক। সবচেয়ে উন্নত ভিডিও গেম আর হলোগ্রাম থাকত পার্কে। কতকাল ধরে এই পার্কের স্বপ্ন আমি দেখেছি।'

'আর সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য প্রচুর টাকা দরকার ছিল আপনার,' অনিক বলল।

'ছিল!' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল বেকারের কণ্ঠ। 'নইলে আর ওই ঠগবাজির ব্যবসা ধরব কেন, টমাস ও এলিজাকেই বা সহযোগী করব কেন? পার্কে আয়ের লাভের অংশ থেকে একটা ভাগ ওদেরকে দেব, এই চুক্তিতেই ওরা রাজি হয়েছিল।'

'হিপোকে কিডন্যাপ কি আপনিই করিয়েছিলেন নাকি?' জিজ্ঞেস করল আবীর।

'না করে কী করব, বেশি নাক গলানো শুরু করে দিয়েছিল,' ভ্রূকুটি করল বেকার। মাথা ঝাঁকিয়ে গোপন দরজাটা দেখাল। 'ওই আলমারিটার কাছে ওকে ঘুরঘুর করতে দেখেছিলাম। বুঝেছিলাম, ওকে থামানো দরকার। বেন ব্রোগানকে জিজ্ঞেস করে ওর নাম, কোন শহর থেকে এসেছে, সব জেনে নিয়েছিলাম। ইয়েলো বিচ পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ানও অতিরিক্ত কথা বলে। রফিকুল ইসলাম হিপো, অনিক রায়হান ও আবীর ইউসুফের গোয়েন্দাগিরির খবর সব গড়গড় করে বলে দিতে পেরে যেন খুশিই হলো।'

'তাই হিপোকে খুন করে তার মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন,' রেগে যাচ্ছে আবীর।

'এছাড়া সব দিক সামলানোর আর কোন উপায় দেখিনি,' বেকার বলল। 'ঠগবাজির খবরটা সে জেনে গিয়েছিল। টমাস ও এলিজা ওর সঙ্গে দেখা করতে গেলে সবসময় ছদ্মবেশ নিয়ে যেত। হয়তো বেশি কথা বলতে গিয়ে সন্দেহজনক কিছু বলে বসেছিল ওরা, কিংবা অন্য যে কোনভাবেই হোক হিপো ওদের আসল পরিচয় জেনে গিয়েছিল। ওরা ধরা পড়লে আমিও ফাঁসব। তাই হিপোকে কিডন্যাপ করতে বাধ্য হয়েছিলাম।'

জ্বলন্ত চোখে দুই গোয়েন্দার দিকে তাকাল বেকার। 'কিন্তু লাইব্রেরিয়ানের কাছে তোমাদের দুজনের খবর জানার পরেও তোমাদেরকে আমি শুরুতেই গুরুত্ব না দিয়ে সবচেয়ে বড় ভুলটা করেছিলাম। তোমরা এসে হাজির হবে কল্পনাই করিনি। এসে বন্ধুর ব্যাপারে যখন খোঁজ-খবর শুরু করলে, টনক নড়ল আমার। নিজেকে সন্দেহমুক্ত রাখতে আর তোমাদের নজর অন্যদিকে সরাতে বাধ্য হয়ে ব্লুপ্রিন্ট চুরির গল্প ফাঁদলাম। তারওপর টমাসকে দিয়ে টেলিফোনে হুমকি দেয়ালাম, যাতে গ্যালাক্সি পার্ক থেকে চলে যাও। কিন্তু গেলে না।'

'তখন কম্পিউটারে আমাদের গতিবিধি লক্ষ করতে হোমিং ডিভাইস লাগানো আইডি ব্যাজ পাঠিয়েছিলেন এলিজাকে দিয়ে,' অনিক বলল।

'হ্যাঁ। যাতে মাটির নীচের ঘরগুলোতে তদন্ত করতে

নামলে জানতে পারি, বাধা দিতে পারি। কোন কিছু লুকিয়ে রাখার জন্য সবচেয়ে ভাল জায়গা হলো এই বেযমেন্টের ঘরগুলো। আমার অনুমতি ছাড়া কেউ নামত না এখানে। হ্যারিসও এনিয়ে মাথা ঘামাত না। তার ধারণা ছিল, আমার যত বাতিল সৃষ্টি, আবর্জনা, সব এখানে এনে ফেলি আমি।'

হতাশ ভঙ্গি করল বেকার। 'পদে পদে তোমাদের তদন্তে বাধা সৃষ্টি করে তোমাদের ঠেকাতে চেয়েছি। হোম অভ দা ফিউচারের সবকিছু রিপ্রোগ্রাম করে তোমাদের ভয় দেখাতে চেয়েছি। ভেবেছিলাম ঘাবড়ে গিয়ে খোঁজাখুঁজি বন্ধ করবে। করলে না। আমি আশা করেছিলাম, হিপোর হলোগ্রামটা দেখার পর অন্তত আর এগোবে না তোমরা। ওকে খুঁজে বের করার আশা বাদ দেবে।'

'হেনরি মার্কারের ওপর দিয়ে হোভারক্র্যাফট চালিয়ে দেয়ার চেষ্টাটাও নিশ্চয় টমাসই করেছিল?' অনিক জানতে চাইল।

'হ্যাঁ,' কুটিল হাসি ফুটল বেকারের মুখে। 'তোমরা তিনজনে বসে যখন লাঞ্চ করছিলে, বুড়ো গাধাটাকে চোখে পড়ে যায় টমাসের। চিনে ফেলে। ওই বুড়োর কাছেও ফ্ল্যাট বিক্রির প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিল টমাস। তোমাদের সঙ্গে ওকে দেখে সন্দেহ হয় তার।'

'আপনার জন্য দুঃখ হচ্ছে আমার, মিস্টার বেকার,' আবীর বলল। 'এত কিছু করেও আমাদের ঠেকাতে পারলেন না।'

'না,' তিক্তকণ্ঠে বলতে গিয়ে মুখ বিকৃত করে ফেলল

বেকার। 'এমনকি তোমাদের বন্ধুকে ক্লক টাওয়ারে নিয়ে গিয়েও না। মার্কার আর তোমাদেরকে হোম অভ ফিউচারে ঢুকে পড়তে দেখে হিপোকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় টমাস।'

ব্রিফকেস খুলে একটা গগলস বের করে চোখে লাগাল সে। 'আর বেশিক্ষণ এখানে থাকতে পারছি না।' লেজার গানটা তুলে নিশানা করার ভঙ্গি করল। 'আমার হোভারক্র্যাফট অপেক্ষা করছে। তোমরা পুলিশকে আমার কথা জানানোর আগেই আমি বহুদূরে ওদের নাগালের বাইরে চলে যাব। অন্য রাজ্যে। অন্য পরিচয়ে।'

'এরকম একটা লেজার গান দিয়েই এলিজাকে এরিনাতে পাঠিয়েছিলেন আপনি,' অনিক বলল।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল বেকার। 'তবে ওটার চেয়ে এটা উন্নত।'

গানের ডায়াল ঘুরিয়ে কিছু একটা অ্যাডজাস্ট করে নিল সে। ছাতের বাতিটার দিকে তাক করল। বেকার যখন এসব করায় ব্যস্ত, অনিক তখন তার অলক্ষে নিজের ব্যাজটা খুলে চোখের পলকে ঢুকিয়ে দিল ব্রিফকেসে।

ট্রিগার টিপল বেকার। ঠাস করে চুরমার হয়ে গেল বাল্‌ব্‌টা। লেজার থেকে নির্গত সাদা উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল ঘর। এত উজ্জ্বল, সহ্য করা যায় না। চোখে হাতচাপা দিল অনিক ও আবীর।

আলোটা মিলিয়ে যেতেই গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো

দুই গোয়েন্দা। কানে এল, মেঝেতে জুতোর শব্দ তুলে ছুটে চলে যাচ্ছে বেকার।

'উত্তরে যাচ্ছে,' টর্চ জ্বালল আবীর। উত্তেজিতস্বরে অনিককে ডাকল, 'আয়!'

বেকারের পিছনে দৌড় দিল দুজনে। কিন্তু সামনে দ্রুত মিলিয়ে যেতে থাকল পায়ের শব্দ। তারপর আর কিছুই শোনা গেল না।

কিন্তু থামল না দুই গোয়েন্দা। দৌড়াতেই থাকল। হল অভ হলোগ্রামে এসে সিঁড়িতে আলো ফেলল আবীর। দেখল ওপরের দরজাটা খোলা।

দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল দুজনে। আবীর আগে আগে। ঘরে ঢুকে কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল।

ওদের সামনে একজন নয়, চারজন মরিস বেকার দাঁড়ানো। জ্বলজ্বল করছে।

দরজার কাছে রাখা কতগুলো প্যাকিং বাক্সের আড়ালে ঝট করে সরে গেল দুই গোয়েন্দা।

'আসল কোনটা?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল আবীর। 'নাকি সবই হলোগ্রাম? আমাদের ফাঁকি দেয়ার জন্য বেকারের নতুন চালাকি।'

'একটার হাতেও তো লেজার গান দেখছি না।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অনিক। হঠাৎ খেয়াল করল, একটা মূর্তি তেমন জ্বলছে না, কেমন আলো-আঁধারির মধ্যে রয়েছে। মূর্তিটার মুখে টর্চের আলো ফেলতে বলল আবীরকে।

ঠিকই অনুমান করেছে অনিক। ওটাই আসল বেকার। চোখে আলো পড়তেই চোখ মিটমিট করতে লাগল। আলো থেকে মাথা সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল। না পেরে রেগে গেল। গর্জন করে উঠল।

বাক্সের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখছিল অনিক। তাকে লক্ষ্য করে লেজার গান তুলল বেকার।

মোঃ শাওন হোসেন রাজু 'স স্ক্যান

বারো

বাক্সের আড়ালে মাথা নামিয়ে ফেলল অনিক। হিসহিস শব্দ কানে এল। ওর পিছনের দেয়াল ফুটো করে দিয়েছে লেজার রশ্মি।

বাক্সের আড়াল থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে গেল আবীর। বেকারকে ধরতে ছুটল। ওকে লক্ষ্য করে লেজার গান তুলল বেকার। কাছে পৌঁছানোর সময় পাবে না বুঝে মাটিতে ঝাঁপ দিল আবীর। গড়িয়ে সরে গেল। আবারও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো লেজার রশ্মি।

ঠিক এই সময় ঝটকা দিয়ে খুলে গেল 'এক্সিবিট' লেখা দরজাটা। হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল হিপো। পিছনে পুলিশ চীফ হেরিংটন। ফিরে তাকাল বেকার। এই সুযোগে বাক্সের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তার লেজারধরা হাতের কব্জি চেপে ধরল অনিক।

হিপো ছুটল অনিককে সাহায্য করতে। আবীরও উঠে এল। তিনজনের সঙ্গে পারল না বেকার। পুলিশ চীফ

হেরিংটন তো আছেনই। বেকারের কাছ থেকে লেজারটা কেড়ে নিলেন তিনি।

সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল আবীর।

হিপোকে জিজ্ঞেস করল অনিক, 'আসতে এত দেরি করলি কেন?'

'দেরি আর কই? মরিস পালিয়েছে বোঝার সাথে সাথে দৌড় দিয়েছি আমি আর চীফ,' হিপো বলল। 'ভাগ্যিস তার কম্পিউটারে ঢুকে তোদের ওপর প্রোগাম করা ফাইলটা পেয়েছিলাম।'

'বাপরে, কী বিচ্ছুরে!' ফেটে পড়ল বেকার। 'এতটাই চালাক তোমরা আমার কম্পিউটারে ঢুকে, আমারই দেয়া হোমিং ডিভাইসের সাহায্যে খুঁজে বের করেছ আমাকে!' অনিকের দিকে তাকাল সে। 'ডিভাইসটা কোথায় রেখেছ?'

হাসল অনিক। 'আপনার ব্রিফকেসে।'

ব্রিফকেস খুলে অনিকের আইডি ব্যাজটা নিয়ে আছাড় দিয়ে ফেলল সে। 'অনেক কিছুই করলে। তবে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবে না তোমরা, শুধু তোমাদের লক্ষ্য করে লেজার ছোঁড়াটা বাদে।'

'এটাও মস্ত অপরাধ। এর জন্যও বেশ কিছুদিন জেলে থাকতে হবে আপনাকে। তা ছাড়া আপনি যে ঠগবাজদের সর্দার, কিড্যাপিঙে জড়িত, এসবও প্রমাণ করতে পারব।' চীফের দিকে তাকাল অনিক। 'তাই না, সার?'

হেসে মাথা ঝাঁকালেন চীফ। 'মাইক্রোফোনটা চমৎকার কাজ করেছে, অনিক। তোমাকে যত কথা বলেছে বেকার, সব টেপে রেকর্ড হয়ে গেছে। স্পষ্ট স্বীকারোক্তি। আদালতে দাখিল করা হবে সেগুলো।' এগিয়ে এসে বেকারের হাত ধরলেন তিনি। 'আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে, মিস্টার বেকার।'

জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে ছাড়া আর কিছু করার নেই বেকারের।

'অনেক কিছু করলে তোমরা, অনেক ধন্যবাদ,' কিশোর গোয়েন্দাদেরকে বলে বেকারকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন চীফ।

'এখন এই ভদ্রলোকদের বিদেয় করা দরকার,' মরিস বেকারের তিনটা হলোগ্রাম দেখাল অনিক। লেজার বক্সটা খুঁজে বের করল সে। সুইচ অফ করে দিল। মিলিয়ে গেল বেকারের প্রতিমূর্তিগুলো।

'একটা জিনিস অবাক লাগছে আমার,' হিপো বলল। 'হলোগ্রাম তৈরি করতে এসে অকারণে দেরি করল কেন সে? সোজা পালিয়ে গেলেই তো পারত।'

'অকারণে আসেনি। এগুলো নিতে এসেছিল,' বেকারের খোলা ব্রিফকেসটা দেখাল অনিক। ওঅর্কটেবিলের কাছে মাটিতে খোলা অবস্থায়ই পড়ে আছে। নিচু হয়ে ওটা থেকে একটা ব্লুপ্রিন্ট তুলে নিল সে। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হুঁ, যা ভেবেছি। থিম পার্কের ডিজাইন। হলোগ্রামগুলো চালিয়েছিল

আমাদের বোকা বানানোর জন্য। ভেবেছিল, ওগুলো দেখিয়ে আমাদের ধাঁধায় ফেলতে পারলে ব্লুপ্রিন্টগুলো নিয়ে পালানোর সময় পাবে।' হাই তুলল অনিক।

আবীরও হাই তুলল। 'হোটেল পর্যন্ত যেতে পারব বলে মনে হয় না। এখানেই ঘুমিয়ে পড়ব।'

আবার হাই তুলল অনিক। 'ঘুমাতে ঘুমাতেই যাই।'

*

ঘুম থেকে উঠে অনেক বেলায় গ্যালাক্সি রেস্টুরেন্টে নাস্তা করতে বসল অনিক আবীর হিপো। সঙ্গে হেনরি মার্কার।

'কয়েকটা ব্যাপার এখনও রহস্যই রয়ে গেছে আমার কাছে,' হিপোকে বলল আবীর। 'ঘড়িটা ফেলেছিলি কেন?'

হাতের কফির কাপটা নামিয়ে রেখে মাথা ঝাঁকাল হিপো। 'মাটির নীচের ঘরে গিয়ে আমাকে খাওয়ানোর সময় টমাস ও এলিজা বলাবলি করছিল, সমস্যা দেখলে আমাকে নিয়ে গিয়ে ক্লক টাওয়ারে আটকে রাখবে। সেসময় আমার ছবি তুলেছিল ওরা, যেটার সাহায্যে তোদের হলোগ্রাম দেখিয়েছে। সূত্র হিসেবে ফেলে গিয়েছিলাম ঘড়িটা যাতে তোরা বুঝিস কোথায় ছিলাম আমি। হাত বাঁধা অবস্থায় ঘড়িটা খুলতে অনেক কষ্ট হয়েছে।'

'চশমার খাপে পেয়েছি তোর ম্যাপটা। বিল্ডিংগুলোকে ঘিরে দাগ দিয়েছিলি কেন?'

'আমার সন্দেহ হয়েছিল ওই চার বিল্ডিঙেই বেযমেন্টে

নামার গোপন রাস্তা আছে,' হিপো বলল। 'দাগ দিয়ে যে কী বোকামি করেছি সেটা তো হাড়ে হাড়েই টের পেয়েছি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল হিপো। 'ওগুলো দেখেই আমি কী সন্দেহ করেছি বুঝে গিয়েছিল কিডন্যাপাররা। আরও সাবধান থাকা উচিত ছিল আমার। তাহলে হয়তো কিডন্যাপ হতে হতো না আমাকে।'

'সাবধান থাকলেও তোমাকে কিডন্যাপ করত ওরা,' মার্কার বললেন। 'ওরা বুঝে গিয়েছিল তুমি ওদের পিছনে লেগেছ। অনিক আবীর না থাকলে আমাকেও হয়তো তোমার সঙ্গে ওই মাটির নীচের ঘরে বন্দি হতে হতো।'

এসময় এসে হাজির হলেন চীফ হেরিংটন। হেসে জানালেন, 'তোমাদের বলতে এলাম সব কথা স্বীকার করেছে এলিজা আর টমাস। বেন ব্রোগানকে ক্লোরফর্ম দিয়ে বেহুঁশ করে আলমারি থেকে টাকা চুরি করেছে টমাস, কিডন্যাপিঙের কেসটা আড়াল করে ডাকাতির কেস বোঝানোর জন্য। হিপোকে ক্লোরফর্ম দিয়ে বেহুঁশ করে হোটেল থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিল দুজনে মিলে। মেনটেন্যান্সের একটা ঠেলাগাড়িতে করে নিয়ে গিয়েছিল। মেনটেন্যান্স শ্রমিকের পোশাক পরে নিয়েছিল ওরা, সিকিউরিটি গার্ডরা যাতে কিছু সন্দেহ করতে না পারে। মাস্টার কী'র সাহায্যে হোটেলে ঘরের তালা খুলেছিল টমাস। হিপোকে বেযমেন্টে রেখে ফিরে এসে চাবিটা আগের জায়গায় রেখে দিয়েছিল।'

'টমাসই কি মেনটেন্যান্স শ্রমিকের পোশাক পরে সেদিন গ্লোবটা অনিকের মাথায় ফেলতে চেয়েছিল?' আবীর জানতে চাইল।

মাথা ঝাঁকালেন চীফ। 'হ্যাঁ।'

'পরিচারিকা সেজে হিপোর হোটেলরুমে ঢুকেছিল এলিজা, সে-তো বোঝাই যাচ্ছে,' অনিক বলল। 'বুদ্ধিটা কার?'

'মরিসের,' চীফ জানালেন। 'রফিক ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে এটা বোঝানোর জন্য তার জিনিসগুলো লুকিয়ে ফেলার দরকার ছিল।' অনিকের দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি। 'আর কোন প্রশ্ন?'

মাথা নাড়ল অনিক। 'না, সব জানা হয়ে গেছে।'

চীফ চলে যাওয়ার কয়েক মিনিট পর একটা মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ডন বিয়ারকে আসতে দেখা গেল। পরনে গাঢ় নীল প্যান্ট, গায়ে সোনালি রঙের শার্ট, শার্টের সামনে-পিছনে উজ্জ্বল নীল রঙের বিদ্যুতের ছবি আঁকা।

'লেজার গান নিয়ে খেলতে চায় কিনা জিজ্ঞেস করেছিলাম কয়েকজন গেস্টকে,' হেসে বলল ডন। 'খুব উৎসাহ দেখিয়েছে ওরা।' অনিক-আবীরের দিকে তাকাল। 'ওদের সঙ্গে খেলবে?'

মুচকি হাসল অনিক। 'না, ভাই, আমাদের খেলা শেষ। জিতে গেছি। আর ইচ্ছে নেই।'

অনিকের কথা বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল ডন।

-: শেষ :-

বইটি কেমন লাগল তোমাদের, লিখে জানাও।

তোমাদের চিঠি সরাসরি পৌঁছে দেয়া হবে লেখক রকিব হাসানের হাতে।

'তোমাদের চিঠি' বিভাগে প্রশ্নের জবাব দেবেন রকিব হাসান।

যোগাযোগ ও চিঠি পাঠাবার ঠিকানা:

কথামেলা প্রকাশন

৩৮/৪ (৩য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।

***
30-02-08
≡Shaoun≡

মোঃ শাওন হোসেন রাজু ' স স্ক্যান

তোমাদের চিঠি

রজার
মীরপুর, ঢাকা।

০ প্রিয় রকিবদা, অন্যদের মত আর শুভেচ্ছাও জানাচ্ছি না, তিন গোয়েন্দা লেখা কেন ছেড়ে দিলেন তা-ও জিজ্ঞেস করছি না। সম্প্রতি 'কিশোর গোয়েন্দা'দের সাথে আমার পরিচয়। বইয়ের দোকানে আপনার লেখা 'কিশোর গোয়েন্দা' সিরিজের বই দেখে কিনে ফেললাম। কিশোর গোয়েন্দা সিরিজের প্রথম বই 'কাটামুণ্ডুর দেশে' দোকানে ছিল না। 'হিমছড়ির দানব' ও 'হাসকির গর্জন' বই দুটি কিনলাম, পড়ে বেশ ভাল লাগল। কিশোর গোয়েন্দা অনিক আবীর হিপোকে স্বাগত জানাই।

০০ 'কিশোর গোয়েন্দা'র ভুবনে তোমাকেও সুস্বাগতম।

ইমতিয়াজ আহমেদ ইমন
শিবচর, মাদারীপুর।

০ শ্রদ্ধেয় রকিবদা, 'কানা কুমিরের গুপ্তধন' ভাল লেগেছে। এজন্য ধন্যবাদ। আর বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই শিবচরের 'আনন্দ বুক হাউস'-এর বাদল ভাইকে। যার মাধ্যমে আমরা কিশোর গোয়েন্দা সিরিজের বিভিন্ন বই পেয়ে থাকি। আমি কিশোর গোয়েন্দা সিরিজের পাঠকদের সাথে যোগাযোগে আগ্রহী। পূর্ণ ঠিকানা ছাপবেন (ইমতিয়াজ আহমেদ ইমন, গ্রাম ও পোস্ট অফিস: উৎরাইল, থানা: শিবচর, জেলা: মাদারীপুর)। আচ্ছা, কিশোর মুসা রবিনের সিরিজ কি নিয়মিত বের হয়?

০০ তোমার সঙ্গে সঙ্গে বাদল ভাইকে আমরাও ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি, আমাদের 'কিশোর গোয়েন্দা' সিরিজ তোমাদের হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। না ভাই, 'কিশোর মুসা রবিনের সিরিজ' নিয়মিত বের করা সম্ভব হচ্ছে না; দুটো বই বেরোনোর পর আপাতত বন্ধ আছে, তার কারণ হার্ডবাউন্ডে দামি কাগজে ছাপতে গিয়ে দাম হয়ে যায় অতিরিক্ত, পাঠকরা ভীষণ আপত্তি জানায়। কাগজসহ প্রকাশনার সব কিছুরই যে পরিমাণ দাম বেড়েছে, খরচ কমানো অসম্ভব। তারপরও ভাবনা-চিন্তা করছি। দেখি কী করা যায়।

ফাহিম আহসান-আল-রশিদ (সাজিদ)
চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি পার্বত্যজেলা।

০ প্রিয় 'কথামালা' প্রকাশন, আমি এই প্রকাশনের একজন ভক্ত। আমি চন্দ্রঘোনার কে. পি. এম. হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছাত্র। আমি রকিব হাসানের তিন গোয়েন্দা সিরিজটি খুবই ভালবাসতাম। এখন আপনাদের এখান থেকে প্রকাশিত তাঁর 'ইয়েলো বিচ'-এর কিশোর গোয়েন্দাদেরকেও ভাল লাগছে। আমি আপনাদের গ্রাহক হতে চাই। আমাকে এর নিয়মাবলী সম্পর্কে লিখে পাঠাবেন। অনেক আশা করে এই চিঠিটি লিখছি, আশা করি এর জবাব পাব। 'বাংলাদেশে নতুন হেডকোয়ার্টার' ও 'ড্রাগনের নিঃশ্বাস' বই দুটি আমি পেতে চাই। কীভাবে পাব?

০০ কীভাবে গ্রাহক হওয়া যায়, বইয়ের শেষে **'ঘরে বসে বই' পাওয়ার নিয়ম:** পরিষ্কার করে লিখে দেয়া হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী টাকা পাঠিয়ে অর্ডার দিলে তুমি তোমার কাঙ্খিত বইগুলো পেতে পারো। আর 'কথামালা' নয়, ঠিকানায় 'কথামেলা' লিখতে হবে, নইলে ভুল নাম লেখার জন্য তোমার চিঠি ভুল জায়গায় চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তোমাকে ধন্যবাদ।

মাহফুজ আরেফিন
আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

০ রকিবদা, এইমাত্র কথামেলা থেকে প্রকাশিত আপনার লেখা রোমান্টিক থ্রিলার 'পাপের হাসি' শেষ করলাম। কেমন লেগেছে বলে বোঝাতে পারব

না। তবে এটা যে আপনার তিন গোয়েন্দা সিরিজের সেরা বই 'জলদস্যুর দ্বীপ', 'ভীষণ অরণ্য' কিংবা 'অথৈ সাগর'-এর চেয়ে কোন অংশে কম নয় এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায়। 'ভারেকের থাবা'-ও পড়লাম। অপূর্ব! কাকলী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত আপনার 'ঘাতক' আর 'আয়নাতে বন্দি'ও ভাল লাগল। কিশোর গোয়েন্দায় একটা টানটান উত্তেজনাপূর্ণ অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী লিখছেন না কেন, রকিবদা? আপনার লেখা দুই খণ্ডের বই অনেক দিন ধরে মিস করছি। পাপের হাসির মত তুলনাহীন বই কিশোর গোয়েন্দাতেও চাই।

০০ সবই পাবে।

হারুন-অর-রশীদ (সিমন)
লক্ষীপুর, রাজশাহী।

০ রকিব আঙ্কেল, আপনার 'কানা কুমিরের গুপ্তধন' এইমাত্র শেষ করলাম। ভাল লাগল। আমি আগে তিন গোয়েন্দা পড়তাম। আপনি তিন গোয়েন্দা লেখা বন্ধ করে দিলে কথামেলা হতে প্রকাশিত 'কিশোর গোয়েন্দা' পড়তে শুরু করলাম। আপনার বই পড়লে মনে হয় ঘটনাস্থলে আমি উপস্থিত আছি। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি মনে হয়। শুনলাম কিশোর মুসা রবিনকে নিয়ে আপনি 'তিন বন্ধু' সিরিজে 'বাংলাদেশ থেকে আলাস্কা' এবং 'বাংলাদেশে নতুন হেডকোয়ার্টার' নামে দুটি বই লিখেছেন। আরেকটি কথা, 'ভিনগ্রহের পিশাচ' বইটিতে কাহিনী কি শেষ হয়ে গেছে? জানাবেন।

০০ 'বাংলাদেশ থেকে আলাস্কা' এবং 'বাংলাদেশে নতুন হেডকোয়ার্টার' তিন বন্ধু সিরিজ নয়, 'কিশোর মুসা রবিনের সিরিজ'-এর বই। 'ভিনগ্রহের পিশাচ'-এ একটা গল্প শেষ হয়েছে, তবে ভারেকদের সঙ্গে নীল যোদ্ধাদের সংঘর্ষ শেষ হয়নি। ভিনগ্রহের পিশাচের পরের দুটি কিশোর সাইন্স ফিকশন 'নীল যোদ্ধা' ও 'ভারেকের থাবা' পড়ো, বুঝতে পারবে।

শাহনেওয়াজ মাহবুব প্রীতম
ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

০ প্রিয় রকিব আঙ্কেল, আপনার বই পড়া শুরু করার আগে একটা গোয়েন্দা কাহিনী লেখার চিন্তা-ভাবনা করি এবং তার নাম দিই তিন গোয়েন্দা। আমার বন্ধু মিফতাহ্‌কে এসম্পর্কে বললে সে হেসে জানায়, রকিব হাসান বহুকাল আগেই তিন গোয়েন্দা লিখে বসে আছেন। তারপর আমি তিন গোয়েন্দা পড়ি এবং আপনার ভক্ত হয়ে যাই। কিছুদিন আগে আমি আরেকটা বই লেখার কথা চিন্তা করি, সেটার নাম দিতে চেয়েছিলাম কিশোর গোয়েন্দা। মিফতাহ্‌কে সেকথা জানাতে সে আমাকে আপনার 'কিশোর গোয়েন্দা' সিরিজের 'মৃত্যুমুখোশ' বইটি এনে দিল। বইটি পড়ে ভাল লাগলেও সিরিজের নাম দেখে ভীষণ রাগ লাগল। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি আর কখনও বই লেখার চিন্তা করব না।

০০ তোমাকে হতাশ করার জন্য দুঃখিত। তবে দুটো নাম মিলে গেছে বলেই বই লেখা ছেড়ে দেবে কেন? তোমার বুদ্ধি আছে। ভাবতে থাকো, নতুন কোনও চমৎকার নাম বের করে ফেলতে পারবে।

মোঃ শাওন হোসেন (রাজু)
বোয়ালমারী, ফরিদপুর।

০ উফ্, সাংঘাতিক লেগেছে কিশোর গোয়েন্দার 'ক্যারিবিয়ানের জলদস্যু'। আর 'মৃত্যুমুখোশ' বইটা তো ফুড়ুৎ করে ফুরিয়ে গেল। ইস্, আরও যদি বড় করতেন বইটা! রকিবদা, প্রথমেই আমার অফুরন্ত ও আন্তরিক ভালবাসা নিন 'কিশোর গোয়েন্দা'র মত একটি দুর্দান্ত সিরিজ সৃষ্টি করার জন্য। আপনি ঠিকই বলেছিলেন, পুরানো নিয়ে বসে থাকলে চলবে না, নতুনেরও সন্ধান করতে হবে। আমি এখন আপনার কথার সঙ্গে একমত। অনিক আবীর হিপোকে পেয়ে কী যে ভাল লাগছে বলে বোঝাতে পারব না। কিশোর গোয়েন্দা ও কথামেলা প্রকাশনের দীর্ঘায়ু কামনা করে শেষ করছি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

০০ তোমাকেও ধন্যবাদ।

আসছে:

কিশোর গোয়েন্দা'র বই

বিমান উধাও

রকিব হাসান

খড়খড় করে উঠল এয়ারপোর্ট টাওয়ারের রেডিওর স্পিকার। শোনা গেল উচ্চকিত খ্যানখ্যানে হাসি। রক্ত পানি করা ভুতুড়ে কণ্ঠে কথা বলতে শুরু করল সাগরে ডুবে মরা এক পাইলট। তদন্তে নামল অনিক আবীর। হুমকি আসা শুরু হলো। তারপর প্রাণনাশের চেষ্টা। মারাত্মক বিপদ অগ্রাহ্য করে ধীরে ধীরে জটিল এক রহস্যের প্যাঁচ খুলল তিন কিশোর গোয়েন্দা অনিক আবীর হিপো।

বেরিয়েছে:

কিশোর গোয়েন্দা: কাটামুণ্ডুর দেশে

রকিব হাসান

চিটাগাং থেকে নিউ ইয়র্ক, সেখান থেকে দক্ষিণ আমেরিকার দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চল, ভয়ঙ্কর কুলকুল ইন্ডিয়ানদের বাসস্থান, শত্রুর কাটামুণ্ডু নিয়ে খেলা করে যারা। সেদেশে গিয়ে হাজির হলো বাংলাদেশী চার কিশোর গোয়েন্দা অনিক, আবীর, আকরাম ও হিপো। গভীর রাতে বেজে উঠল ঢাক। ভূতল প্রাসাদের অন্ধকার রত্নকুঠুরিতে চার গোয়েন্দাকে জ্যান্ত কবর দেয়া হলো।

কিশোর গোয়েন্দা: হিমছড়ির দানব

রকিব হাসান

কক্সবাজারের হিমছড়ি। জঙ্গলে ঘেরা পুরানো জমিদার বাড়িতে বেড়াতে এসেছে অনিক ও আবীর। বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ঘটতে শুরু করল রহস্যময় ঘটনা। রোদেলা জানালায় উঁকি দিয়ে যায় ভুতুড়ে ছায়া! রাত দুপুরে নিঃশব্দ পদচারণা চলে কোন অশরীরীর! করুণ সুরে বেজে ওঠে তালা দেয়া পিয়ানো। পাইপের

মধ্যে হাহাকার করে ফেরে প্রেতের দীর্ঘশ্বাস! ধীরে ধীরে উদঘাটিত হয় ভয়ঙ্কর এক দানব-সৃষ্টির রহস্য!

কিশোর গোয়েন্দা: ড্রাগনের নিঃশ্বাস
রকিব হাসান
পাগল হয়ে গেছে নোয়াখালির 'স্যাটু' মিয়া। ক্রমাগত ঘোষিত হচ্ছে ঝড়ের সঙ্কেত। টেবিল ঘিরে নীরব সম্মেলনে বসেছে অদৃশ্য তেরো প্রেতাত্মা। রহস্য জটিল করে তুলল বিচিত্র এক চার-মাথা ড্রাগন। রহস্য সমাধানে ঝাঁপিয়ে পড়ল কিশোর গোয়েন্দা অনিক, আবীর ও হিপো।

কিশোর গোয়েন্দা: হাসকির গর্জন
রকিব হাসান
শীতকালে বরফে ঢাকা আলাস্কার ইডিটারো পিটসে জমে ওঠে ডগস্লেজ রেস। অনিক আবীর গ্লিটার টাউনে ঢোকার পর পরই শুরু হলো বোমাবাজি। খুন করতে চায় কেউ। গোটা শহর হুমকির মুখে। ঠেকাতে হবে খেপা উন্মাদকে। রুখে দাঁড়াল কিশোর গোয়েন্দারা।

কিশোর গোয়েন্দা: মৃত্যুমুখোশ
রকিব হাসান
প্রবল ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে গেল রত্ন-শিকারীদের জাহাজ। ব্রোঞ্জের তৈরি একটা রহস্যময় মুখোশ পাওয়া গেল সাগর সৈকতে। তারই সত্র ধরে সুদূর মরক্কোয় পাড়ি জমাল তিন কিশোর গোয়েন্দা অনিক আবীর হিপো, প্রাচীন গুপ্তধন ও রহস্যময় এক গুপ্তশহরের খোঁজে।

কিশোর গোয়েন্দা: হীরার চোখ
রকিব হাসান
জটিল এক রহস্যের সমাধান করতে ওয়েস্ট ইন্ডিজে এসেছে তিন কিশোর গোয়েন্দা অনিক আবীর হিপো। প্রবাল প্রাচীরের বাইরে খোলা

মোঃ শাওন হোসেন রাজু । স স্ক্যান

কিশোর থ্রিলার

কিশোর গোয়েন্দা

থিম পার্কে মহাবিপদ

রকিব হাসান

সাউথ ক্যারোলিনার অত্যাধুনিক থিম পার্কে
তদন্ত করতে গিয়ে বিপাকে পড়েছে হিপো।
ছুটে গেল অনিক আবীর।
রাতে ওরা পৌছানোর পর থেকেই
ঘটতে শুরু করল নানা অঘটন।
ভয়ঙ্কর মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে আছে ও কে?
মাটির নীচের ঘরগুলোতে অদ্ভুত
ঘটনাগুলো কারা ঘটাচ্ছে?
আর হলোগ্রাম?
সন্দেহের তালিকায় রয়েছে অনেকেই।
জটিল রহস্যজালে পড়ে হাবুডুব খেতে থাকল
তিন কিশোর গোয়েন্দা অনিক আবীর হিপো।

ISBN 984 8321 57 5
+88 0171 958123

কথামেলা প্রকাশন
৩৮/৪, (৩য় তলা) বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
কথামেলা মোবাইল ঃ ০১৭২ ৪৭৪৩০৭